মাসুদ রানা

গুপ্তঘাতক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

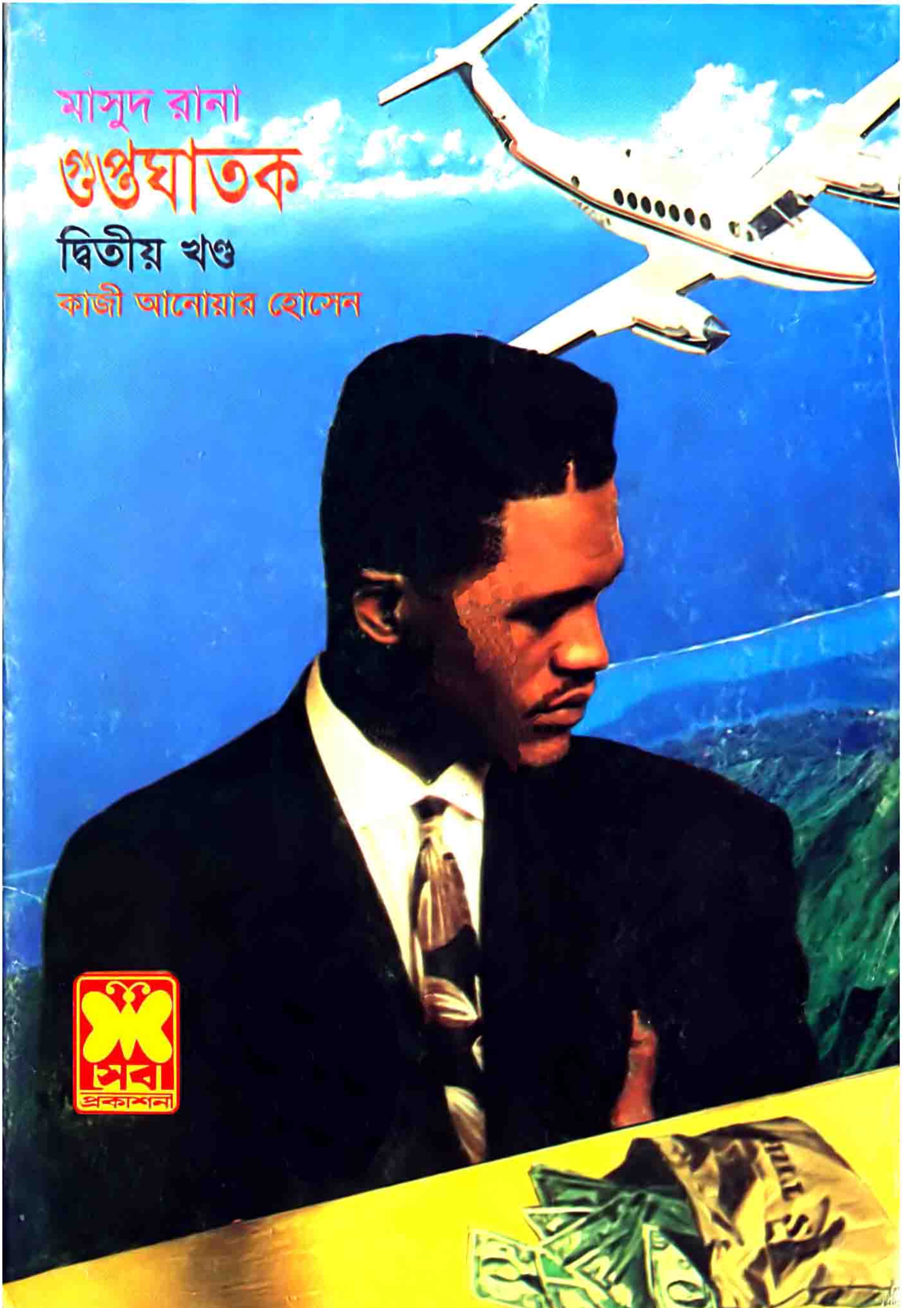

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

গুপ্তঘাতক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বেনি পেলেডের সন্ধান যখন পেল মাসুদ রানা, চোখে অন্ধকার দেখল। ওর থেকে অনেক মাইল এগিয়ে আছে সে, দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রায় পরাজিত হতে বসেছে মাসুদ রানা।
ওকে ঠেকাতে ওদিকে জেনি আরনল্ডকে জিম্মি করেছে বেনি। এদিকে জামেল নগুয়েনকে উদ্ধার করে জানতে পারল মাসুদ রানা অবিশ্বাস্য এক ষড়যন্ত্রের নীল নকশা।

ওয়াশিংটনে নিজের বাড়িতে 'দুর্ঘটনায়' মৃত্যু হলো সিআইএর ডেপুটি চীফ, মার্ক গর্ডনের।

পরের হত্যাকাণ্ডটির জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না কেউ। দেখে শুনেও বিশ্বাস করতে মন চাইল না রানার।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২১১

গুপ্তঘাতক ২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)

facebook.com/groups/we.are.bookworms

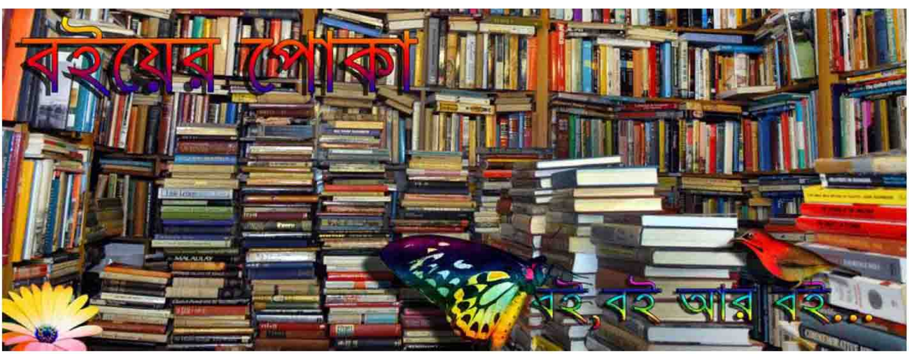

মাসুদ রানা-২১১

গুপ্তঘাতক ২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16-7211 1

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-211
GUPTOGHATOK Part-2
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

পঁচিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়
মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস
ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন
বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ
যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা
যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক

এক

চিন্তিত মুখে রিসিভারটা রেস্টে রেখে দিল মার্ক গর্ডন। স্টাডিতে বসে আছে সে। পার্সোন্যাল কম্পিউটরের পাশে রাখা বুরবোঁর গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল মৃদু। নিজের সৌভাগ্যকে ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার। এ যেন না চাইতেই এক কাঁদি।

যে ভাবে বেনি পেলেডকে হত্যা করার পরিকল্পনা এঁটেছিল সে মনে মনে, অনেকটা সেভাবেই মরতে চাইছে লোকটা নিজেই। আজব কাণ্ড! ব্যাটা বেবিসিটার চেয়ে পাঠিয়েছে। আরেক চুমুক বুরবোঁ গলা দিয়ে নামিয়ে দিল গর্ডন। হাসল নিঃশব্দে, বেবিসিটারই বটে! আসল ভয়টা কেটে গেছে গর্ডনের। 'গোপনে' জিম্বালা রওনা হয়ে গেছে মাসুদ রানা।

জা ভুলির কানে খবরটা পৌঁছে গেছে। ওর ব্যবস্থা সে-ই করবে সময় মত। বাকি ছিল বেনির ব্যাপারটা। তার-ও সমাধা প্রায় হয়েই গেছে বলা চলে। বহুদিন পর স্বস্তি অনুভব করছে মার্ক গর্ডন। প্রায় ভুলতেই বসেছিল সে স্বস্তি কাকে বলে। পরবর্তী কর্ম পন্থা নিয়ে খানিক ভাবল ডেপুটি। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।

হোটেল ইউএন প্লাজার সুইচ বোর্ডের নম্বর ঘোরাল সে। দুবার রিঙ হতে সাড়া দিল অপারেটর। ত্রিশতলার প্রেসিডেন্সিয়াল বডি গার্ডদের জন্যে নির্দিষ্ট ফোন নম্বরটা বলল তাকে গর্ডন। মাইক গ্রীন জবাব দিল অন্য

প্রান্তে।

'গর্ডন বলছি। কথা বলতে পারবে?'

'না।' তাৎক্ষণিক উত্তর গ্রীনের।

'আর কোন ফোন থেকে যোগাযোগ করতে পারবে এখনই?'

'হ্যাঁ। তা পারা যাবে।'

'গুড। আমি অপেক্ষা করছি।' রিসিভার রেখে স্কচের গ্লাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গর্ডন। ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় ফোন এল মাইক গ্রীনের।

'তোমার ডিউটি কটা পর্যন্ত?' প্রশ্ন করল সে।

'সকাল আটটা।'

'তোমার রিলিভার তো হিল?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। মঙ্গলবার সকালে ডিউটি শেষ করে হোটেল থেকে সরাসরি গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে চলে যাবে। ওখানে কোথায় যেতে হবে বুঝতে পারছ তো?'

এমনিতেই গম্ভীর স্বরে কথা বলছিল মাইক গ্রীন, এবার আরও গম্ভীর হয়ে গেল। সংক্ষেপে বলল, 'ফাঁদের ঠিকানায়?'

হেসে উঠল মার্ক গর্ডন। 'ঠিক। বেনি আছে ওখানে।'

'তাই? আমি তো জানতাম মারি হিলে আছে ব্যাটা।'

'ছিল। বিকেলে দুজন পুলিস খুন করে পালিয়েছে ওখান থেকে। আরও একজনকে খুন করেছে ব্যাটা।'

'সেরেছে, বলেন কি! কি হয়েছিল, স্যার?'

'কাল জানাব। আসল কাজে ভুল হয় না যেন।'

'প্রশ্নই আসে না।'

'মাইকেল ফিশারের নাতনীকে জিম্মি করেছে পেলেড।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। তুমি ডিউটি করবে পেলেডের ওখানে। তারপর...'

'বলতে হবে না, স্যার।'

'ট্রেড সেন্টারে যা-ই ঘটুক, তা নিয়ে ভাবতে হবে না। কেবল সতর্ক থেকো। লোকটা স্মার্ট। ওকে নিয়ে আমরা কী ভাবছি, হয়তো এতক্ষণে তা অনুমান করে নিয়েছে ব্যাটা।'

'ওকে, বস্। মেয়েটির ব্যাপারে কি করব?'

'ও একজন সাক্ষী, কাজেই বুঝে নাও। তবে পেলেডের ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত ওর কোন ক্ষতি কোরো না।'

'ঠিক আছে।'

'আবারও বলছি, গ্রীন, লোকটা ভীষণ স্মার্ট। সতর্ক থেকো। আমার সন্দেহ, ও হয়তো সেফহাউসের সিকিউরিটি সিস্টেমের সঙ্গে নিজের কোন মেথড যোগ করেছে, যাতে ওর আগমন ভেতরে অবস্থানকারীরা টের না পায়। আমি নিশ্চিত নই, তবে একবার অনেকটা এরকমই কি যেন ঘটিয়েছিল ও বেলফাস্টে। শোনা কথা অবশ্য। সে যাক, ও বাইরে চলে গেলে ব্যাপারটা চেক করে দেখো। কোথাও কোন ডিভাইজ-টিভাইজ আছে কি না।'

'দেখব।'

'তারপর? আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট কি করছেন?'

ভুরু কোঁচকাল গ্রীন। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার। ইউএনের ইজিপশিয়ান প্রতিনিধির সঙ্গে নিজের রুমে গোপন বৈঠক চলছে তাঁর।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। দুই ঘণ্টা হয়ে গেল, এখনও দরজা খোলার নাম নেই।'

কিছুক্ষণ গুম্ মেরে থাকল মার্ক গর্ডন। 'ভুল হয়ে গেছে,' আফসোস

করল সে। 'ওখানেও দুই একটা পাতা উচিত ছিল। তাহলে জানা যেত কী এত আলাপ করছে।'

'যা হওয়ার হয়ে গেছে। ও নিয়ে ভেবে আর লাভ কি।'

'ঠিক। রাখলাম। যা বললাম, মনে রেখো।'

নিঃশব্দে হাসল মাইক গ্রীন। 'অবশ্যই রাখব।'

সত্যি ভুল হয়ে গেছে, ফোন রেখে ভাবতে বসল গর্ডন। কেন যে সময় থাকতে ওখানেও মাইক্রোফোন প্ল্যান্ট করার কথা মনে পড়ল না তার। কি করে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজর এড়িয়ে গেল? মাসুদ রানার জিম্বালা যাত্রার কথা আসলে নেহাৎ ভাগ্যগুণে জানতে পেরেছে সে। রামেলের সঙ্গে হোটেলে বসে এ নিয়ে পরামর্শ করে ইউনাকোয় ফিরে ফিশার ও কলচিনস্কির সঙ্গে মাসুদ রানা আলোচনা করেছিল বলেই।

যদিও ওটা ছিল প্রাথমিক আলোচনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোক লাগিয়ে রানার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করেছিল গর্ডন। সে-ই ইউনাকোর প্লেনে মাসুদ রানার অজ্ঞাত যাত্রার সংবাদ দিয়েছে তাকে সময়মত। এবং ওই আলোচনার ফলে এটাও জানা যায় যে জিম্বালার বিদ্রোহ দমনে সুদান এক স্কোয়াড্রন মিগ দিয়ে সাহায্য করবে বলে সে দেশের ইউএন প্রতিনিধির মাধ্যমে খার্তুমের সম্মতি আদায় করে নিয়েছে রামেল নগুয়েন। সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিসে স্ক্র্যাম্বল্ করার জন্যে মিগগুলো মোতায়েন থাকবে জিম্বালার সীমান্তবর্তী সুদানের এল মাশের বিমান ঘাঁটিতে।

অবশ্য তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সাদের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক জা ভুলির। এনজামেনাও কথা দিয়েই রেখেছে তাকে বিমান দিয়ে সাহায্য করবে। বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পাবে তারা।

আরেক আউন্স হুইস্কি ভেতরে পাঠাল ডেপুটি। ইজিপশিয়ান রিপ্রেজেনটেটিভের সঙ্গে কী এত আলাপ করছে নগুয়েন?

*

চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। জীপের দোলায় মৃদু দুলছে দেহটা। হাইওয়ে ধরে তুমুল গতিতে ছুটছে জীপ। পাশে একের পর এক সিগারেট ফুঁকে চলেছে ক্যাপ্টেন কলওয়েজি। থেকে থেকে সৈনিকদের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে পিছন থেকে।

আকাশে তারার মেলা। চাঁদ নেই। পথের দু'ধারে ধু-ধু প্রান্তর। অনেক দূরে আকাশের গায়ে দুটো কালচে রেখা—গাছপালার প্রান্তভাগের আভাস। দৃশ্যটা বাংলাদেশের গ্রামের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। অজানা-অচেনা এক গ্রাম্য বধূর কাল্পনিক দুঃখে মনটা ভার হয়ে উঠল। কিন্তু সে মাত্র ক্ষণেকের জন্যে। নিজের বাস্তবিক দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল মাসুদ রানা।

কি করে ভুলি টের পেল ওর আগমন? এ কি করে সম্ভব? এত গোপনীয়তা, এত সতর্কতা, পরিকল্পনা, সব বৃথা গেল! শুধু টের পাওয়াই নয়, খবরটা অনেক আগেই পেয়েছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নইলে ওকে আটক করতে কোনডেসি থেকে এত দূরে ছুটে আসার সময় পেল কি করে এরা? সবচেয়ে বড় শঙ্কা, পরিকল্পনার কতখানি জেনেছে জা ভুলি?

আচমকা ডানে বাঁক নিল জীপ। অসমান সরু রাস্তা ধরে মিনিট দশেক লাফাতে লাফাতে এগোল। এদিকে কেন? ভাবল মাসুদ রানা, কোথায় নিয়ে চলেছে ওকে কলওয়েজি? ভাবতে ভাবতে থেমে দাঁড়াল জীপ। এবং সামনে তাকাতেই উত্তরটা পেয়ে গেল ও। একটা হেলিপ্যাড এটা। আবছাভাবে একটা কপ্টারের কাঠামো চোখে পড়ল রানার।

একটা হিউ। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। নেমে পড়ল কলওয়েজি। রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। 'নেমে আসুন।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে নামল মাসুদ রানা। গাড়ির হেড লাইটের আলোয়

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। চৈত্র মাসের ফাটা মাঠের মত অসংখ্য চিড় টারমাকে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা ঘাস, জংলা লতাপাতা। পরিত্যক্ত হেলিপ্যাড।

'চলুন,' পাশ থেকে রানার পিঠে মৃদু ধাক্কা দিল ক্যাপ্টেন। পিছনের সৈনিকরা নেমে পড়েছে আগেই। সবাই মিলে প্রায় ঘেরাও করে কপ্টারের দিকে নিয়ে চলল ওকে। কাছে যেতে নিজের আসনে বসা দেখা গেল পাইলটকে। হেলান দিয়ে বসে আছে লোকটা। খুলে রেখেছে নিজের দিকের দরজা।

'স্টার্ট দাও!' লোকটার উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল কলওয়েজি।

নড়ল না পাইলট। এদিকে তাকালও না। যেমন ছিল তেমনি বসে থাকল। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে, বুকের সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে সে। ঘুমিয়ে পড়েছে সম্ভবত।

ব্যাপারটা অনুমান করে দাঁতে দাঁত চাপল কলওয়েজি। 'হারামজাদা! ঘুমাবার সময় পেল না আর!' রানাকে ছেড়ে জোর পায়ে কপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল সে। তখনও নড়ার নাম নেই পাইলটের। কাছে গিয়ে খপ্ করে তার চুল মুঠো করে ধরল সে। পরক্ষণেই আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন। লোকটির চুল ভেজা। হাতটা ঘুরিয়ে আলোর সামনে তুলে ধরল সে। আঁতকে উঠল ভীষণভাবে। রক্ত!

কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ হলো না। পাইলটের সীটের পিছন থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল একটা হাত, কলওয়েজির টিউনিকের কলার মুঠো করে ধরেই সামনের দিকে হ্যাঁচকা টান লাগাল হাতটা। হুড়মুড় করে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন, সামলে ওঠার সময় পেল না, তার আগেই মুখের একটা পাশ দড়াম করে বাড়ি খেল পাইলটের সীটের সঙ্গে। গুঙিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। পরমুহূর্তে জমে গেল ঘাড়ে ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ পেয়ে।

'বোকার মত কোন অ্যাকশন দেখাতে যেয়ো না, ভুয়া মেজর,' গম্ভীর

কণ্ঠে বলল হাতের মালিক। 'তোমার লোকদের বলো অস্ত্র সমর্পণ করতে। চারদিক থেকে তোমাদের ঘিরে রেখেছি আমরা।'

যেন লোকটির বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যেই প্যাডের চারদিকে একসঙ্গে জ্বলে উঠল অনেকগুলো আলো। চট্ করে চোখের সামনে হাত তুলে আলো আড়াল করল হতভম্ব মাসুদ রানা। গাড়ির হেডলাইট ওগুলো, চার-পাঁচ জোড়া। টারমাকে অসংখ্য বুট জুতোর আওয়াজ উঠল। তিন দিক থেকে মার্চ করে এগিয়ে এল তিন দল সৈনিক। সবার হাতে উদ্যত এফএন এফএএল সেমি অটোমেটিক রাইফেল।

মুখ খোলার প্রয়োজন পড়ল না কলওয়েজির। আগেই অবস্থা বুঝে ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়েছে তার দলের সবাই। যার যার অস্ত্র পায়ের কাছে রেখে দুহাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে সটান। সীটের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে হাতের মালিক। টারমাকে নেমে কলওয়েজিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল তার দলের কাছে। সবার মত রানাও লোকটিকে দেখতে পেল এবার। বিশালদেহী লোকটির কাঁধেও মেজরের ব্যাজ। আরেক ভুয়া? ভাবল মাসুদ রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু নড করল সে। 'মেজর জোসেফ মোরেদি, অ্যাট ইওর সার্ভিস, মেজর মাসুদ রানা।'

'ব্যাপার কি, মেজর,' বলল ও। 'কিছুই তো...'

'বুঝতে পারছেন না, এই তো?' বাধা দিয়ে বলে উঠল মোরেদি। 'একটু অপেক্ষা করুন। হাতের কাজটা শেষ করে নিই, তারপর বলছি। ক্যাপ্টেন!' হাঁক ছাড়ল মেজর। আরেক দৈত্যাকার আফ্রিকান এগিয়ে এসে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াল তার সামনে। কলওয়েজি বাদে অন্যদের দেখাল মোরেদি। 'নিয়ে যাও এদের। কোর্ট মার্শাল সেরে ফেলো। খুব সংক্ষেপে। হাতে সময় কম। আর, কাউকে দিয়ে লাশটা সরাবার ব্যবস্থা

করো,' কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল তাক করে পিছনের কপ্টারটা দেখাল সে।

হেলিপ্যাডের এক প্রান্তে ঠেলে-গুঁতিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো লোকগুলোকে। একজন সৈনিকের পাহারায় কাছেই মাটিতে বসিয়ে রাখা হলো কলওয়েজিকে। তাকে প্রয়োজন আছে। দুজন সৈনিক গিয়ে পাইলটের মৃতদেহটা নামাল কপ্টার থেকে। রানা আর মেজর মোরেদি দাঁড়িয়ে থাকল আগের জায়গায়। দূর থেকে ক্যাপ্টেনের ভরাট গলা ভেসে আসছে। কিন্তু ভাষা অজানা বলে এক বর্ণও বুঝতে পারছে না রানা। জিজ্ঞাসু চোখে মোরেদির দিকে তাকাল ও।

'ওদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনে কোর্ট মার্শাল রায় ঘোষণা করল এইমাত্র,' রানার মনোভাব বুঝতে পেরে ব্যাখ্যা করল মেজর। 'মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে প্রত্যেককে।'

সেমি অটোমেটিকের ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজে কেঁপে উঠল চারদিক। ভয় পেয়ে আশপাশের গাছের আশ্রয় ছেড়ে উড়ে পালাল কয়েকটি পাখি। কিছু বলল না মাসুদ রানা। বলার আছেই বা কি? বিরস মুখে একটা সিগারেট ধরাল ও। টানতে লাগল অন্যদিকে তাকিয়ে। এটুকু অন্তত বুঝতে পারছে, মেজর মোরেদি সরকারের অনুগত।

'আপনি বোধহয় সন্তুষ্ট হতে পারেননি, মিস্টার রানা?'

'এদের ফেয়ার ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা যেত।'

'তা যেত। কিন্তু তাতে সময় লাগত প্রচুর। তাছাড়া, একে আনফেয়ার ভাবছেন কেন? সেশনটা সংক্ষিপ্ত হয়েছে, আই অ্যাডমিট দ্যাট। বাট আদারওয়াইজ...।' থেমে কাঁধ শ্রাগ করল মেজর। নিজেও একটা সিগারেট ধরাল। 'ওদের মধ্যে দয়ামায়ার ছিঁটেফোঁটাও নেই, কসাইর মত মানুষ মারে। তাহলে আমরাই বা কেন ওদের ফেভার করব? যদি কোনরকমে

আপনাকে নিয়ে ফ্লাই করতে পারত, ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেত ওরা এতক্ষণে। আপনিও অবশ্যই সূর্যের মুখ দেখতেন না আর কোন দিন। আমরা এসেছি আপনাকে উদ্ধার করতে। তাতে যদি···।' এবারও থেমে গেল মেজর বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে।

'ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল মেজর মোরেদি। 'চার সাড়ে চার ঘণ্টা আগে ওয়্যারলেসে আমাকে আমার ইউনিটসহ এই বর্ডার পোস্টের দিকে আসার নির্দেশ দেয়া হয়,' মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ফেলে আসা সুদান-জিম্বালার বর্ডার বোঝাতে চাইল মোরেদি। 'এখান থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে ছিলাম আমি, পেট্রোলিঙে।'

'কে দিয়েছে নির্দেশ?' সিগারেট ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল মাসুদ রানা।

'আমার সুপ্রীম কম্যাণ্ড। আপনার নাম বর্ণনা ইত্যাদি জানিয়ে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় আপনাকে উদ্ধার করতে, অ্যাট এনি কস্ট। সেই সঙ্গে আভাস দেয়া হয় যে আমরা পৌছার আগেই আপনি জা ভুলির লোকজনের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারেন, সম্ভবত। অতএব, প্রয়োজনে লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি আমি।'

তার মানে, ওর ধারণাই ঠিক, ভাবল মাসুদ রানা। আগে থেকেই ওর আসার খবর পেয়ে গেছে ভুলি যে করেই হোক। 'কিন্তু এখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, কেমন করে জানলেন।'

'গ্রামবাসীদের মুখে শুনেছি,' এবার বিপরীত দিক ইঙ্গিত করল মেজর, 'সন্ধের আগে এদিকে একটা কপ্টার আসতে দেখেছে তারা। তখনই বুঝে নিয়েছি ওদের কোথায় পাওয়া যাবে। বর্ডার পোস্টের কাছে যাওয়ার সাহস করবে না ওরা, কারণ ওখানে রয়েছে সরকার অনুগত বাহিনী। দাঁড়াতেই

পারত না ব্যাটারা ওখানে। বাকিটা অনুমান করে নিয়েছি। আরও অনুমান, কোন বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এদেশে এসেছেন আপনি সাংবাদিক পরিচয়ে এবং আমাদের বিদ্রোহী বন্ধুরা তা জেনে গেছে কোন ফুটোর সাহায্যে, কি বলেন?'

'এরপর কি?' উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

খানিকটা যেন বিস্মিত হলো জোসেফ মোরেদি। 'এরপর কি মানে? ও হ্যাঁ। যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে এখন আপনাকে।'

'কোথায়?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিল না মেজর।

দশ মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে ফিরে এল ক্যাপ্টেন। মেজরকে রিপোর্ট করল সে। 'ঠিক আছে,' সোয়াহিলিতে বলল জোসেফ মোরেদি। 'লাশগুলোর ব্যবস্থা করো। হত্যাকাণ্ডের কোন সূত্র যেন ওরা না পায় খেয়াল রেখো।' কলওয়েজির দিকে নজর দিল সে এবার। 'ভুয়া মেজর, তোমার সঙ্গীদের অবস্থা তো দেখলে নিজের চোখেই। নিশ্চয়ই চাও না ওদের মত পরিণতি হোক তোমার? যদি না চাও, তাহলে বলে ফেলো ঠিক কি নির্দেশ ছিল তোমার ওপর এর ব্যাপারে।'

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকল কলওয়েজি। কথা বলার লক্ষণ নেই।

একটা মেকী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল মোরেদি, 'জানাতে চাও না, তাই না?'

কলওয়েজি নিরুত্তর।

নিজের ডেপুটির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। 'যে ভাবে পারো কথা বের করো। তাড়াতাড়ি!'

কলার ধরে শানের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল তাকে দুজন সৈনিক। গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে শুরু হলো বেদম প্রহার। চারদিক থেকে ক্রমাগত রাইফেলের বাঁটের বেমক্কা আঘাত, সঙ্গে সবুট লাথি। মিনিট খানেক দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল কলওয়েজি। তারপর আরম্ভ হলো তার অবিরাম চিৎকার। দুমিনিটের মধ্যে গোঙানিতে পরিণত হলো তা।

পনেরো মিনিটের মাথায় মুখ খুলতে বাধ্য হলো ক্যাপ্টেন কলওয়েজি। মার বন্ধ করে জেরা করতে আরম্ভ করল জোসেফ মোরেদির ডেপুটি! প্রশ্ন করতে যা দেরি, গড় গড় করে জবাব দিয়ে গেল সে। সন্তুষ্ট মনে ঘর্মাক্ত কলেবরে মেজরের কাছে ফিরে এল ক্যাপ্টেন।

'ইয়েস?'

'ওর ওপর নির্দেশ ছিল ভদ্রলোককে,' চোখ ঘুরিয়ে মাসুদ রানাকে দেখাল সে, 'ধরে কোনডেসি নিয়ে যেতে হবে। তার আগে, ধরতে পেরেছে, এই খবর দিতে হবে মিডলম্যানকে।'

'মিডলম্যান?'

'জ্বি। কাছেপিঠেই কোথাও আছে সে।'

'তারপর?'

'এর কাছ থেকে খবর পেলে সে তা রিলে করবে কোনডেসিতে।'

'ওয়্যারলেসে?'

'হ্যাঁ। তবে তাকে জানাতে হবে ফ্লেয়ার ছুঁড়ে। ফ্লেয়ার চোখে পড়লেই ওয়্যারলেস করবে মিডলম্যান।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল মেজর মোরেদি। 'কোথায় ফ্লেয়ার?'

'ওদের গাড়িতে।'

'গুড! ওটা ছোঁড়ার ব্যবস্থা করো। আর...কলওয়েজিকে আমাদের প্রয়োজন নেই।'

'ইয়েস, স্যার।'

'তুমি এদিকের ব্যবস্থা সেরে এসো। আমি এঁকে নিয়ে চললাম।'

'জ্বি।'

'কতজন সোলজার হলে চলবে তোমার।'

'সাত-আটজন।'

'অলরাইট। অন্যদের গাড়িতে উঠতে বলো।' রানার দিকে ফিরল মেজর। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

'কোথায় যেতে হবে আমাকে তা কিন্তু এখনও বলেননি মেজর,' বলল ও।

পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মোরেদি। কুঁচকে উঠল ভুরু। মুখ দিয়ে কড়া কিছু বেরোতে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সামলে নিল কি ভেবে। 'এখনই না জানলে নয়?'

রানার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। মাথা দোলাল ও। 'ব্যাপারটা জরুরী।'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জোসেফ মোরেদি। লোকটি যে-ই হোক, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কোন সন্দেহ নেই তাতে। নইলে একে উদ্ধারের জন্যে তাকে পাঠানো হত না। কাজেই এর সঙ্গে ঘাড়ত্যাড়ামি করা ঠিক হবে না। 'যেখানে যাওয়ার কথা, হ্যাবেন। নিগেল বুলির কাছে। ভদ্রলোক...'

'চিনেছি। দূরত্ব কত হ্যাবেনের?'

'প্রায় তিনশো কিলোমিটার। কেন?'

'কিসে যাচ্ছি আমরা?'

বিস্মিত হলো মেজর। 'কেন, গাড়িতে!'

'আমি ভাবছি কপ্টারে গেলে কেমন হয়। সময় অনেক কম লাগবে।'

'যেতে পারলে তো ভালই হত। কিন্তু পাইলট নেই। বেশি বাহাদুরি

দেখাতে গিয়েছিল হারামজাদা পাইলট। উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি করে আমার দুই জওয়ানকে মারাত্মক জখম করেছে। ব্যাটাকে হত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না,' দু'হাতের তালু চিত করে মাথা ঝাঁকাল মোরেদি হতাশা প্রকাশের ভঙ্গিতে। 'আরেকজন পাইলট পাঠাতে অনুরোধ করেছি আমি...'

'তার দরকার নেই,' পা বাড়াল রানা কপ্টারের দিকে। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'মানে!' হোঁচট খেল মেজর ভেতরে ভেতরে। 'চালাতে পারেন আপনি?'

মুচকে হেসে পাইলটের সীটে উঠে বসল মাসুদ রানা। 'লেট'স ট্রাই।' প্যানেল লাইট অন করে সামনের সবকিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল ও। ড্যাশবোর্ডের ওপর ভাঁজ করা একটা ম্যাগাজিন সাইজ কাগজ দেখে তুলে নিল। ওটা মেলে ধরতেই মনটা খুশি হয়ে উঠল। জিম্বালার এয়ার রুট ম্যাপ ওটা। সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা। 'উঠে পড়ুন,' বলল মেজরের উদ্দেশে। 'তবে বেশি লোক যাওয়া যাবে না। ছয়জন, বড়জোর।'

বোকা বোকা চোখে একবার রানার মুখের দিকে, আরেকবার ম্যাপের দিকে তাকাতে লাগল মেজর মোরেদি। 'কিন্তু অন্ধকারে বুঝব কি করে কোথায় নামতে হবে। সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই...।' থেমে গেল সে।

'হবে না;' ম্যাপটা দেখাল তাকে রানা। 'এটা দেখে দেখে ঠিক জায়গামত পৌঁছে যাব।'

পাঁচ মিনিট পর সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ঝড় তুলে শূন্যে ভেসে পড়ল হিউ। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উল্কার বেগে খানিকটা কোনাকুনি আকাশে উঠে গেল কলওয়েজির ফ্লেয়ার। দীর্ঘ যাত্রা শেষে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আগুনের ফুলঝুরি ছিটিয়ে নিভে গেল ওটা।

দুই

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে রানা আকাশের দিকে। নীল ভেলভেটের ওপর মুক্তোর দানার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লক্ষ-কোটি তারা। কোনটা স্থির, জোরাল দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কোনটা টিমটিমে, ম্লান। কী অদ্ভুত সুন্দর। আনমনে ভাবছে মাসুদ রানা। বৃহৎ আর ক্ষুদ্রের কী চমৎকার সহাবস্থান।

কি আছে ওই ভেলভেটের ওপাশে? স্বর্গ? অমন অতুলনীয় সৌন্দর্যের পেছনে আর কি থাকতে পারে স্বর্গ ছাড়া? সচকিত হলো মাসুদ রানা। স্বর্গ-নরকে ওর বিশ্বাস আছে কি নেই, তা ও নিজেই ভাল জানে না। এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাও করেনি কখনও।

তবে কঠিন কোন অ্যাসাইনমেন্ট হাতে থাকলে সব সময়ই সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, স্বর্গ-নরক, প্রকৃতি-সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি ভাবনা স্থান জুড়ে বসে ওর মনে। কেন বসে তা-ও জানে না মাসুদ রানা। হয়তো এ ওর অবচেতন মনের স্থির কোনও বিশ্বাসে পৌঁছানোর জন্য সত্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। কখনও কি শেষ হবে এ অনুসন্ধান? সত্য খুঁজে পাবে রানা? কে জানে!

পুবের আকাশে ভোরের আবছা আভাস। অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে অন্ধকারের রাজত্ব যে শেষ হতে বসেছে তা বুঝতে দেরি হয় না। হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। চোখ বুজে আসতে চাইছে রানার ঘুম ঘুম আবেশে। চট করে চেয়ার ছাড়ল রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ

বারান্দা জুড়ে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে নানান চিন্তা।

কোনডেসির কয়েক মাইল দূরে বিশাল ডেইরি ফার্মে রয়েছে ওরা এখন। এর মালিক হ্যানুয়ের নালফো। জিম্বালার প্রথম পাঁচ বিত্তশালীর একজন ভদ্রলোক। জামেল নগুয়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বছরের এ সময়টা এখানে কিছুদিনের জন্যে বাস করেন নালফো সপরিবারে। অবসর যাপন করেন। ব্যাপারটা নিয়মিত। এ জা ভুলিও জানে। তবে সে-জন্যে কোনরকম চাপ বা হুমকির মুখে ফেলেনি সে নালফোকে। ভুলি জানে, নালফোরা জিম্বালার অমূল্য সম্পদ। ক্ষমতায় যে-ই থাকুক, এদের দেয়া ট্যাক্সেই চলে সরকার। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি ভুলি। ওটা বুদ্ধিমানের মত তুলে রেখেছে ভবিষ্যতের জন্যে।

কোনডেসিতে ফিরে নিজেই টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে সে হ্যানুয়ের নালফোর সঙ্গে। শুধুই তাকে অভয় দেয়ার জন্যে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি করে নিজের উপদলীয় প্রধানদেরও কড়া হুঁশিয়ারী জানিয়ে দিয়েছে, যেন নালফোকে কোন ভাবেই বিরক্ত করা না হয়।

মাঝরাতের সামান্য পর হ্যাবেন পৌঁছেছে রানা আর মেজর মোরেদি। ওখানে অপেক্ষায় ছিল নিগেল বুলি, সামসাদ কোরেশি এবং আরেক এক্স মেজর। সেবিল শিওমি। দেশের ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এই অজুহাতে আলফোনসো নগুয়েনের মৃত্যুর কিছুদিন আগে নিরাপত্তা পুলিস আটক করেছিল শিওমিকে। আটক রাখা হয়েছিল কোনডেসির ব্র্যাঙ্কোয়। প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হয় মেজরের ওপর জিজ্ঞাসাবাদের নামে। সেবিল শিওমি বর্তমানে জিম্বালার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার উপ-প্রধান।

হ্যাবেনে সময় নষ্ট করেনি মাসুদ রানা। গাড়ি নিয়ে ঘুরপথে রওনা হয়ে

পড়ে এ স্থানের উদ্দেশে। এখান থেকে বিকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোবে কোনডেসির দিকে। আগেই নিজের বিশ্বস্ত সূত্র মারফত নিশ্চিত হয়েছে শিওমি, জামেল নগুয়েনকে ব্র্যাঙ্কো কারাগারেই রাখা হয়েছে।

হ্যাবেনে পৌঁছে বুলি এবং কোরেশির মুখে শুনেছে রানা কি ঘটছে নিউ ইয়র্কে। কি ভাবে কেঁচে গেছে ওর প্ল্যান, জানাজানি হয়ে গেছে সব। ব্যাপারটিকে নিজের অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে নিয়েছে মাসুদ রানা। নিজেকে যাচ্ছেতাই ভাষায় খিস্তি করতে করতে ভেবেছে, যদি সময়মত আড়িপাতা যন্ত্রগুলো চোখে না পড়ত কলচিনস্কির, কি হত?

কেন এ সম্ভাবনার কথা একবারও মনে উদয় হয়নি ওর? প্রথমে না হয় সন্দেহ জাগেনি, কিন্তু যখন জানা গেল বেনি পেলেডকে হ্যাবেনে দেখা গেছে, তখনই তো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল বৈরুতে 'গ্রেফতার' হওয়া বেনি পেলেডের নিউ ইয়র্ক পুলিস কাস্টডি থেকে 'পালিয়ে' হ্যাবেন আসার মধ্যে গভীর কোন সম্পর্ক রয়েছে।

এবং যারা তার 'পালিয়ে' যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, এ তাদেরই কোন নোংরা নীল নকশার অংশ। সে ক্ষেত্রে কলচিনস্কি নয়, হয়তো রানা নিজেই যন্ত্রগুলো আবিষ্কার করতে পারত। অথচ এদিকটা ভেবে দেখার কথা চিন্তা পর্যন্ত করেনি মাসুদ রানা। ও বরং সিআইএর দুই বুলেট ক্যাচারের ওপর কড়া নজর রেখেছিল, লোক দুটো কোনরকম সন্দেহজনক পদক্ষেপ নেয় কি না বোঝার জন্যে। আড়িপাতার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকতে পারে ভেবে টেলিফোন ব্যবহারের ব্যাপারেও সতর্ক ছিল রানা। ছিল না কেবল সবার আগে যেদিকটা লক্ষ করা প্রয়োজন, সেদিকে।

এ এক অমার্জনীয় ভুল। যার কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এ অসতর্কতার ফলে মারাত্মক কোন ক্ষতি হয়ে যেতেও পারত। ঘটে যেতে পারত যা খুশি তাই। কে বা কারা এমন কাজ করিয়েছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই

এখন ওর। ঠিক জায়গাতেই হাত দিয়েছে মাসুদ রানা। যে কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে প্রতিপক্ষ। নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্যে ওর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

তাও মন্দের ভাল। আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। ওর বাকি অনুমানও যে সঠিক হবে, তা নিয়ে এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মনে। এখানকার কাজ ভালয় ভালয় মিটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাবে রানা। ওখানেই সমাপ্তি টানবে এ নাটকের।

'ব্র্যাঙ্কোর পেরিমিটার ফেন্স ইলেক্ট্রিফায়েড?' মুখোমুখি সোফায় বসা সেবিল শিওমিকে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। ওর সামনে টেবিলে বিছানো রয়েছে ব্র্যাঙ্কোর আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের একটা কপি। ওটা নিগেল বুলি জোগাড় করেছে কোত্থেকে।

মাথা দোলাল লোকটা। চুমুক দিল কফির কাপে। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ সেবিল শিওমি। চমৎকার হাসিখুশি মানুষ। প্রথম দর্শনেই মানুষটিকে দারুণ পছন্দ হয়েছে রানার। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'ভোল্টেজ কত বলতে পারব না। তবে লেথাল। আমি ওখানে থাকতে এক বন্দী পালাতে গিয়ে মারা পড়ে ফেন্সের বিদ্যুতে জড়িয়ে।'

'আমিও শুনেছি এরকম কাহিনী,' পাশ থেকে বলে উঠলেন হ্যানুয়ের নালফো। দীর্ঘ, একহারা গড়নের মানুষ। নাকের নিচে চওড়া গোঁফ, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। দেখলেই বোঝা যায় অনেক পোড় খাওয়া মানুষ। 'আমার পরিচিত একজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা একবার। ভেতরে নিয়ে যাওয়ার পর কী ভাবে যেন পালিয়েছিল সে গার্ডদের হাত থেকে। সাথে সাথে তাকে তাড়া করে গার্ডরা। লোকটা শেষ পর্যন্ত বাঁচার আর কোন পথ নেই দেখে কারেন্ট আছে জেনেও ঝাঁপ দেয় ফেন্সের

ওপর। সোজা কথায় আত্মহত্যা করে। ধরা দেয়নি সিকিউরিটি পুলিসের হাতে, এমনই ভয়ঙ্কর চীজ ছিল এরা।'

'আপনাকে কি অভিযোগে ধরেছিল ওরা?' শিওমিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অপরাধে। আসলে রামেল নগুয়েনের পক্ষে সাধারণ পুলিস, সেনাবাহিনী এবং জনগণের মত সংগঠিত করার কাজে আমার ভূমিকা ছিল। এই জন্যে ধরেছিল।'

'কতদিন ছিলেন ব্র্যাঙ্কোয়?'

'দু মাস। রামেল ক্ষমতায় আসার পর অন্য রাজবন্দীদের সঙ্গে আমাকেও মুক্তি দেয়া হয়।' অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শিওমি। 'সে যে কী ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা, কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। এ দেশের মায়েরা এখনও সিকিউরিটি পুলিসের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায় শিশুদের।'

'ফেন্সের কারেন্ট নিয়ন্ত্রিত হয় কোত্থেকে?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ব্র্যাঙ্কোবাসের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে বলেই রামেল নগুয়েনের পরামর্শে একে রেসকিউ মিশনের সদস্য করে নিয়েছে ও। এ থাকলে সুবিধেই হবে।

'এই যে, এখান থেকে।' লম্বায় এবং আড়ে প্রায় সমান সীমানা দেয়ালের ঠিক মধ্যিখানে স্কুলঘরের মত দীর্ঘ এক ভবন—মূল কারাগার। ভবনটি তিনতলা, তবে শুধু তিনতলাটা জেগে আছে সারফেসের ওপর। বাকি দুতলা মাটির নিচে। ওর পিছনে ছোট ছোট আরও দুটো ভবন। গার্ড কোয়ার্টার। মেইন গেটের দুপাশে দুটো ওয়াচটাওয়ার। মূল কারাভবনের মাঝামাঝি জায়গায় টোকা দিল সেবিল শিওমি। 'এখানে আছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কন্ট্রোল রূম। পুরু, রিইনফোর্সড স্টীলের ইলেক্ট্রিক্যালি কন্ট্রোলড্ গেট পেরিয়ে যেতে হয় ওখানে। মেইন গেট এবং ফেন্স দুটোই নিয়ন্ত্রণ করা হয়

ওখান থেকে।'

'আপনাদের মুক্তি দেয়ার সময় ফেন্স ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়নি?' ঝুঁকে ছাই ঝাড়ল রানা অ্যাশট্রেতে।

'হয়েছিল হয়তো। জানি না সঠিক। তবে আমার সোর্সের মতে আগের সিস্টেম এখনও বহাল আছে।'

'এর পাওয়ার লাইন কেটে দেয়া যায় না?'

'যাবে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হবে না। ভেতরে কোথাও আরও একটা জেনারেটর আছে, ইমার্জেন্সি। মেইন লাইন ফেল করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে ওটা।'

সিগারেট ফেলে নকশাটার ওপর ঝুঁকে বসল রানা। থেকে থেকে নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। কুঁচকে আছে কপাল।

চার সীমানা দেয়ালের উত্তর দেয়ালে তর্জনী রাখল সেবিল। 'এটা মেইন গেট।'

'আর কোন গেট আছে?'

'না।'

'এটাও ইলেক্‌ট্রিফায়েড?'

সম্মতিসূচক মাথা দোলাল সেবিল। 'এবং একই কন্ট্রোল রুম থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া এই যে ওয়াচটাওয়ার, একজন করে সশস্ত্র গার্ড থাকে প্রতিটিতে চব্বিশ ঘণ্টা। ওদের চোখ বাঁচিয়ে গেটের একশো গজের মধ্যেও পৌঁছানো সম্ভব নয়।'

আবার ডায়াগ্রামে চোখ বোলাতে আরম্ভ করল রানা। 'মোট কয়জন গার্ড থাকে ব্র্যাঙ্কোয় সাধারণত?'

'পঞ্চাশের কম নয়।'

সংখ্যাটা কি বাড়ানো হয়েছে? ভাবল মাসুদ রানা। অথবা জামেল

নগুয়েনকে আর কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে? কে জানে। ওর জিম্বালা আসার কারণ জেনে গেছে জা ভুলি, সরিয়ে ফেলতেও পারে। সম্ভাবনার আশঙ্কা প্রকাশ করতেই প্রবলবেগে মাথা দোলাতে লাগল মেজর শিওমি। 'না। আমার কয়েকজন ওয়াচ সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে ব্র্যাঙ্কো। সেরকম কোন মুভমেন্ট দেখলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাব আমি।'

'গার্ডের সংখ্যা?'

'স্বাভাবিক।'

'ব্র্যাঙ্কোর কাছেপিঠে আর কোন সেনা ছাউনি?'

'না। হাতে গোণা কয়েকটা পেট্রল বাহিনী আর রোডব্লকে মোতায়েন কিছু মিলিশিয়া ছাড়া আর কোন ছাউনি-টাউনি নেই। এক গ্যারিসন সৈন্য আছে জা ভুলির, যারা সত্যিকার অর্থে যোদ্ধা। পুরোপুরি ট্রেনিং পাওয়া নিরাপত্তা পুলিস বাহিনীর সদস্য। পরশু গভীর রাতে পুরো গ্যারিসন সাদ সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা আমার খুব অস্বাভাবিক ঠেকছে। সাদ সরকারের সঙ্গে জা ভুলির দহরম-মহরম আছে। শুনেছি রামেলকে হঠানোর জন্যে প্রয়োজনে লোকটাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে এনজামেনা। ইন ফ্যাক্ট করছেও। ভুলির ব্যবহারের জন্যে নিজেদের দশটা ট্যাঙ্ক, প্রচুর ভারি অস্ত্রশস্ত্র এমনকি গোটাকয়েক প্লেন পর্যন্ত দিয়েছে ওরা। সব মোতায়েন রয়েছে দু দেশের বর্ডারে। বর্ডার ক্রস করে ওগুলো ধ্বংস করে দিতে পারি আমরা। সে ক্ষমতা আমাদের আছে। কিন্তু সেটা বড়রকম আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে যাবে। তাই পারতপক্ষে ও ঝামেলায় আমরা যেতে চাই না।'

'তার মানে ওর বাহিনীর বর্ডারের দিকে মুভ করার বিশেষ কোন কারণ আছে,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'মনে হয়,' মাথা দোলাল সেবিল। 'সম্ভবত অস্ত্রসজ্জিত হয়ে খুব শীঘ্রি

ফিরে আসবে ওরা হ্যাবেনে অভিযান পরিচালনার জন্যে।'

'কোনডেসি থেকে বর্ডারের দূরত্ব?'

'ষাট মাইল।'

'সর্বনাশ! যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে ওরা তাহলে!'

'পারে। তবে এখনও রওনা করেনি।'

'কিন্তু এমন কাজ কেন করল ভুলি, বুঝলাম না। ঘাঁটি অরক্ষিত রেখে সব সৈন্য সরিয়ে নিলে সরকারী বাহিনী যে সুযোগ পেয়ে হামলা করে বসতে পারে ভাবা উচিত ছিল না?'

'ভুলি নিশ্চিত যে যতক্ষণ জামেল ওর মুঠোয় আছে ততক্ষণ প্রেসিডেন্ট তেমন কোন নির্দেশ দেবেন না। রামেল নগুয়েন নরম মনের মানুষ, জানে সে। তাছাড়া, সবচে' বড় কারণ, আমার মনে হয়, আমাদের এয়ারফোর্সে ভাল খারাপ মিলে আছে মোট ছয়টা ফ্যান্টম ফাইটার। তার চারটাই ভুলির দখলে। কোনডেসি দখলের সময় বিমানগুলো এখানকার এয়ার বেসে ছিল। ওগুলো আটক করে জা ভুলির ডেপুটি, টমাস সিবেলে। বাকি দুটো ছিল হ্যাবেনে। তার একটা আবার নষ্ট। আমাদের হাতে একটা আর ওর হাতে চারটা বিমান। এয়ার সাপোর্ট ছাড়া আমরা যদি অ্যাডভান্স করি, ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে সে আমাদের আনায়াসে। তৈরিই আছে ওগুলো কোনডেসি বেসে। কেবল নির্দেশ পেতে যা দেরি। এই জন্যেই সব সৈন্য সরিয়ে নিতে সাহস করেছে লোকটা।'

বিমানের ব্যাপারটা জানে মাসুদ রানা। রামেল নগুয়েনের মুখে শুনেছে। যে কারণে তাকে দিয়েই সুদানের কাছে বিমান ধার চাওয়ার ব্যবস্থা করিয়েছে রানা। একই অনুরোধ করা হবে মিশরকেও। বিনিময়ে জিম্বালা থেকে ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যবান কাঠ এবং খনিজ সম্পদ নামমাত্র মূল্যে আমদানি করার সুযোগ পাবে তারা দুই বছর।

জিম্বালার অফুরন্ত এই দুই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বহুদিন থেকেই অন্যান্য প্রতিবেশীর মত তাদেরও লোভ ছিল। কিন্তু একমাত্র সাদ আর নাইজার ছাড়া এতদিন কেউ পায়নি এ সুযোগ। এই দুই দেশের সঙ্গেই যা একটু সম্পর্ক ছিল আলফোনসো নগুয়েনের। সুযোগটা কেউ হাতছাড়া করবে না জেনেই এ বিনিময় প্রস্তাবটা করা হয়েছে। তাছাড়া বিমানগুলো জিম্বালান এয়ারফোর্সের পরিচিতিই বহন করবে, ফলে কোন আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও পড়তে হবে না কাউকে। একটা দুটো যদি খোয়াও যায়, সে জন্যে নগদ অর্থে ক্ষতিপূরণ করবে রামেল নগুয়েন।

হাতঘড়িতে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। সকাল নটা। এগারোটার উগাণ্ডান এয়ার লাইনের কাম্পালা-নাইবোরি-খার্তুম-হ্যাবেন ফ্লাইটে একটা কার্গো আসবে। ওতে থাকবে শক্তিশালী ওয়্যারলেস ট্র্যান্সমিটার এবং একটা রেডিও জ্যামিং ইউনিট। ওগুলো হাতে না আসা পর্যন্ত চিন্তা দূর হবে না।

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। আনমনে চেয়ে আছে ডায়াগ্রামের দিকে। হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ব্র্যাঙ্কোর সীমানা দেয়ালের ভেতরে, গার্ড কোয়ার্টারের পিছনে খুদে একটা বৃত্ত। ওটা ম্যানহোল, অনুমান করল রানা। মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'কি ব্যাপার!' প্রশ্ন করল সেবিল।

'রাস্তা পাওয়া গেছে।'

'কিসের?'

'ব্র্যাঙ্কোয় ঢোকার।'

ঝুঁকে এল লোকটা। চোখ রাখল ডায়াগ্রামে। 'কই, কোথায়?'

বৃত্তটার ওপর দুটো টোকা দিল রানা। 'এটা কি, ম্যানহোল?'

'হ্যাঁ। কেন, তাতে কি!'

'ওয়েল!' বলে চুপ মেরে গেল ও। টেনশন উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল সবার।

বেশিক্ষণ তর সইল না শিওমির। 'ওয়েল?'

'এই পথে ভেতরে ঢুকব আমরা।'

'ম্যানহোল দিয়ে?' বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করলেন হ্যানুয়ের নালফো।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু...,' ইতস্তত করতে লাগল মেজর শিওমি। '...ওটা খোলা আছে বলে মনে হয় না। নিশ্চই লক্ড্।'

'ওটা বড় কথা নয়। অক্সিঅ্যাসিটিলিন টর্চ দিয়ে মুখ কেটে নেব।'

'কিন্তু ওয়াচটাওয়ারের গার্ডদের চোখে যদি ওর ফ্লেম ধরা পড়ে?' পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নিল সে নকশার ওপর চোখ রেখে। 'না, পড়বে না। এখানে লেখা আছে, গার্ড কোয়ার্টারের দশ গজ পিছনে রয়েছে ম্যানহোল, যদি নকশায় ঠিকমত দেখানো হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে ওদের চোখে পড়বে না। কিন্তু গার্ড কোয়ার্টারে থাকে রিজার্ভ ফোর্স। দশ-পনেরোজনের কম হবে না। ওরা যদি টের পেয়ে যায়? তাদের ঠেকাব কি করে আমরা?'

'যাতে টের না পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কি ভাবে!'

'ভোর রাতের দিকে ভেতরে ঢুকব আমরা। নিশ্চয়ই তখন ঘুমে থাকবে ওরা।' একটু চিন্তা করল রানা। 'আপনি শিওর, রাতে কম্পাউণ্ডের আর কোথাও গার্ড থাকে না? কেবল ওয়াচটাওয়ারেই থাকে?'

'শিওর, থাকে না। তার আসলে দরকারও হয় না। ওই দুজনই যথেষ্ট। ফেন্স ইলেক্ট্রিফায়েড, কাজেই কোনদিক থেকে কেউ ঢুকতে পারবে না, তা ওরা ভালই জানে। বাকি থাকল মেইন গেট। বড় দুটো স্পটলাইট জ্বেলে

ওটা পাহারা দেয় তারা। এমনিতেও চারদিকের অনেকটা খালি চোখেই দেখা যায়। তবে…এ সিস্টেমের কোন পরিবর্তন যদি এর মধ্যে ঘটিয়ে থাকে জা ভুলি, রওনা হওয়ার আগেই সে ব্যাপারে খবর পেয়ে যাব আমি।' একটু থেমে বলল সে, 'স্নাইপার রাইফেল প্রয়োজন হবে আমাদের, কি বলেন?'

'দরকার নেই। সাইলেন্সার লাগানো উজিতেই কাজ চলবে।'

'খুব রিস্কি হয়ে যাবে, মিস্টার রানা। এই ম্যানহোল থেকে টাওয়ারের দূরত্ব কম করেও দুশো গজ। এত দূর থেকে টার্গেট করতে হবে গার্ডদের এবং অবশ্যই মাত্র দুটো বুলেটেই মামলা খতম করতে হবে। নইলে ধরে নিতে পারেন জামেলের আশা ছেড়ে নিজেদের জান নিয়ে পালিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে আমার মতে ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।'

নিজের ওপর আস্থার অভাব নেই রানার এক বিন্দুও। ও জানে উজি দিয়েই কাজটা সারা সম্ভব। তবু শিওমির পরামর্শ মেনে নিল। তাছাড়া উজির চেয়ে ভাল আর বিশ্বস্ত অস্ত্র পাওয়া গেলে মন্দ কি? 'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার ভেতরের সিস্টেম আর আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন।'

'কোন সিস্টেমের বালাই নেই ব্র্যাঙ্কোয়, মিস্টার রানা।' হেলান দিয়ে বসে বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে ডান হাতের আঙুলগুলো ভরে মুঠি পাকাল সে। 'মানুষকে ওখানে নেয়া হয় কেবলমাত্র ধোলাই দেয়ার জন্যে। যে কারণে শুধু ধোলাই করার সু-ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই ওখানে নেই। আমার ব্র্যাঙ্কোবাসের অভিজ্ঞতা খানিকটা শুনলেই বুঝবেন। বন্দীদের খাওয়ার জন্যে কোন ক্যান্টিন নেই, তাদের ব্যায়াম করার সুযোগও নেই ওখানে। আট সপ্তা থাকতে হয়েছে আমাকে ব্র্যাঙ্কোয়। অন্য সবার সাথে আমাকেও ডাণ্ডা বেড়ি পরিয়ে রাখা হত সারাক্ষণ। সেলের ভেতরেও। যে লাট সাহেবই হোক, সবার জন্যে চার বাই আট ফুট সেল। আলো নেই

ভেতরে। সারাদিনে একবার বের হওয়ার সুযোগ হত ওখান থেকে, যখন করিডর ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত ইন্টারোগেশন রুমে। যতই শারীরিকভাবে দুর্বল হোক না কেন, হেঁটে যেতে হবে বন্দীকে। একবার অসুস্থ ছিলাম বলে হাঁটতে পারছিলাম না, তাই সারাপথ হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। দিনভর ইন্টারোগেশনের নামে চলে চরম অমানুষিক অত্যাচার। সন্ধের সময় জানটা যখন ঠোঁটে, তখন ফিরিয়ে আনা হত সেলে। এবং সেলের কোণে ফিট্ করা একটা করে স্পট লাইট জ্বেলে তার সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দেয়া হত। সব বন্দীর ব্যাপারেই এই নিয়ম। পনেরো-বিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখে ঘড়ি ধরে দশ মিনিটের জন্যে বিশ্রাম নিতে দেয়া হত, তারপর আবার দাঁড়িয়ে থাকা। সারারাত জ্বলত স্পট লাইট।

'কখনও কখনও অসহ্য লাগত। দুর্বলতার কারণে অজান্তেই হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত ইলেকট্রিক চাবুকের অথবা হান্টারের মার। অবশ্য ভাগ্য যেদিন ভাল থাকত, সেদিন। নইলে ধরার জায়গাটুকু বাদে সারা গায়ে উল্টো করে পেরেক পোঁতা ডাণ্ডা দিয়ে পেটানো হত। আমার ভাগ্য অবশ্য দুই একদিন ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই মন্দ ছিল, তাই ওই বিশেষ ডাণ্ডার মার হজম করতে হয়েছে।' থামল সেবিল শিওমি। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে।

'থাক ওসব,' তাড়াতাড়ি বলল মাসুদ রানা। 'তারচে...'

সম্ভবত শুনতে পায়নি লোকটি ওর কথা। আবার শুরু করল, 'পায়খানা পেশাব করার জন্যে আলাদা জায়গা নেই সেলে। মেঝের ওপরই সারতে হয় ওসব। কাজেই ওর ওপরেই পড়ে থাকতে হয়েছে আমাকে দিনের পর দিন। পরিষ্কার করার কেউ নেই। শেষে যখন দুর্গন্ধ বাইরের গার্ডদের অতিষ্ঠ করে তুলত, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে হোস পাইপ দিয়ে ধুয়ে যেত

সেল।'

চুপ করে থাকল সবাই। কথা আসছে না কারও মুখে। থমথমে পরিস্থিতি। গলা খাঁকারি দিল রানা। ঘরের আবহাওয়া স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। 'কোনডেসির সুয়্যার লাইনের একটা প্ল্যান দরকার,' বলল ও শিওমির উদ্দেশে। 'জোগাড় করা সম্ভব? ব্র্যাঙ্কোর কাছাকাছি লাইনগুলো কোনটা কোনদিক গেছে জানতে হবে।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'ওটা আছে কোনডেসির একদম কেন্দ্রস্থলে, সিটি হলে। ওখান থেকে ম্যানেজ করা খুবই কঠিন হবে।'

'তাহলে কোনডেসি রেজিস্টেন্স মুভমেন্টের চীফ ম্যাথিউ গুবেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়,' বলল রানা। 'সে নিশ্চই একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।'

হাঁ হয়ে গেল উপস্থিত সবাই। অবাক চোখে দেখছে রানাকে। 'আপনি চেনেন তাকে?' প্রশ্ন করলেন হ্যানুয়ের নালফো।

'না। নাম শুনেছি কেবল।'

সত্যিই তাই। সেবিল শিওমির মত ম্যাথিউ গুবেনের নামও শুনেছে রানা রামেল নগুয়েনের মুখে। প্রয়োজনে রানাকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি।

তিন

কোনডেসি। রাত সাড়ে আটটা। কোনডেসি ন্যাশনাল হাসপাতালের পিছনের অন্ধকার কোর্টইয়ার্ডে পার্ক করা একটি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল বেরিনি অ্যানারুথ। গাড়ি স্টার্ট দিল সে। পাশের সীটে ততক্ষণে আরেকজন উঠে পড়েছে। এর নাম বেরিনি জ্যাগারুথ। এরা দুই ভাই। পরেরজন বড়। এক বছরের ব্যবধান। দুজনের পরনেই রয়েছে ডাক্তারি অ্যাপ্রন, গলায় স্টেথোস্কোপ।

এই হাসপাতালের প্যারামেডিক ওরা। প্র্যাকটিস করছে গত তিন বছর ধরে। হাত বাড়িয়ে সাইরেনের বোতাম টিপে দিল জ্যাগারুথ। বদ্ধ ইয়ার্ডে বিকট আওয়াজ করে উঠল সাইরেন। সগর্জনে গাড়ি ব্যাক করাল ছোট ভাই, তারপর মুখ ঘুরিয়ে তীব্র বেগে ছুটল ভবন ঘুরে সামনের বড় রাস্তায় ওঠার জন্যে।

হাসপাতালটিকে বহু বছর যাবৎ কোনডেসিবাসী আলফোনসো নগুয়েন হাসপাতাল বলে জেনে এসেছে, ভুলেই গিয়েছিল তারা এর প্রাক্তন নাম। ভোলেনি রামেল নগুয়েন। তাই ক্ষমতায় বসেই এটারও আগের নাম চালু করেছে সে হ্যাবেনের দ্য ইন্টারন্যাশনালের মত। যেন জিম্বালা থেকে পিতার নাম মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল সে আগেই। সময় হতে প্রথম সুযোগেই তা কার্যকর করে বসেছে।

জনশূন্য বড় রাস্তায় উঠে বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল অ্যানারুথ। তারপর প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল অ্যাম্বুলেন্স শহরের উত্তর প্রান্তের দিকে। জা ভুলিকে লা টামবিয়ের থেকে মুক্ত করার অনেক আগে থেকেই টমাস সিবেলের নেতৃত্বে নিরাপত্তা পুলিস বাহিনীর সদস্যরা কোনডেসি দখল করে রেখেছিল। তখন থেকেই টানা কারফিউ চলছে এখানে—সন্ধে ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত।

রাজনীতির বাড়ির ধার দিয়েও হাঁটত না এরা দুই ভাই। তবে দেশের বেশির ভাগ মানুষের মত এদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি কেউ এই দুর্ভাগা দেশটির ভাগ্য বদলাতে পারে, তো সে হচ্ছে রামেল নগুয়েন। যে কারণে কোনডেসির পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় ম্যাথিউ গুবেনের কোনডেসি রেজিসটেন্স মুভমেন্টের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছে এরা। দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে যদি মৃত্যুও হয়, সে-ও ভাল।

চারদিকে তাকিয়ে আফসোস হলো জ্যাগারুথের। নিষ্প্রাণ দালানকোঠার ভিড়ে চিরচেনা, কোলাহলপূর্ণ আগের সেই কোনডেসিকে মেলাতে পারছে না। এ যেন ভুল করে কোন মৃত্যুপুরীতে এসে পড়েছে ওরা। জোরাল টিউব লাইটের আলোয় ঝলমল করছে নির্জীব প্রধান সড়ক। হাসি পেল জ্যাগারুথের। আর কিছু না হোক, অন্তত একটা দিকে কোনডেসির উন্নতি হয়েছে। শহরের একটা লাইটপোস্টও বাতিহীন নেই। কয়েকবার বিদ্রোহীদের ওপর প্রতিরোধ বাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলা হওয়ার ফলে এই সতর্কতা অবলম্বন করেছে শত্রু। আগে এত টিউব লাইট ছিল না কোনডেসিতে।

সামনে একটা পেট্রল কার দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড রাগে দাঁতে দাঁত চাপল জ্যাগারুথ। কঠোর চেহারার তিনজন রয়েছে ওটায়। একজন চালাচ্ছে, দুজন

পিছনে বসে শকুনের মত চারদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছে। পিছনের দুই জানালা দিয়ে এফএন এফএএলের লম্বা নল বের করে রেখেছে ওরা।

হারামজাদা! কসাইয়ের বাচ্চা কসাই! মনে মনে তুফান বেগে গাল পাড়তে আরম্ভ করল সে ওদের উদ্দেশে। গত কদিনে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে এরা কারফিউ ভঙ্গের অজুহাতে। দেখামাত্র গুলি চালায় শালারা। বাঁক নিয়ে সরু একটা গলি পথে ঢুকে পড়ল কারটা। অদৃশ্য হয়ে গেল। বিপরীত দিক থেকে একটা পাবলিক কার আসতে দেখল ওরা। সামনে-পিছনের উইণ্ডশীল্ডে কারফিউ পাস সাঁটা রয়েছে ওটার। নিশ্চয়ই জা ভুলির পেয়ারের কেউ হবে, ভাবল জ্যাগারুথ।

প্রথমে ওরা সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল, জা ভুলি হয়তো পুরানো সব ডাক্তার ছাঁটাই করে নিজের অনুগত ডাক্তারদের ন্যাশনাল হসপিটালের চাকরিতে ঢোকাবে। ভুলির কোনডেসি দখলের দিন এ নিয়ে ভয়ে ভয়েই ছিল ওরা প্রত্যেকে। কিন্তু তা করেনি লোকটা। সিবেলে নামে তার এক সহকারীকে পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রমে সে হস্তক্ষেপ করবে না, যদি ডাক্তার-নার্স এবং অন্য স্টাফরা তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী চলে।

প্রত্যেকেই তাৎক্ষণিকভাবে ভুলির আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে ভয়ে। যদিও মুখে করলেও মন থেকে করেনি কেউ কেউ। জ্যাগারুথ আর অ্যানারুথ তাদের অন্যতম।

দুই ভাইয়ের একই মত, জা ভুলির নৃশংসতার বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে রুখে দাঁড়াবার সময় এসে গেছে। সব কিছুর একটা সীমা আছে। কিন্তু এই লোকটা, জা ভুলি, কোন পরোয়া নেই লোকটার। সীমাছাড়া অত্যাচার আরম্ভ করেছে কোনডেসিবাসীদের ওপর। ওদের ধারণা, মোমবাতি যেমন

নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগে জা ভুলিরও অতি বাড় বেড়েছে।

জীবনে প্রথম কোন আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেন্টের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়েছে ওরা। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু সে জন্যে মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। যদিও জানে, এসব ফাঁস হয়ে গেলে কি শাস্তি হবে ওদের, প্রথম দিনই সিবেলে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে তা। কিন্তু ব্র্যাঙ্কোর পরোয়া নেই ওদের। বড়জোর প্রাণটা যাবে, এই তো? তার বেশি তো কিছু নয়?

গত কদিন থেকেই জোর গুজব ...ছে, সরকারী বাহিনী যে কোন মুহূর্তে কোনডেসি দখলের জন্যে রওনা হবে। কিন্তু সেরকম কোন আলামত চোখে পড়ছে না। এদিকে শহরের মানুষও অধীর, মরীয়া হয়ে উঠেছে। এই অনিশ্চিত, গুমোট আবহাওয়ার অবসান চায় তারা।

সামনে প্রথম রোডব্লকটি চোখে পড়তে গতি কমাল বেরিনি অ্যানারুথ। তারকাঁটার একটা রোল টেনে লম্বা করে ফেলে রাখা হয়েছে পথের ওপর। ব্লকের এপাশে চারজন সশস্ত্র গার্ড। সবার পরনে জিনস আর টি-শার্ট। এদিকেই চেয়ে আছে লোকগুলো। ব্লকের কয়েক গজ তফাতে ব্রেক কষল অ্যানারুথ। গার্ডদের একজন এগিয়ে এল। ভাবসাব দেখে মনে হলো এই লোকই দলনেতা।

ডান কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে, কাঁধে ঝোলানো কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেলের স্ট্র্যাপ পিছলে নেমে এল, পলকে মুঠোয় এসে গেল অস্ত্রটা। 'কোথায় যাচ্ছেন, ডক্টর?' জ্যাগারুথকে প্রশ্ন করল সে।

'এম থ্রী-তে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে,' চোখেমুখে, গলায় একটা জরুরী ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল ও। 'কার অ্যাক্সিডেন্ট। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

'দেরি হবে, আগে গাড়ি সার্চ করব আমরা।' অন্যদের ইশারা করল গার্ড।

'করুন, তবে একটু তাড়াতাড়ি, প্লীজ। দু'জন বিদেশী সাংবাদিক আহত হয়েছে ওখানে। জখম নাকি মারাত্মক।'

'চিন্তা নেই। দেরি হবে না।' কৌতূহলী দৃষ্টিতে অ্যানারুথের দিকে তাকাল এবার গার্ড। অন্যরা উঠে পড়েছে ততক্ষণে পিছনে। 'আপনিও ডক্টর?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন কেন? ন্যাশনাল হসপিটালে ড্রাইভারের অভাব পড়েছে নাকি?'

'আসলে টেলিফোন পেয়ে খুবই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছি খুঁজেও কোন ড্রাইভার পাইনি সময়মত। তাই...।' ইচ্ছে করেই থেমে গেল অ্যানারুথ।

'ড্রাইভার খুঁজে পাওয়া যায় না!' ব্যঙ্গ ফুটল লোকটির কণ্ঠে। 'বাহ্! নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় নাকি আপনাদের প্রশাসন?'

উত্তর দেয়ার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিল পিছনের লোকগুলো। দরজা বন্ধ করে নেতার কাছে ফিরে এল তারা। মাথা দুলিয়ে একজন বোঝাতে চাইল, পাওয়া যায়নি কিছু। এবার সামনের ক্যাবের সম্ভাব্য সব স্থানে হাতড়ে দেখা হলো। সবশেষে বসা অবস্থাতেই সার্চ করা হলো দুই ভাইকে।

অ্যানারুথের হাতে একটা হালকা হলুদ রঙের কাগজ ধরিয়ে দিল দলনেতা। 'যান। সামনের রোডব্লকগুলোতে এটা দেখাবেন, ছেড়ে দেবে ওরা। সার্চ করবে না। অবশ্য শেষ ব্লকে দেখিয়ে লাভ হবে না। ওরা সার্চ করবেই।'

'ধন্যবাদ,' কাগজটা ড্যাশবোর্ডের ওপর রেখে গীয়ার দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অ্যানারুথ। ব্লক খানিকটা সরিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার মত রাস্তা

বের করা হলো। বেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পরবর্তী বিশ মিনিটে আরও চারটে ব্লক অতিক্রম করল ওরা। থামতে হলো না কোথাও। চলন্ত অবস্থায় দূর থেকে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে কাগজটা দোলাতেই ঝটপট পথ পরিষ্কার করে দেয়া হলো। কোনডেসি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে শেষ ব্যারিকেডে থামতে হলো। এটা বেশ বড় এক ভারী অস্ত্রসজ্জিত রোডব্লক-কাম-ছাউনি। ক্যামোফ্লেজড় পোশাকে প্রচুর এক্সা সিকিউরিটি পারসোনেলকে দেখা গেল ঘুর ঘুর করতে। সার্চ করা হলো গাড়ি এবং ওদের। নিরাপদে বাধা পেরিয়ে আবার ছুটল ওরা এম থ্রী-র উদ্দেশে।

দু পাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যিখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া এম থ্রী উত্তরে। অন্ধকারে সাপের মত নেতিয়ে থাকা রাস্তাটা দেখে কেমন গা ছমছম করে উঠল দুজনেরই। পোস্টে বাতি জ্বলছে না একটিও। দুদিকে কালিগোলা অন্ধকার। মাইলখানেক এগোতে কয়েকটা ভাঙাচোরা আগুনে পোড়া গাড়ি দেখা গেল পথের পাশে। দুদিন আগে বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে এখানে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে প্রতিরোধ বাহিনীর।

এ তাদের কীর্তি। তৈরি ছিল না বিদ্রোহীরা, ফলে প্রায় একতরফা মার খেতে হয়েছে ওদের অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে। মাত্র এক ঘণ্টায় ত্রিশজন বিদ্রোহী নিহত হয়েছে এ লড়াইয়ে। আক্রমণ চালানোর আগে নিজেদের স্বার্থেই এদিকের রাস্তার বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়েছিল মিত্রপক্ষ। ওভাবেই আছে তা এখনও। ঘটনার পর তাই কোনডেসির প্রান্তে মোতায়েন করা হয়েছে ফেলে আসা শেষ বড়সড় চেকপোস্টটি।

আরও চার মাইলমত এগোতে ব্যাপারটা চোখে পড়ল জ্যাগারুথের। সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সাদা একটা রুমাল নাড়ছে এক লোক। সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, চট্ করে সাইরেনের সুইচ অফ করে দিল। অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে ব্রেকে পা রাখল অ্যানারুথ, একদম কাছে

গিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল অ্যাম্বুলেন্স।

'আপনিই ফোন করেছেন হাসপাতালে?' মুখ বাড়িয়ে জানতে চাইল জ্যাগারুথ।

'হ্যাঁ,' বলল সেবিল শিওমি। রুমাল পকেটে পুরে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'রাস্তাটা সুবিধের নয়,' বলল জ্যাগারুথ।

'হ্যাঁ। অন্ধকারে চলা মুশকিল।'

পাসওয়ার্ড বিনিময় সেরে হাসিমুখে হাত মেলাল দুজন। শিওমি জানে না এদের নাম-পরিচয়। এরাও চেনে না তাকে। অতিরিক্ত সাবধানতা।

'আপনারা কজন?' প্রশ্ন করল অ্যানারুথ।

'তিনজন।' পিছন ফিরে মুখের মধ্যে দুই আঙুল পুরে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল সেবিল শিওমি। 'কটা রোডব্লক পেরোতে হবে?'

'ছটা,' বলেই চমকে উঠল মেডিক। শিওমির পিছনে ভূতের মত নিঃশব্দে হাজির হয়েছে দীর্ঘদেহী দুটো মূর্তি। মাসুদ রানা ও সামসাদ কোরেশি। দুজনেরই গায়ের কাপড়-চোপড় রক্তে চুপচুপে ভেজা। এছাড়া নাকেমুখে কাটাকুটি। রক্তাক্ত ক্ষতগুলোর চারদিকে কালসিটে পড়ে গেছে। দেখতে ভয়ঙ্কর লাগছে ওদের। 'মাই গড! সত্যি সত্যি অ্যাকসিডেন্ট...।'

অমায়িক হাসি ফুটল শিওমির মুখে। 'যাক্, আর চিন্তা নেই। ডাক্তার হয়েও যেভাবে চমকে উঠলেন আপনি। ওদের বোকা বানানো খুব একটা কঠিন হবে না তাহলে।'

হাঁ করে ওদের দুজনকে দেখছে দুই ভাই। রক্ত আসলে রক্তই। একেবারে খাঁটি। তবে ভেড়ার। আর ক্ষতচিহ্নগুলো এঁকেছে রানা হ্যানুয়ের নাককোর স্ত্রীর আইব্রাউ পেন্সিল দিয়ে। ছদ্মবেশ গ্রহণে মাসুদ রানার জুড়ি নেই। খামার বাড়ির বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক সময়

ব্যয় করে অনেক যত্নে ওগুলো তৈরি করেছে ও নিখুঁতভাবে।

'ঘাবড়াবেন না,' বলল শিওমি। 'ওটা মেক-আপ।'

'ভেরি রিয়েলিস্টিক,' বিস্ময়ের ঠেলায় ইংরেজি বেরোল জ্যাগারুথের মুখ দিয়ে। 'আনবিলিভেব্‌ল!'

অন্ধকার থেকে আরও দুটো ছায়া এগিয়ে এল। একটা লম্বা, অন্যটা খাটো। হ্যানুয়ের নালফো ও নিগেল বুলি। একটা ডাক্তারী ব্যাগ রয়েছে বুলির হাতে। ওটা শিওমির দিকে এগিয়ে দিল সে। ওর ভেতর থেকে ঝটপট একটা অ্যাপ্রন বের করে পরে নিল শিওমি। গলায় ঝোলাল স্টেথো।

'সব রেডি?' জানতে চাইলেন নালফো।

মাথা দোলাল শিওমি। 'হ্যাঁ।'

'রওনা হয়ে যান তাহলে। গুবেনে অপেক্ষা করছে আপনাদের পৌঁছার।'

সামসাদ-শিওমির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন তিনি। তারপর রানার হাত চেপে ধরলেন উষ্ণ মুঠিতে। 'আপনাদের সঙ্গে এই রোমাঞ্চ অভিযানে যেতে পারলে বড় খুশি হতাম।'

'আপনি যা করছেন, তার রোমাঞ্চও কোন অংশে কম নয় এর চেয়ে,' ভদ্রলোকের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল রানা।

'রওনা হয়ে যান তাহলে। দেখা হবে আবার। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক অ্যাণ্ড হিরোয়িক রিটার্ন।'

'থ্যাঙ্কিউ। আপনারাও ফিরে যান।' এবার বুলির সঙ্গে হাত মেলাল মাসুদ রানা।

ঘুরে দাঁড়ালেন হ্যানুয়ের নালফো আর নিগেল বুলি। অন্ধকার রাস্তা ধরে বিপরীত দিকে হেঁটে চলল দুজন। পাকা রাস্তায় তাঁদের জুতোর মৃদু খট্ খট্ আওয়াজ উঠছে। দু' মিনিট পর দূরে একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। কমতে কমতে

এক সময় মিলিয়ে গেল তার এনজিনের আওয়াজ।

'এবার যাওয়া যাক,' বলল রানা।

'হ্যাঁ।' অ্যাম্বুলেন্সের পিছনদিকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল শিওমি। দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। দুটো স্ট্রেচার তৈরি রয়েছে, ওপরে সাদা চাদর বিছানো।

'সঙ্গে আর্মস্ আছে কোন?' প্রশ্ন করল অ্যানারুথ।

'আছে, স্মল।'

'ঝামেলা বেধে যেতে পারে। গাড়ি চেক্ করবে ওরা।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, ঝামেলা বাধাবার সুযোগ পাবে না ব্যাটারা।'

তিনজনের কাছে তিনটে পিস্তল আর একটা করে অতিরিক্ত ক্লিপ রয়েছে। আর কিছু সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। যা যা প্রয়োজন, প্রতিরোধ বাহিনী প্রধান গুবেনে মজুদ রাখবে সব জায়গামত। একটা স্ট্রেচারের চাদর তুলে নিজের এবং শিওমির পিস্তল, ক্লিপ পাশাপাশি সাজাল মাসুদ রানা। তারপর চাদর টেনেটুনে দিয়ে আস্তে করে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। খোঁচা লাগছে, কিন্তু অসহনীয় নয়। তবে গাড়ি চলার সময় ঝাঁকিতে ব্যথা কিছু লাগবেই। সামসাদের দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'আর সম্ভব না। তোমারটার গুঁতো তুমিই সামলাও।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে রানার পথ অনুসরণ করল যুবক। শুয়ে পড়ল। 'রেডি।'

কাছ থেকে ওদের দুজনকে ভাল করে লক্ষ করল শিওমি। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল উসখুস করছে দুই ভাই। বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। 'কিছু বলবেন?' সোয়াহিলিতে প্রশ্ন করল সে।

'জিনিসগুলো ওখানে রাখা ঠিক হয়নি। ওরা যদি চেক করে, সবার আগে ওই জায়গায়ই করবে,' বলল জ্যাগারুথ।

‘এদের জায়গায় আমি আপনি হলে অবশ্যই করত। কিন্তু এরা বিদেশী, তার ওপর সাংবাদিক,’ চোখ মটকাল শিওমি। ‘অতএব করবে না।’

‘এত নিশ্চিত হচ্ছেন কেমন করে!’

শব্দ করে হেসে উঠল সেবিল। ‘কারণ, ওরা জানবে যে সরকারী বাহিনীর আক্রমণে আহত হয়েছে এই দুই বিদেশী সাংবাদিক। যত দ্রুত এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে, ব্যাপারটা ততই বিদ্রোহীদের পক্ষে যাবে। অন্তত ওরা তাই ভাববে। কাজেই আমার মনে হয় না এমন সুবর্ণ সুযোগ মিস্ করবে বিদ্রোহীরা।’

‘কিন্তু যদি কাজ না হয় তাতে?’

‘সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে। তবু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। ওদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দেবেন। আর প্রথম ব্লকের কাছাকাছি পৌঁছলে জানাবেন আগে থেকে। জরুরী একটা কাজ সারতে হবে। ওকে?’

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল জ্যাগারুথ। ‘ওকে। স্টার্ট দাও,’ ভাইকে বলল সে।

দুই স্ট্রেচারের মাঝের ক্যাবের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়ল শিওমি। মাসুদ রানাকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ওদের আলোচনার বিষয় ব্যাখ্যা করল সে। মাথা দোলাল রানা। গড়াতে শুরু করল অ্যাম্বুলেন্সের চাকা। ‘ঈশ্বর করেন যেন আপনার ধারণাই সত্যি হয়,’ চাপা স্বরে বলল জ্যাগারুথ। হাত বাড়িয়ে চেপে দিল সাইরেনের সুইচ। গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে তীরবেগে গাড়ি ছোটাল অ্যানারুথ। ফিরে চলল মৃত্যুপুরীর দিকে।

‘এসে গেছে।’

জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিল শিওমি। চমকে উঠল কথাটা শুনে। এত

তাড়াতাড়ি! তার মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র রওনা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স, এখনও সম্ভবত পুরো গতি তুলতে পারেনি। ধাঁ করে ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে একটা রক্তভর্তি সরু গলা বোতল বের করল সে। ওটার ছিপি খুলে রানা এবং সামসাদের গায়ে রক্ত ঢালতে লাগল। সাদা চাদরে যাতে ছিটে না লাগে সে ব্যাপারে সচেতন সেবিল। কারণ শায়িত রোগীর রক্ত লাফিয়ে চাদরে পড়ে না।

দ্রুত সারল সে কাজটা। বোতল খালি করে হামা দিয়ে পিছনের দরজাটা খুলল। ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা দূরে। ততক্ষণে কমতে শুরু করেছে অ্যাম্বুলেন্সের গতি। দরজা ভিড়িয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল সে। কমতে কমতে থেমে গেল গাড়ির অগ্রযাত্রা।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী হ্যাঙলামত এক লোক। যাওয়ার সময়ও এই লোকই সার্চ করেছিল অ্যাম্বুলেন্স। পিছন পিছন আরও তিনজন এল। ড্যাশবোর্ডের ওপর থেকে একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিল জ্যাগারুথ। ওতে দুই বিদেশীর 'দুর্ঘটনার' বিস্তারিত বিবরণ আছে। ম্যাথিউ গুবেনের নির্দেশে ওটা হাসপাতাল ত্যাগ করার আগেই তৈরি করেছে অ্যানারুথ। ড্যাশবোর্ডের ভেতর গাড়ির লাইসেন্স, ব্লু-বুক ইত্যাদি হাবিজাবির তলায় ছিল। একটু আগে ক্লিপবোর্ডে ঢোকানো হয়েছে ওটা।

দুর্ঘটনায় আহত কাউকে শহরের বাইরে থেকে হাসপাতালে আনার প্রয়োজন হলে রোডব্লককে এই রিপোর্ট দেখানো বাধ্যতামূলক। জা ভুলির জারি করা নতুন আইন। নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল অ্যানারুথ। ঘামতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই একটা ট্যাঙ্কের ওপর চোখ পড়ল তার। একটা এম ফর্টি ওয়ান ওয়াকার বুলডগ। ছাউনির ওপাশে আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। ওটার লম্বা, ভীতিকর ব্যারেল ওদের দিকেই তাক্ করা।

টারেটে টি-শার্ট পরা একজনকে দেখা গেল। সিগারেট টানছে। এদিকে নজর নেই। একটা ফেরেট আর্মার্ড কারও দেখতে পেল সে, এম ফর্টি ওয়ানের আড়াল থেকে নাকটা কেবল বেরিয়ে আসছে ওটার। এগুলো কি আগে ছিল এখানে? ভাবছে অ্যানারুথ, যখন এম থ্রী যাচ্ছিল ওরা? মনে হয়...না, ছিল না। থাকলে চোখে পড়ত ঠিকই।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল প্যারামেডিকের। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে ওগুলো? কি সেটা? একটা ঢোঁক গিলল অ্যানারুথ। ব্যাটারা এতজন আসছে কেন? প্রায় এসে পড়া গার্ড দলের দিকে তাকিয়ে ভাবল সে। সেবার তো একা সামনের লোকটাই...ভাবনা বাধাগ্রস্ত হলো তার।

'আউট!' ওপাশের জানালার পাশে পৌঁছে হাঁক ছাড়ল হ্যাঙলা। 'দুজনেই।'

চিমসে হাসি ফুটল জ্যাগারুথের মুখে। 'আমরা একটু আগেই এই ব্লক পাস করেছি।'

'তো?'

'মানে, আহত দুজন...'

'আউট!'

নেমে পড়ল দুই ভাই। হ্যাঙলার দলের একজন এগিয়ে এসে সার্চ করল ওদের। কাজ সেরে নেতার দিকে ফিরে মাথা নাড়ল সে। তুড়ি বাজাল হ্যাঙলা জ্যাগারুথের নাকের সামনে। 'রিপোর্ট!'

ক্লিপবোর্ডটা তার হাতে তুলে দিল সে। ঝুঁকে হেডলাইটের আলোয় রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাল লোকটা। 'হুঁম! সাংবাদিক!'

'হ্যাঁ। একজন জার্মান, আরেকজন ব্রিটিশ।'

'পিছনের দরজা খুলুন, দেখবো।'

অনবরত ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে পিছনের পাল্লা মেলে ধরল

জ্যাগারুথ। এবং ভেতরের দৃশ্য দেখে তাজ্জব হয়ে গেল নিজেই। একসেট অক্সিজেন সিলিণ্ডার ও মাস্ক সব সময়ই মজুত থাকে গাড়িতে। এই মুহূর্তে সদ্ব্যবহার হচ্ছে তার। নিঃসাড় পড়ে আছে রক্তাক্ত মাসুদ রানা, মুখের ওপর সেঁটে আছে মাস্ক। ওদিকে রক্ত দেয়া হচ্ছে অন্যজনকে। সিলিণ্ডের সামান্য নিচে একটা ফিক্সড্ হুকের সঙ্গে ঝুলছে রক্তের ব্যাগ। ওটা থেকে নেমে আসা সরু পাইপের মাথার সূচটা কোরেশির বাহুতে প্লাস্টার দিয়ে আটকানো।

আহত দুজনকে দেখল হ্যাঙলা কয়েক মুহূর্ত। সেবিল শিওমির শীতল চোখের সঙ্গে মিলিত হলো তার চোখ। 'আপনি কে?'

'ডক্টর নোবি। আমার বাসার কাছেই এদের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে। আমার চোখের সামনে।'

'জখম কিরকম?'

'মারাত্মক। সরকারী পেট্রল বাহিনী শুধু শুধু গুলি চালিয়েছে এদের ওপর। এর গায়ে লেগেছে গুলি,' কোরেশিকে দেখাল শিওমি। 'গাড়ি চালাচ্ছিল এই লোক। জ্ঞান হারাবার আগে,' রানার দিকে হ্যাঙলার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'এ আমাকে জানিয়েছে ঘটনাটা। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ওই লোক। গাড়ি গিয়ে ধাক্কা খায় বড় একটা গাছের সঙ্গে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নেয়া দরকার এদের। নইলে বাঁচবে না কেউ।'

'তার আগে অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করবো আমরা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জোর দিয়ে বলল লোকটা। মনে হলো যেন ভেবেছে, এভাবে ছেড়ে দিলে তার কর্তৃত্ব চোট খাবে সঙ্গীদের সামনে। ইজ্জত থাকবে না।

একটু যেন রেগে উঠল সেবিল। কোরেশিকে দেখিয়ে বলল, 'এর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন করা না গেলে মারা যাবে। যদি

এই অহেতুক দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য মৃত্যু হয় লোকটার, তার দায়-দায়িত্ব যাতে সম্পূর্ণ আপনার ঘাড়ে পড়ে, সে ব্যবস্থা আমি করবো। ভুলে যাবেন না এরা সাংবাদিক। আন্তর্জাতিক প্রেস আপনার কর্নেল জা ভুলির বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। আর তার এই উপকার করার জন্যে আপনাকে নিশ্চয়ই প্রমোশন দেবে সে।'

জা ভুলির নাম কানে যেতে একটু থমকাল হ্যাঙলা। চেহারার আত্মবিশ্বাসী ভাবটা গায়েব হয়ে গেল। শিওমির দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে নিচু গলায় দলের অন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল সে।

এইবার মিলিটারি ধমক লাগাল সেবিল শিওমি। চোখ লাল করে চেয়ে আছে লোকটির দিকে। 'কি হলো কি! করছেন না কেন সার্চ? জলদি করুন যা করার। দেখুন খুঁজে কিছু পান কি না।'

চিন্তিত মুখে শিওমির দিকে চেয়ে থাকল লোকটা। দ্বিধায় পড়ে গেছে। বারকয়েক ভেতরে উঁকি ঝুঁকি মারল সে। তারপর খস্ খস্ করে সই করে দিল রিপোর্টে। চেপে রাখা দম ছাড়ল শিওমি। ওটাই প্রয়োজন ছিল। 'হাসপাতালে পৌছার পথে আর কয় জায়গায় থামতে হবে?' ঘড়ি দেখে ব্যস্ত গলায় প্রশ্ন করল সে।

'থামতে হবে না। সোজা চলে যান আপনারা। সামনের পোস্টগুলোকে আমি বলে দেব যেন কেউ গাড়ি না থামায়।'

'অনেক ধন্যবাদ, ভাই।'

বন্ধ হয়ে গেল পিছনের পাল্লা। হাত-পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসল শিওমি। রুমাল বের করে ঘাম মুছল কপালের। মরার মত পড়ে থাকল রানা-কোরেশি। বিপদ কেটে গেছে বুঝেও নড়ল না। গীয়ার দিয়ে আড়চোখে বুলডগ আর ফেরেটের দিকে তাকাল অ্যানারুথ। বিশ্বাসই হচ্ছে না ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওদের। ধীর গতিতে ছাউনি পার হয়ে এসেই দে ছুট্।

'উঠে বসুন,' ওদের দুজনকে বলল শিওমি।

মাস্ক সরিয়ে উঠে পড়ল রানা। মুখ বিকৃত করে পিঠ ডলছে। 'ইশ্‌শ্‌! গেছি!'

সামসাদও উঠে বসল। সূচ প্লাস্টার সরিয়ে জায়গাটা ডলল খানিক। তারপর নিজের অস্ত্রটা বের করে পকেটে পুরল।

'রেগেমেগে কি বলে ধমকালেন ব্যাটাদের?' জানতে চাইল রানা।

ব্যাপারটা খুলে বলল ওদের সেবিল।

হাসল কোরেশি। 'ভুলি নামটার মধ্যে জাদু আছে বোঝা যাচ্ছে।'

'তা আছে। ব্যাটাকে তার নিজের লোকেরাও ভয় করে যমের মত।'

'সামনের রোডব্লকে থামতে হবে আমাদের?' প্রশ্ন করল রানা।

'না। হসপিটাল পর্যন্ত ফ্রী প্যাসেজ দেয়া হয়েছে আমাদের।'

'আপনারা কোথায় নামতে চান?' ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল জ্যাগারুথ। চেয়ে থাকল শিওমির দিকে। লোকটির অভিনয় ক্ষমতা রীতিমত বিস্ময়কর। এরকম ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখাই যেখানে দায়, সেখানে কতখানি স্নায়ুর জোর হলে কারও পক্ষে এ কাজ সম্ভব, ভাবছে।

'হাসপাতালে চলুন। ওখানেই নামবো।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাগারুথ। আজই ওদের দুই ভাইয়ের চাকরি শেষ। অন্তত কোনডেসি হাসপাতালের। ম্যাথিউ গুবেনের নির্দেশ, এদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় হাজির হতে হবে ওদের। পরের দায়িত্ব গুবেনের। দুই ভাইকে বের করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে সে কোনডেসি থেকে। ওরা জানে না বুদ্ধিটা রানার।

পনেরো মিনিট একটানা চলার পর গতি কমতে শুরু করল অ্যাম্বুলেন্সের। আলোচনায় ছেদ পড়ল রানা-শিওমির। 'এসে গেছি,' ঘোষণা করল অ্যানারুথ।

'পিছনের কোর্টইয়ার্ডে চলুন,' বলল শিওমি।

সাইরেন অফ করে দিল জ্যাগারুথ। গেট দিয়ে হাসপাতালের ভেতর ঢুকে পড়ল গাড়ি মাঝারি গতিতে। বাঁক নিয়ে ড্রাইভওয়ে ধরে পিছন দিকে চলল। আশেপাশে জনমানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই। নিজেদের রক্ত ভেজা পোশাক খুলে শিওমির ডাক্তারি ব্যাগে ভরে আনা কালো রঙের জাম্পস্যুট পরে নিল ওরা তিনজন। ব্যবহৃতগুলো ঝটপট ভরে ফেলল ব্যাগে।

পকেট থেকে ক্যামোফ্লেজ ক্রীমের ছোট একটা টিউব বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল ভুয়া ডাক্তার। হাতে মুখে ক্রীম মেখে চেহারা ভূতের মত বানাল ও আর কোরেশি। এরপর টিউবটা শিওমির দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। মাথা দুলিয়ে ঝক্-ঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'আমার গায়ের যা রঙ, তাতে ও জিনিস লাগবে না।'

অন্ধকারমত একটা জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করাল অ্যানারুথ। 'তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুন। কেউ এসে পড়তে পারে।'

'সাহায্যের জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ, ' বলল মাসুদ রানা।

'গুড লাক,' একই সঙ্গে বলে উঠল দুই ভাই।

চার

নিচে নেমে এদিক ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। গজ বিশেক সামনে উরু সমান উঁচু হাসপাতালের সীমানা দেয়াল। দেয়াল ঘেঁষে নিঃসঙ্গ একটা

ইউক্যালিপটাস গাছ দেখতে পেয়ে সরাসরি সেদিকে এগোলো ও। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো রঙের একটা পেট মোটা হোল্ডঅল। তুলে নিল ওটা রানা। সাংঘাতিক ভারী।

'পেলেন?' জিজ্ঞেস করল শিওমি।

'হ্যাঁ,' গোল করে বাঁধা ভারী হোল্ডঅলটা হ্যাঁচকা টানে কাঁধে তুলে নিল ও। তিনটে লোডেড উজি, প্রতিটির জন্যে দুটো করে এক্সট্রা ম্যাগাজিন, সাইলেন্সার টেলিস্কোপসহ একটা স্নাইপার রাইফেল, এক রোল ম্যানিলা রোপ, একসেট অক্সিঅ্যাসিটিলিন টর্চ, ইনসুলেটেড গ্লাভস্, খুদে এক ক্যানিস্টার কার্বন ডাই অক্সাইড এবং একটা টর্চলাইট রয়েছে ভেতরে। এক মণের কম হবে না এটার ওজন, ভাবল রানা। শিওমির পিছন পিছন দেয়াল টপকে পিছনের রাস্তায় উঠে এল ওরা।

'কতদূর সিটি হল?' সতর্কতার সঙ্গে রাস্তার এমাথা ও-মাথা নজর বোলাতে লাগল রানা।

'সিকি মাইলও না।'

একটা বেড়াল-কুকুরও নেই রাস্তায়। কান খাড়া করে রইল ওরা, কোন গাড়ির শব্দ শোনা যায় কি না। যে-কোন মহূর্তে যে কোন দিক থেকে এসে পড়তে পারে পেট্রল গাড়ি। না, কোন আওয়াজ নেই। দ্রুত রাস্তা পার হয়ে ওপাশের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল ওরা। এ বিল্ডিঙের আড়াল, ও দেয়ালের আবডাল, এই করে মিনিট দশেক জোর পায়ে শিওমিকে অনুসরণ করে চলল রানা-কোরোশি। বোঝাটা পালা করে ঘুরছে এর-ওর কাঁধে।

থেমে দাঁড়াল ওরা। সামনেই বড় রাস্তা। তার ওপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু ছাতওয়ালা লম্বা একটি বিল্ডিং—সিটি হল। দেখলেই বোঝা যায় উনিশ শতকের ফরাসী দালান। একটু বিরতি দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছিল শিওমি, পিছন থেকে টেনে

ধরল রানা। গাড়ির আওয়াজ কানে গেছে ওর। সামান্য ভেতরে সরে এসে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল সবাই।

পরক্ষণেই উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাস্তা। ঢোঁক গিলল শিওমি। আওয়াজটা রানার কানে না গেলে এ মুহূর্তে পথের মাঝখানে থাকত ওরা। একদম কাছের কোন গলি থেকে বড় রাস্তায় উঠে এসেছে গাড়িটা। আচমকা। একটা কালো টয়োটা পিক্-আপ। সামনে দুজন, পিছনে ক্যারিয়ারের সাইড বোর্ডে আরেকজন। ক্যাবের ছাতে ডান হাতে একটা স্টার্লিং সাব মেশিনগান ধরে রেখেছে সে। অন্য হাতে মদের বোতল। রাস্তার আলোয় চকচক করে উঠল বোতলটা।

সোজা কিছুদূর এগিয়ে গতি পড়ে এল, ডানে বাঁক নিয়ে দালানকোঠার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল টয়োটা। এবার রাস্তায় উঠে এল ওরা। এক দৌড়ে একশো গজমত পেরিয়ে সিটি হলের সামনে পৌঁছে গেল। এই সময় আবার এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ফিরে আসছে পিক্ আপ? দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল রানা। একদম খোলা জায়গায় রয়েছে ওরা।

খানিক দূরে একটা বড়সড় জংলা ঝোপ দেখে সেদিকে ছুটল সবাই। ঝট্ করে বসে পড়ল ওটার আড়ালে। বসেই হোল্ডঅল খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। হাতে যুৎসই অস্ত্র না থাকায় স্বস্তি পাচ্ছে না। উজি, এক্সট্রা ক্লিপ এবং দড়ির কয়েলটা বের করে আবার বেঁধে ফেলল ও হোল্ডঅল। ঠিকমত গুছিয়ে নেয়ার আগেই আলোকিত হয়ে উঠল রাস্তা, ঝোপ।

কাছাকাছি এসে পড়েছে টয়োটা, এই সময় পিছনের লোকটা ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল কিছু। শ্লথ হয়ে গেল গাড়ি। সরাসরি ঝোপ সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল পথের মাঝে। ওদের বড়জোর বিশ গজ তফাতে। স্টার্লিং রেখে বোতল নিয়ে লাফিয়ে নামল লোকটা। আছড়ে

ভাঙল বোতলটা রাস্তার ওপর। মুখ খিস্তি করল ড্রাইভার লোকটার উদ্দেশে। হাসল মাতাল, তারপর এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল এই ঝোপেরই দিকে।

সন্তর্পণে দু-তিন ফুট পিছিয়ে গেল ওরা। এই সময় কাঁধে কারও হাতের স্পর্শ পেল মাসুদ রানা। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল ও। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে পিছনের একটা খুদে ঝোপে হেলান দিয়ে বসে আছে এক লোক। মুখের একটা পাশ নেই তার, গুলির ধাক্কায় উড়ে গেছে সম্ভবত। অনেকদিন আগে মারা গেছে লোকটা। কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। থাকলে পচা দুর্গন্ধে টেকা যেত না।

ওদিকে ওদের পাঁচ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে পানি ত্যাগ করছে মাতাল লোকটা। নড়াচড়া করলে টের পেয়ে যেতে পারে। কাজেই বাধ্য হয়েই অস্বস্তিকর অবস্থায় বসে থাকল রানা। অনেকক্ষণ লাগিয়ে কাজটা শেষ করল মাতাল। তারপর বেসুরো শিস্ বাজাতে বাজাতে ফিরে গিয়ে উঠে পড়ল পিক্-আপের ক্যারিয়ারে। এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল গাড়ি। এক সময় মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। বর্তমান করণীয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করল রানা ও শিওমি। ঠিক হলো শিওমি আর সামসাদ ঢুকবে ভেতরে, স্যুয়ার লাইনের ব্লুপ্রিন্ট খুঁজতে। রানা থাকবে বাইরে। সিটি হলের সবচেয়ে কাছের ম্যানহোলটা খুঁজে বের করবে ও। ওটার পাশে একটা খুঁটি পুঁতে চিহ্নিত করে রাখার কথা আছে ম্যাথিউ গুবেনের। খুঁজে পেতে হবে ম্যানহোলটা। কাজটা শিওমি করতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু যদি ব্লুপ্রিন্ট সোয়াহিলি ভাষায় লেখা হয়ে থাকে, রানা বা কোরেশি কেউ বুঝবে না। কাজেই ঝুঁকি না নিয়ে মাসুদ রানাই বাইরের কাজটা বেছে নিয়েছে। ব্লুপ্রিন্ট দেখে ওই পথেই সরাসরি ব্র্যাঙ্কোর কাছাকাছি গিয়ে উঠবে। এতে অন্তত

সারাক্ষণ টহল বাহিনীর চোখে ধরা পড়ার ভয়ে তটস্থ থাকতে হবে না।

'ডাউন।' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কোরেশি। একেবারে শেষ মুহূর্তে আওয়াজটা কানে এসেছে ওর। ঝট করে বসে পড়ল সবাই। একই সঙ্গে হুট্ করে চলে এল গাড়িটা। একটা জীপ। টয়োটা যেদিকে গেছে সেদিক থেকেই এসেছে। রাস্তার আলোয় ঝিক্ করে উঠল জীপের বডি। একেবারে সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ও খুব একটা শব্দ করল না ওটা। তার মানে নতুন গাড়ি। হাঁফ ছাড়ল ওরা। হয়েছিল আরেকটু হলে।

ওটার বিলীয়মান ব্যাক লাইটের দিকে তাকিয়ে জঘন্য একটা গালি দিল মেজর সেবিল। 'কোন দিক দিয়ে ঢুকবেন ভেতরে?' জানতে চাইল রানা।

দালানটার দিকে তাকাল সে। সামনের বারান্দায় আলো জ্বলছে। ওখান দিয়ে ঢোকার ঝুঁকি নিতে মন চাইছে না। তাছাড়া জায়গাটা ফাঁকা, হঠাৎ করে যদি এবারকার মত নিঃশব্দে এসে হাজির হয় টহল গাড়ি, পরিষ্কার দেখে ফেলবে ওদের।

'পথ খুঁজে দেখতে হবে। সামনে দিয়ে ঢোকার ইচ্ছে নেই।'

'ঠিক আছে,' হাতঘড়ি চোখের সামনে তুলল মাসুদ রানা। 'সময় মিলিয়ে নিন। দশটা দশ।'

'চেক।'

'কোরেশি?'

'চেক।'

'ঠিক বিশ মিনিট পর আপনারা বেরিয়ে না এলে আমি ঢুকব ভেতরে।'

'ওকে।'

ওরা দুজন পা বাড়াল সিটি হলের বাউণ্ডারির দিকে। হোল্ডঅলটা ঝোপের ভেতর সেঁধিয়ে রেখে বাউণ্ডারির বাইরে দিয়ে চারদিকটা ঘুরে দেখতে চলল রানা। সঙ্গে টর্চলাইটটা নিয়েছে ও। কাছে এসে বোঝা গেল

দালানটার অবস্থা জীর্ণ। প্লাস্টারবিহীন সীমানা দেয়াল কাৎ হয়ে আছে বাইরের দিকে। মনে হলো জোর বাতাস উঠলেই ধসে পড়ে যাবে। মেইন গেটের পুরো একটা পাল্লাই গায়েব।

ফাঁকা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সামসাদ ও সেবিল। লনের ঘাস অযত্নে বেড়ে উঠেছে। জংলা লতাপাতাও জন্মেছে প্রচুর। ইঁট বিছানো রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর নেমে এল ওরা। এই সময় ব্যাপারটা খেয়াল হলো শিওমির। আর্মিতে থাকার সময় একবার ডিপার্টমেন্টের কাজে সিটি হলে আসতে হয়েছিল তাকে। সে সময় ছাতে বড় একটা স্কাইলাইট দেখেছিল সে, কাঁচ ঢাকা।

'ছাতে উঠতে হবে,' বলল সে।

'কেন?'

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সেবিল। 'সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা।'

'অল রাইট,' মাথা ঝাঁকাল কোরেশি।

ছাতে ওঠার উপায় খুঁজতে শুরু করল এবার ওরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল উপায়। দালানের পিছনে মোটা মোটা কয়েকটা পানির পাইপ চোখে পড়ল, পাশাপাশি উঠে গেছে ছাতে। 'পারবেন পাইপ বেয়ে উঠতে?' ইতস্তত কণ্ঠে প্রশ্ন করল শিওমি।

উত্তর দিল না কোরেশি। দড়ির কয়েলের মধ্যে বাঁ হাত ভরে দিয়ে ওটাকে কাঁধ পর্যন্ত টেনে আনল। ট্রাউজারের পিছনে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল উজি। তারপর বাঁদরের মত তরতর করে উঠতে শুরু করল। জুতোর খাঁজ কাটা সোল দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালে পা রেখে নিজেকে ওপরদিকে ঠেলছে সে, দুহাতে পাইপ ধরে পতন রোধ করছে। ছয়-[illegible] ফুট নির্বিঘ্নে উঠে গেল। একটু থেমে নিচে তাকাল। 'আপনি পারবেন তো?'

হেসে ফেলল শিওমি। ওরই মত সাবলীল গতিতে উঠতে শুরু করল

সে-ও। দু মিনিটও লাগল না, উঠে এল ওরা ছাতে। 'ওই যে,' আঙুল তুলে স্কাইলাইটটা দেখাল কোরেশি। বিল্ডিঙের ভেতরেও একটা দুটো আলো জ্বলছে, তাতে পরিষ্কার দেখা গেল ওটা। কাছে এগিয়ে গেল ওরা। চার ফুট বাই.চার ফুট স্কাইলাইট, কাঠের ফ্রেমে বসানো কাঁচ দিয়ে ঢাকা

কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে নিচে তাকাল দুজনে। অসংখ্য উঁচু শেলফ, হাজার হাজার ফাইল তাতে। এখান থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় ধুলোর পুরু স্তরের নিচে পড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে ওগুলোর। 'বাপরে!' অস্ফুটে বলে উঠল সেবিল। 'এর মধ্যে কোথায় খুঁজব ওটা?'

কিছু বলল না কোরেশি। ছাঁত আর মেঝের ব্যবধান অনুমান করার চেষ্টা করছে ও। ত্রিশ ফুটের কম হবে না, ভাবতে ভাবতে কয়েলটা খুলতে শুরু করল। অনুমান চল্লিশ ফুট দড়ি আছে এখানে। দেখা যাক কতদূর পৌঁছায়। ওদের পাঁচ-ছয় ফুট দূরে, ভবনটির পিছনের দিকে লম্বা একটা পাইপ দেখে সেদিকে এগোল কোরেশি।

ওটা পানির পাইপ, স্টীলের। ওটা ধরে গায়ের জোরে টানা হ্যাঁচড়া করল কিছুক্ষণ কোরেশি। নড়ে না এক চুল। ওটার গোড়া কংক্রীটের ট্যাঙ্কের ভেতর গাঁথা। অন্য মাথা ঘুরে নেমে গেছে নিচে। দড়ির এক প্রান্ত নিশ্চিন্ত মনে পোলের গোড়ায় বাঁধল সে। ফিরে এল আগের জায়গায়। ততক্ষণে স্কাইলাইটের কাঠের ফ্রেম খুলে ফেলেছে শিওমি।

'খোলা ছিল ওটা?' জানতে চাইল সামসাদ।

মুঠো ভর্তি কাঠের গুঁড়ো দেখাল শিওমি। 'ঘুণে শেষ করে ফেলেছে কাঠ, ধরতেই উঠে এল।'

'ভালই হলো।' দড়ির অন্য প্রান্ত ভেতরে ছুঁড়ে ফেলল ও। বোঝা গেল ভুল ছিল অনুমানে। মেঝের বেশ ওপরে থাকতেই শেষ হয়ে গেছে দড়ি। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না, লাফিয়ে নেমে পড়বে ওরা। ঘড়ি দেখল

সামসাদ, এরই মধ্যে পাঁচ মিনিট ব্যয় হয়ে গেছে। দ্রুত নেমে পড়ল দুজনে। চারদিকে সার সার শেলফ আর ফাইল। ওজন করলে ফাইলের থেকে ধুলোর ওজনে খুব একটা পার্থক্য হবে না।

'এটা নিশ্চয়ই রেকর্ডরূম,' বলল সামসাদ।

'তাই হবে। চলুন, ওদিকে দেখা যাক,' হাত তুলে রূমের একমাত্র দরজাটা দেখাল শিওমি।

দরজাটা ভিড়িয়ে রাখা ছিল। বুঝতে অসুবিধে হয় না রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই কর্তৃপক্ষের। তাকে সাজিয়ে রেখেই দায়িত্ব শেষ করেছে, তালা মারার প্রয়োজন মনে করেনি।

পাশের রূমেও ফাইলের পাহাড়। একটা একটা করে আরও তিনটে রূম অতিক্রম করল ওরা। ক্রমেই এগিয়ে চলেছে হলের সম্মুখ ভাগের দিকে। ষষ্ঠ রূমে এসে থামল। এটায় শেলফ নেই, আছে বড় বড় আট-দশটা ফাইল কেবিনেট। পিছনের দেয়ালে বড় করে সোয়াহিলি ও ফরাসীতে লেখাঃ ব্লুপ্রিন্টস্ (স্যুয়ার স্ট্রাকচার)।

'পেয়েছি!' স্বস্তির সঙ্গে বলল শিওমি। প্রথম কেবিনেটের ওপরের ড্রয়ার ধরে টান দিতে গিয়ে লক্ষ করল তালা মারা। আর সব কেবিনেটের মত এটারও ওপরদিকে একটা তালা। তৈরি হয়েই এসেছে ওরা। পকেট থেকে আগার দিক চ্যাপ্টা, গোল একটা স্টীলের পাত্ বের করল শিওমি। চ্যাপ্টা দিকটা মাঝখান থেকে বিভক্ত, সামান্য বাঁকানো।

আস্তে করে তালার ভেতর পাত্টা ভরে দিল সে। সামান্য খোঁচাখুঁচি করতেই 'ঠক্' করে বেরিয়ে এল লিভার। খুলে গেছে। ভেতরে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে গোল করে মুড়ে রাখা আছে অসংখ্য প্রিন্ট। প্রতিটির গায়ে লেবেল সাঁটা রয়েছে। সোয়াহিলিতে লেখা। ওই ভাষা পড়া ওর কম্ম নয়, অতএব হাত গুটিয়ে শিওমির মুখের দিকে চেয়ে না থেকে পাত্টা নিয়ে অন্য

কেবিনেটগুলো খুলতে শুরু করল সামসাদ।

ওদিকে লেবেলগুলো একটা একটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে সেবিল। পর পর তিনটে কেবিনেট ঘেঁটেও প্রার্থিত প্রিন্টটি পাওয়া গেল না। সব অন্য এলাকার। সারির শেষ কেবিনেটের তালা খোলার চেষ্টা চালাচ্ছে কোরেশি। ওর পাঁচ গজের মধ্যে সামনে দিয়ে এরূমে ঢোকার দরজা। হঠাৎ করেই হাত থেমে গেল, ঘুরে দরজাটার দিকে তাকাল কোরেশি। অস্পষ্ট হলেও এক জোড়া পায়ের আওয়াজ কানে গেছে।

কে? ভাবল ও, মাসুদ ভাই? ঘড়ি দেখল চট্ করে। নাহ্! এখনও পাঁচ মিনিট বাকি নির্ধারিত সময় শেষ হতে। 'কেউ আসছে!' চাপা গলায় শিওমিকে সতর্ক করল কোরেশি।

তৃতীয় কেবিনেট শেষ করে সবে সিধে হয়েছে সে, জমে গেল কথাটা কানে যেতে। চোখের পলকে উজি এসে পড়েছে হাতে। সামসাদও প্রস্তুত। পা টিপে দরজাটার দিকে এগোল ওরা। দুদিকের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ করে বাইরে থেকে চাপ খেয়ে নিচের দিকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এল তালার হাতল। কিন্তু খুলল না দরজা। তালা মারা।

হয়তো চেক করে দেখতে এসেছে কেউ সব ঠিকঠাক আছে কি না। তালা মারা দেখে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু না, চাবির ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনতে পেল ওরা। তালায় ঢোকানো হলো চাবি। ক্লিক! অনাহূতকে চমকে দেয়ার জন্যে তৈরি হলো সামসাদ আর শিওমি। যার যার উজি তুলল পেট বরাবর উচ্চতায়।

খুলে গেল এক পাল্লার দরজাটা। আরও ইঞ্চি দুয়েক তুলল ওরা উজির নল। আক্ষরিক অর্থেই দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঢুকল না কেউ। পায়ের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না বাইরে। ব্যাপারটা কি! আচমকা মাথার ওপর ঝন্ ঝন্ কাঁচ ভাঙার শব্দে উল্টে নিজেরাই চমকে গেল সেবিল-

কোরেশি। ওদের চারপাশে ঝরে পড়ল ছোট-বড় অজস্র কাঁচের টুকরো। সেই সঙ্গে ভারী গলায় ওদের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিল কেউ ইংরেজিতে।

বেকুবের মত ওপর দিকে তাকাল ওরা। ঠিক ওদের মাথার ওপরেই আরেকটা স্কাইলাইট। বাইরে আকাশের পটভূমিতে বিশালদেহী এক লোক দাঁড়ানো, তার হাতের কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল স্থির সেবিল এবং কোরেশির মাঝখানে। প্রয়োজনে ব্যারেলটা এদিক বা ওদিক, এক ইঞ্চি ঘোরালেই নাগাল পেয়ে যাবে দুজনেরই।

আহাম্মক হয়ে গেল সেবিল শিওমি। কয়টা স্কাইলাইট আছে ছাতে? সবচে বড় কথা, ওদের আগমন কি করে টের পেল এরা? দুজনে একই কথা ভাবছে ওরা। মনে মনে অনুমান করার চেষ্টা করছে মাসুদ রানা আসার কত বাকি আর? ভাবনা বেশিদূর এগোবার চান্স পেল না, ধমকে উঠল ওপরওয়ালা। 'ড্রপ ইওর আর্মস!'

পায়ের কাছে হাতের অস্ত্র নামিয়ে রাখল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল বাইরে অপেক্ষমাণ লোকটি। এ-ও সশস্ত্র। লাথি মেরে উজি দুটো ওদের আওতার বাইরে পাঠিয়ে দিল সে। এরপর এক এক করে দেহ সার্চ করল সামসাদ ও শিওমির। বেহাত হয়ে গেল পিস্তল দুটোও। যে যার সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে লাগল ওরা মনে মনে। এখন একমাত্র মাসুদ রানাই ওদের ভরসা।

আশেপাশে যদি থেকে থাকে রানা, ওর কানে যাবে, এই আশায় চেঁচিয়ে ওপরের লোকটিকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল সামসাদ, 'কি করে জানলে আমরা এখানে?'

হাসি ফুটল লোকটার চওড়া চৌকো মুখে। ইশারায় কেবিনেটগুলোর উল্টোদিকের দেয়ালে ফিট্ করা একটা ইনফ্রা রেড সেনসর দেখাল। 'গার্ড মোতায়েনের ঝামেলা এড়াবার জন্যে এই আয়োজন করেছে নিশ্চয়ই

ব্যাটারা,' সামসাদের উদ্দেশে বলল শিওমি। 'হয়তো দুয়েক দিনের মধ্যেই বসিয়েছে ওগুলো। নইলে গুবেনে ঠিকই সতর্ক করত আমাদের।'

'শাট আপ!' ফিসফিস করতে দেখে শিওমিকে ধমক লাগাল সামনের গার্ডটি। তারপর মুখ তুলে নিজ ভাষায় কথা বলতে লাগল অন্যজনের সঙ্গে।

'কি বলছে লোকটা?' জানতে চাইল কোরেশি।

'বলছে ব্রাঙ্কোয় ফোন করে জা ভুলিকে ব্যাপারটা জানানো উচিত।'

'শাটাপ্, বাস্টার্ড!' নিষেধ অমান্য করায় রেগেমেগে কালাশনিকভের বাঁট ঘুরিয়ে তার মেরুদণ্ডের ওপর জোর গুঁতো মেরে বসল লোকটা। ব্যথায় কাৎরে উঠল সেবিল শিওমি। পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। তার মাথা লক্ষ করে অস্ত্র তুলল গার্ড, ট্রিগারে পেঁচিয়ে বসেছে আঙুল। লোকটার চোখ দেখে মনে হলো গুলি করতে যাচ্ছে সে। ডান জুতোর ডগায় ভর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে পাক খেল কোরেশি, বাঁ পা সটান সোজা রেখে লোকটার কানের নিচে ভয়ঙ্কর এক জুডোর কিক মেরে বসল।

উড়ে চলে গেল লোকটা চার-পাঁচ হাত। আগেই হাত থেকে ছুটে গেছে কালাশনিকভ। মেঝেতে খটাখট আওয়াজ তুলে গড়িয়ে চলে গেল ওটা চার-পাঁচ গজ। ওপরের গার্ডটি ঝট্ করে রাইফেল তাক করল কোরেশির দিকে। চেঁচিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না গলা দিয়ে। তার বদলে এক ঝলক তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ল থুতনি বেয়ে।

পরক্ষণেই যেন ডানা গজাল লোকটির। দু হাত দুদিকে মেলে দিয়ে ডাইভ দিল সে, সঙ্গে রাইফেল। বিশাল এক কালো বাদুরের মত উড়ে এসে পুরো সিটি হল কাঁপিয়ে দিয়ে আছড়ে পড়ল সে ফ্লোরে। পড়েই থাকল লোকটা ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে। পিঠের বাঁ দিকের একটা ক্ষত থেকে গল গল রক্ত ঝরছে তার। বিপদ টের পেয়ে ততক্ষণে শুয়ে শুয়েই পকেট থেকে সদ্য

কেড়ে নেয়া একটা পিস্তল বের করে ফেলেছে প্রথম গার্ড।

দুপ!

ওপর থেকে মৃত্যু বর্ষণ করল মাসুদ রানার সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার। স্থির হয়ে গেল লোকটা। স্কাইলাইটের কিনারায় ঝুঁকে বসল রানা। 'তোমরা ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ,' বলল শিওমি পিঠ ডলতে ডলতে।

ওপাশের স্কাইলাইটের দড়ি বেয়ে ভেতরে নেমে এল এবার মাসুদ রানা।

'একেবারে সময়মতই পৌঁছেছিলেন, মাসুদ ভাই,' বলল সামসাদ। 'কিন্তু ছাদে উঠলেন কি মনে করে?' সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'যাওয়ার সময় পাইপ বেয়ে তোমাদের উঠতে দেখেছিলাম আমি। ফিরে এসে অবশ্য সামনে দিয়েই ঢুকব ভেবেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাটাকে,' নিহত প্রথম গার্ডটিকে দেখাল রানা, 'গেটের বাইরে পাঁয়তারা করতে দেখে ঘুরে পিছনে চলে গেলাম।' মৃদু হাসল ও, 'তোমার চেঁচিয়ে বলা কথাগুলো কানে গেছে সব আমার। সে যাক, পাওয়া গেল ব্লুপ্রিন্ট?' প্রশ্নটা করল ও শিওমিকে।

মাথা দোলাল সে। 'এখনও পাইনি। এদের বাগড়ার কারণে...পেয়ে যাব। এক মিনিট,' বলতে বলতে চতুর্থ কেবিনেটের দিকে পা বাড়াল। ঝাড়া ছয় মিনিট পর সপ্তম কেবিনেটের মাঝের ড্রয়ারে পাওয়া গেল প্রিন্টটা। আনন্দে লাফিয়ে উঠল শিওমি। 'পেয়েছি!' রাবার ব্যাণ্ড খুলে প্রিন্টটা মেলে ধরল সে। 'এই যে, এই দেখুন।'

কাগজটার ওপর খানিক চোখ বুলিয়ে সিধে হলো মাসুদ রানা। পড়ার উপায় নেই, সোয়াহিলিতে লেখা। 'ব্র্যাঙ্কো কতদূর এখান থেকে?'

'ম্যানহোল পেয়েছেন খুঁজে?' পাল্টা প্রশ্ন করল শিওমি।

'হ্যাঁ। তবে ধারে কাছে নেই একটাও।'

'কতদূরে?'

'প্রায় তিনশ গজ উত্তরে।'

কি একটু ভাবল শিওমি। 'তাহলে দুই মাইল, সোজা পুবে।'

'চলুন তাহলে। এগোনো যাক। এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। এদের দলে আরও লোক থাকতে পারে। এসে পড়লে বিপদ।'

'সেই ভাল,' কাগজটা চার ভাঁজ করে শার্টের একটা বোতাম খুলে ভেতরে চালান করে দিল শিওমি।

ঠিক হলো, রানা আর শিওমি বের হবে সামনের দরজা দিয়ে। ওদের পিছন থেকে কভার দেবে সামসাদ। ওরা নিরাপদে সামনের ঝোপটার কাছে পৌঁছলে দড়ি বেয়ে ছাদে উঠবে সে। তারপর দড়ি নিয়ে পিছনের পাইপ বেয়ে নেমে যোগ দেবে ওদের সঙ্গে। প্রয়োজন পড়তে পারে দড়ির।

প্ল্যান মত পাঁচ মিনিট পর ঝোপের কাছে একত্রিত হলো সবাই। এবার নিঃশব্দে ক্ষিপ্র গতিতে রানার আবিষ্কৃত কাছের ম্যানহোলের উদ্দেশে ছুটল। চারদিক দেখে শুনে পার হওয়ার জন্যে বড় রাস্তায় উঠল ওরা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির আওয়াজ। ইঁদুর দৌড় দিয়ে রাস্তার ওপারে পৌঁছেই একটা বাড়ির দেয়ালে সেঁটে দাঁড়াল তিনজন।

কিন্তু এ রাস্তায় এল না গাড়িটা। কমতে কমতে এক সময় মিলিয়ে গেল ওটার আওয়াজ। সতর্কতার সঙ্গে গলি ঘুঁচি পেরিয়ে পা চালাল ওরা আবার। যতটা সম্ভব বাড়িঘরের দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে যাতে প্রয়োজন পড়লে আড়াল নেয়া যায় চট্ করে। গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গলা বাড়িয়ে এদিক ওদিক নজর বোলাল ওরা। সামনেই আরেকটা বড় রাস্তা, পার হতে হবে।

বোঝাটা বেজায় ভারী। পিছনের টানে কেটে বসে যাচ্ছে স্ট্র্যাপ রানার

কাঁধের মাংসে। ওটা নামিয়ে রেখে কাঁধ ডলতে লাগল ও। অক্সিঅ্যাসিটিলিন ট্যাঙ্ক দুটো না থাকলে ওজন এর সিকি ভাগও হত না। এক মিনিট অপেক্ষা করে উঠে এল ওরা রাস্তায়। এর মধ্যে হোল্ড অলটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছে সেবিল রানার কাছ থেকে।

রাস্তা পেরিয়ে গজ বিশেক ডানে গেলেই ম্যানহোল। তার আগে ওপারের আরেকটা গলি অতিক্রম করতে হবে ওদের। জোরে পা চালিয়ে গলির দশ গজের মধ্যে পৌছে গেছে, এই সময় দেখা দিল অপ্রত্যাশিত বিপদ। ওই গলি থেকেই আচমকা বেরিয়ে এল সেই মাতালটা। একা। হাতে আরেকটা মদের বোতল। এদের মত ও ব্যাটাও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত থেকে খসে গেল বোতল, ভেঙে গেল 'ঠুশ্' করে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল সে। তারপর হঠাৎ নড়ে উঠল। কাঁধে ঝোলানো কালাশনিকভটা নামাবার জন্যে হাচড়-পাচড় শুরু করল ব্যস্ত হয়ে।

গুলি করল মাসুদ রানা। পর পর দুবার ট্রিগার টানল লোকটার হৃৎপিণ্ড সই করে। গুলির ধাক্কায় দেহের ওপর দিক খানিকটা পিছিয়ে গেল তার, বাঁ পা শূন্যে উঠে গেল, বাঁ কাঁধ থেকে পিছলে 'ঠক্' করে খাড়াভাবে রাস্তায় পড়ল রাইফেলের বাঁট। এক মুহূর্ত খাড়া থাকল দুটোই, তারপর, যেন রিহার্সেল দেয়াই ছিল, একযোগে পিছনদিকে উল্টে পড়ল অস্ত্র এবং অস্ত্রের মালিক। ছুটে গেল শিওমি লোকটির দিকে। কয়েক সেকেণ্ড নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা দোলাল। 'ফিনিশ!'

পেটের কাছে ওয়ালথার গুঁজে রাখল মাসুদ রানা। 'এরা পায়ে হেঁটেও পাহারা দেয় নাকি?'

'মনে হয় না। ব্যাটারা সারাক্ষণ প্রতিরোধ বাহিনীর ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। দেখেননি কেমন তুফান বেগে গাড়ি ছোটায়!'

'তার মানে আশেপাশেই আছে এর সঙ্গীরা,' আপনমনে বলল রানা।

'এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।'

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কোরেশি। 'লাশটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'ম্যানহোল,' বলে লোকটার দু হাত ধরল রানা। শিওমি ধরল দুই পা। টেনে হিঁচড়ে দেহটা নিয়ে চলল ওরা। আগে আগে গিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা তোলার চেষ্টা করল সামসাদ। কিন্তু খুলল না ওটা। জ্যাম হয়ে গেছে। কাঁধের বোঝার জন্যে খুব একটা সুবিধেও করতে পারছে না ও।

পথের দুদিকেই সতর্ক নজর রেখেছে ওরা। জানে, যে কোন মুহূর্তে হুট করে এর খোঁজে এসে পড়তে পারে টয়োটা পিক্-আপ। অন্য টহল গাড়ি এসে পড়াও বিচিত্র নয়। চিহ্নিতকরণ খুঁটিটা দেখে মাথা ঝাঁকাল সেবিল শিওমি। তারপর দেহটা ম্যানহোলের পাশে নামিয়ে রেখে রানা আর শিওমি পড়ল ওটা নিয়ে। প্রচুর ঘাম ঝরিয়ে ঢাকনাটা তুলতে সক্ষম হলো ওরা। প্রথমে লাশটার মাথা গলিয়ে দেয়া হলো গোল ফাঁকটার ভেতর। তারপর দুদিক থেকে কোমরের কাছে ট্রাউজার মুঠো করে ধরে জোর এক ঠেলা দিতেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল দেহটা। ঝপাৎ করে সশব্দে পানিতে পড়ল ওটা। তারপর নীরবতা।

টর্চলাইট নিয়ে ঝুঁকে বসল রানা গর্তের মুখে। আলো ফেলল নিচে! বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ। দম বন্ধ করে উঁকি দিল ও। ম্যানহোলের ঢালাই দেয়ালে ফিক্স করা একসার লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে তলা পর্যন্ত, যেখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহটা।

রানার ইঙ্গিতে ভেতরে নেমে পড়ল সামসাদ কোরেশি। এরপর সেবিল শিওমি। রানার ধরা আলোয় পথ দেখে তর তর করে অর্ধেকটা নেমে গেছে শিওমি, এমনসময় শোনা গেল গাড়ির শব্দ। চট্ করে টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। মনে হলো বেশ দ্রুত আসছে ওটা। ঝটপট ঢুকে পড়ল ও

ম্যানহোলে। চার-পাঁচ ধাপ নেমে ঢাকনাটা টান মেরে নিয়ে এল মাথার ওপর।

পুরোপুরি বন্ধ করল না ওটা, সামান্য ফাঁক রেখে তাতে চোখ রেখে অপেক্ষা করতে থাকল রানা। আলোকিত হয়ে উঠল রাস্তা, দেখতে দেখতে এসে পড়ল টয়োটা ঝড়ের গতিতে। যে গলিমুখে ম্যানহোলটার মুখোমুখি হয়েছিল ওরা, সেটার সামনে গিয়ে কড়া ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যাসেঞ্জার সীটের আরোহী কর্কশ গলায় বার দুয়েক লোকটির নাম ধরে ডাকল।

সামান্য বিরতি দিয়ে আবার ডাকতে শুরু করল। কিন্তু অন্য তরফের সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। এপাশের জানালার পাশে এসে চালকের সঙ্গে কিছু আলাপ করল, তারপর গলিতে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল। আরও দু তিনবার সঙ্গীর নাম ধরে ডাকল। গলা শুনে পরিষ্কার বোঝা যায় ভীষণ বিরক্ত। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। পথের ওপর পড়ে থাকা ভাঙা বোতল চোখে পড়েছে।

ঝুঁকে ওটা দেখল সে কয়েক মুহূর্ত, তারপর ঘুরে রেগেমেগে কি যেন বলল ড্রাইভারকে। হেসে উঠল ড্রাইভার, একটা টর্চলাইট তুলে দিল লোকটির হাতে। ওটা নিয়ে হন্ হন্ করে গলিতে ঢুকে গেল সে, নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলেছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এল লোকটা। গজ্ গজ্ করতে করতে উঠে বসল গাড়িতে। দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। ভাগ্যিস ভাঙা বোতলটা টর্চ জ্বেলে দেখতে যায়নি সে। তাহলে ওর পাশে রক্তের দাগও অবশ্যই চোখে পড়ত। আবার ধোঁয়া উড়িয়ে রওনা হয়ে গেল পিক্-আপ।

গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে কানে এল তাদের দুজনের রাগত কণ্ঠস্বর। খুব সম্ভব ডিউটি ফেলে মাতাল হয়ে কোথায় কোন খানা-খন্দে গিয়ে পড়ে আছে

ভেবে চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে লোকটির।

মুচকে হেসে ফাঁকটা বুজিয়ে দিল রানা। নামতে শুরু করল।

পাঁচ

সামনের সিগন্যাল পয়েন্টে সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। একটা হাই দমন করে গীয়ার দিলেন লিওনিদ কলচিনস্কি, ক্লাচ ছেড়ে একটু একটু করে চাপ বাড়াতে লাগলেন অ্যাক্সিলারেটরে। সকালের কড়া রোদে চিড়বিড় করছে শরীর। চোখ জ্বলছে। সারাটা রাত বলতে গেলে নির্ঘুম কেটেছে তাঁর অফিসে। ভূতের মত একা একা সারা অফিসে পায়চারি করে বেড়িয়েছেন তিনি সারাক্ষণ। রানা এবং জেনির চিন্তা প্রায় পাগল করে তুলেছিল তাঁকে।

এখন বুঝতে পারছেন কলচিনস্কি, আসলেই বয়স হয়েছে তাঁর। দেহ চলতে চাইছে না আর। চব্বিশ ঘন্টারও বেশি পেরিয়ে গেছে, বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ হয়নি। তার ওপর রয়েছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর ভীতি। লুকানো মাইক্রোফোনগুলো উদ্ধার করার পর কয়েক মিনিট মাথা কাজ করছিল না কলচিনস্কির। স্থবির হয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে ফিরে পাওয়ামাত্র প্রচণ্ড আতঙ্ক গ্রাস করে তাঁকে।

মাসুদ রানার পরিণতির কথা চিন্তা করে দিশে হারিয়ে ফেলেছিলেন বৃদ্ধ পুরোপুরি। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, ওগুলোর সাহায্যে শত্রুপক্ষ জেনে গেছে কি করতে চলেছে রানা। সুদান সীমান্ত পেরিয়ে জিম্বালায় পা রাখার পর কি

ধরনের অভ্যর্থনা জুটবে ওর কপালে, তা-ও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন তিনি দিব্যচোখে। মাইক থাকলে এত ভয় পেতেন না কলচিনস্কি। দুজনে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো কঠিন হত না। এখন তিনিই ইউনাকোর সব। সব দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে।

চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে তক্ষুণি ইউএন প্লাজায় ছুটে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ। টেলিফোনের ওপর ভরসা করতে পারেননি। কে জানে ওগুলোও ট্যাপ্ করা হচ্ছে কি না! হচ্ছে কি হচ্ছে না, যে তা নিশ্চিত করে জানাবে, সে-ই তো হাত মিলিয়ে বসে আছে শত্রুপক্ষের সঙ্গে।

হন্তদন্ত কলচিনস্কিকে দেখেই কিছু একটা অনুমান করে নিতে দেরি হয়নি রামেল নগুয়েনের। তাঁকে বসিয়ে ঘটনা শুনলেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু অমন ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা জানতে পেরেও উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেল না তাঁকে। বরং কলচিনস্কিকে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করার অনুরোধ করে বললেন, 'মাসুদ রানার এল মাশের পৌঁছুতে এখনও অনেক বাকি। আপনি ভাববেন না, কিছুই হবে না ওর। আমি ব্যবস্থা করছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'বিকল্প একটা পরিকল্পনা আছে আমাদের। এখন সেইমত এগোব আমরা। শত্রুপক্ষ মাসুদ রানার নাগাল পাওয়ার আগেই আমার লোক উদ্ধার করবে তাকে।' এটাও মাসুদ রানারই প্ল্যান। অবশ্য ঠিক এমনটি ঘটতে পারে বলেই যে এ প্ল্যান করা হয়েছে তা নয়, করা হয়েছে শুধুমাত্র অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের স্বার্থে। যদি কিছু ঘটে, বা অন্য কোন কারণে প্রথম প্ল্যান কার্যকর করা সম্ভব না হয়, সে জন্যে।

ভোরের দিকে সেমিলার হাতে দিয়ে ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠিয়েছিলেন রামেল ইউনাকোয়। তাতে কলচিনস্কিকে উদ্দেশ করে লেখা ছিল ঃ মাসুদ রানা ইজ সেফ। ডোন্ট উওরি।

বাঁক নিলেন লিওনিদ কলচিনস্কি। বেলভিউ হাসপাতালের 'ইন' লেখা গেট দিয়ে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। রাতে বেশ কয়েকবার টেলিফোনে মাইকেল ফিশারের খোঁজ নিয়েছেন তিনি। প্রতিবারই তাঁকে জানানো হয়েছে সুস্থ আছেন তিনি। ঘুমাচ্ছেন। গাড়ি পার্ক করে তিনতলায় উঠে এলেন কলচিনস্কি। একটা ডবল বেড প্রাইভেট ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে ফিশারকে। বন্ধ দরজায় মৃদু নক্ করলেন তিনি। ভেতরে ঢোকার ডাক্তারের অনুমতি আগেই নিয়ে এসেছেন ডেস্ক থেকে।

'কাম ইন।'

ঢুকে পড়লেন কলচিনস্কি। তিনটে বালিশে হেলান দিয়ে এদিকেই মুখ করে বসে আছেন কর্নেল। কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছে না তাঁর। নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ছেন। মুখ থেকে নাভি পর্যন্ত ঢাকা পত্রিকায়। 'রেখে যান ওগুলো। পরে খেয়ে নেব আমি,' রাগ রাগ গলায় বললেন ফিশার।

হেসে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার। 'আমি, মাইক। লিওনিদ।'

পত্রিকা নামালেন কর্নেল। তেতো খাওয়া হাসি ফুটল মুখে। 'ও, তুমি? আমি ভেবেছিলাম বুঝি কোন বেয়াড়া-বেহুদা নার্স হবে।' ভুরু কোঁচকালেন ফিশার। 'জ্বালিয়ে মারছে ছুঁড়িগুলো। একটু একা থাকতে দেয় না। খালি এ-ওষুধ ও-ওষুধ।'

'ঠিক বলেছ,' গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলেন লিওনিদ হাসি চেপে। 'রোগীরা ওদের পাকা ধানে মই দেয় তো, তাই সুযোগ পেলেই তাদের কষ্ট দিয়ে মজা পায় ডাক্তা'-নার্স।'

'ঠাট্টা করছ?'

'ওরা ওষুধ খাওয়াবে না তো কি হুইস্কি-বিয়ার খাওয়াবে তোমাকে? থাক্ ওসব। এখন কেমন আছো তুমি?'

কাগজটা ভাঁজ করে পাশে রাখলেন কর্নেল। ইশারায় বসতে বললেন

লিওনিদকে। 'খানিকটা দুর্বল লাগছে কেবল। আর কোন অসুবিধে নেই।'

'কোন ব্যথা-ট্যথা?'

'নাহ্! একদম না!' পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ডেপুটির দিকে তাকালেন মাইকেল। 'কিন্তু তোমার চেহারা অমন লাগছে কেন, লিওনিদ? কোন খারাপ খবর নিয়ে এসেছ, তাই না?'

'আরে না। আসলে রাতে ঘুম হয়নি ঠিকমত। এদিকে তোমার এই অবস্থা, ওদিকে...।'

জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে নিচু গলায় বললেন কর্নেল, 'রানা ঠিকমত পৌঁছেছে?'

'হ্যাঁ। কনফার্ম খবর পেয়েছি।'

ফিরে তাকালেন তিনি বন্ধুর দিকে। চাউনিতে বেদনার ছাপ পরিষ্কার। মুখে কোন প্রশ্ন করলেন না ফিশার, কিন্তু তাঁর অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা ধরতে দেরি হলো না কলচিনস্কির। মাথা দোলালেন তিনি। 'এখনও কোন খবর পাইনি জেনির।'

'পাবেও না,' বিড় বিড় করে বললেন ফিশার। 'ওকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হয়েছে এতক্ষণে।'

বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলেন ব্রিগেডিয়ার। 'তোমাকে তো বলেইছি, হত্যা করার জন্যে জেনিকে কিডন্যাপ করা হয়নি। তাই যদি হত, মারি হিলেই অন্যদের সঙ্গে ওকেও হত্যা করে রেখে যেত খুনী, বা কিডন্যাপার, যাই বলো। এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে।' কারণটা পেপার ন্যাপকিনে বেনি পেলেডের হাতের ছাপ পাওয়ার সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান করে নিয়েছেন তিনি, কিন্তু সে ব্যাপারে মুখ খুললেন না।

শরীরের এই অবস্থায় আর কোন নতুন দুশ্চিন্তা মাইকের দুর্বল মস্তিষ্কে ঢোকাতে চান না তিনি। জেনিকে খোঁজাখুঁজির ব্যাপারেও কোন পদক্ষেপ

নেবেন না বলে ঠিক করেছেন কলচিনস্কি। অপেক্ষা করবেন পেলেডের তরফ থেকে প্রথম পদক্ষেপের। এবং সে পদক্ষেপ কখন নেবে লোকটা, প্রায় নিশ্চিত ভাবে জানা আছে তাঁর। কর্নেলের পরের মন্তব্যটা চমকে দিল তাঁকে।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এর পিছনে বেনি পেলেডের হাত আছে। ও-ই এ কাজ ঘটিয়েছে।'

'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

'জেনারেল ইমপ্রেশন বলতে পারো। খুব সম্ভব...।' আবার আকাশ দেখায় মগ্ন হয়ে পড়লেন ফিশার। কপালে চিন্তার গভীর কুঞ্চন।

'অনুমান নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দুর্বল শরীর আরও দুর্বল কোরো না, মাইক। ওসব চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি আমার যথাসাধ্য করব।'

'জানি।'

কোটের পকেট থেকে একটা বাদামী কাগজের প্যাকেট বের করে ফিশারের হাতে ধরিয়ে দিলেন কলচিনস্কি। প্যাকেট ছিঁড়ে ভেতরে তাকালেন তিনি আশান্বিত চোখে। পরক্ষণেই কালো হয়ে গেল মুখ। 'আঙুর! আমি আরও ভেবেছিলাম তামাক। আমার সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে গেছে ডাক্তার। বড্ডো বেয়াড়া লোকটা। একটা সিগারেট দাও না!'

'দুঃখিত,' এ পকেট ও পকেট চাপড়ে বললেন কলচিনস্কি। 'আসার সময় আমারটাও রেখে দিয়েছে ডাক্তার। আর থাকলেও দিতাম না। আগে সুস্থ হও, তারপর যত খুশি ধোঁয়া গিলতে পারবে।'

হেসে ফেললেন কর্নেল। 'তুমিও কম বেয়াড়া নও। সে যাক, মার্ক গর্ডনের তরফ থেকে আর কোন খবর পেলে?'

'নাহ্!'

'আমাদের নিজেদের কোন ব্যাপার ভুলেও জানিয়ো না ওকে। ব্যাটাকে একটুও বিশ্বাস নেই।'

তিক্ত হাসি হাসলেন লিওনিদ মনে মনে। জানাবার প্রয়োজন হয়নি, নিজে থেকেই সব জেনে বসে আছে ও। অন্তত কাল রাত পর্যন্ত তাই ছিল। সিনিয়র ইলেক্ট্রোনিক এক্সপার্ট ডি আর্চির কথা মনে পড়তে দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি। হারামজাদার একটা বিহিত না করতে পারা পর্যন্ত শান্তি নেই তাঁর। কিন্তু এখনই কিছু করা যাবে না। তাতে সতর্ক হয়ে যাবে প্রতিপক্ষ। 'আমি চলি এখন, মাইক। সন্ধের পর আসব আবার। চিন্তা কোরো না, ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'তাই যেন হয়। প্রার্থনা করি।'

প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হওয়ার অবস্থা মাসুদ রানার। ঘামছে দর দর করে। চুলের ডগা বেয়ে ঘাম ঝরছে টপ্ টপ্। যেন পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এসেছে এইমাত্র। তবে গগলস্ পরা থাকায় চোখে ঢুকতে পারছে না ঘাম। ব্লোপাইপ ধরা ডান হাত কাঁপছে রানার থর থর করে। পিঠের ঝোলানো একজোড়া অক্সিঅ্যাসিটিলিন ট্যাঙ্কের ভারে কাঁধের পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেছে, চামড়া কেটে স্ট্র্যাপ বসে যাওয়ার অবস্থা। সবচেয়ে বড় অসুবিধে, দড়ির ওপর ঝুলছে রানা বেকায়দা অবস্থায়। তার ওপর বাঁ হাতে পুরো জোর খাটাতে পারছে না।

এ মুহূর্তে ব্র্যাঙ্কোর ভেতরে রয়েছে ওরা, মাটির নিচে। ব্লুপ্রিন্ট দেখে নোংরা, দুর্গন্ধময় পানি ঠেঙিয়ে দুই মাইল পথ অতিক্রম করতে এক ঘণ্টার মত লেগেছে ওদের। জায়গামত পৌঁছে কয়েলের প্রায় সবটুকু দড়ি পেঁচিয়ে, গিঁট দিয়ে কাজ চলার মত একটা ঝুল আসন মত বানিয়ে নিয়েছে মাসুদ রানা। তারপর ম্যানহোলের সবচেয়ে ওপরের ওয়াল মাউন্টেড সিঁড়ির সঙ্গে

অবশিষ্ট দড়ি দিয়ে আসনটা বেঁধে তাতে বসে কাজ আরম্ভ করেছে। উত্তাপ থেকে হাত বাঁচাবার জন্যে ইন্‌সুলেটেড গ্লাভস্ পরেছে ও। মাঝে মাঝে সামান্য বিরতি দিয়ে কাজ করে চলেছে নিবিষ্টমনে।

আস্তেধীরে এগোচ্ছে কাজ। রাত তিনটের দিকে ওপরে উঠবে রানা। এবং যে করেই হোক, ভোর পাঁচটার আগে কাজ সেরে ব্র্যাঙ্কো ত্যাগ করতে হবে ওদের। কারণ, সোর্স মারফত সন্ধের খানিক আগে খবর পেয়েছে শিওমি যে ভোর চারটে নাগাদ সাদ সীমান্ত থেকে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে জা ভুলির বাহিনী হ্যাবেনের উদ্দেশে যাত্রা করবে। সেইমত পাল্টা পরিকল্পনা নিয়েছে মাসুদ রানা।

নির্ধারিত সময়ই ওর কার্গো হ্যাবেনে পৌঁছেছিল। সন্ধের পর ওটা ওখান থেকে হ্যানুয়ের নালফোর ডেইরির গরুর খাদ্যের নিয়মিত সাপ্তাহিক চালানের সঙ্গে খামারে এসে পৌঁছায়। দেরি না করে তখনই কাজে লেগে পড়ে রানা। নির্ধারিত কোডে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের সংক্ষিপ্ত এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায় ও প্রথমে দু' জায়গায়। তারপর রেডিও জ্যামিং ইউনিটের কাজ। যা করার করে খামারেই রেখে এসেছে রানা ওটা।

কেবল একটা সুইচ টিপে চালু করা বাকি। সুইচটা হ্যানুয়ের নালফোকে ভাল করে চিনিয়ে দিয়ে এসেছে ও। ঠিক ভোর চারটেয় ওটা টিপে দেবেন ভদ্রলোক। এবং তার আগেই কোনডোসির উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবে সরকারী পদাতিক বাহিনী। পাঁচটায় শহরে ঢুকে পড়বে তারা। অতএব সময়ের হেরফের হলে চলবে না। নিরাপত্তার জন্যে গুবেনের জনা কুড়ি যোদ্ধা খামারের পাহারায় আছে এ মুহূর্তে।

কাজ শেষ করার তেমন তাড়া না থাকায় সুবিধেই হয়েছে, ভাবছে মাসুদ রানা। তাড়াতাড়ি করতে হলে ব্লোপাইপের ফ্লেম ফুল করে কাজ করতে হত। তাতে প্রচণ্ড শোঁ শোঁ শব্দ উঠত। আওয়াজটা রাতের

নীরবতার মাঝে ভেতরের গার্ডদের কানে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল। এখন তা একেবারেই নেই। কারণ ফ্লেম যথাসম্ভব সরু করে কাজ করছে রানা। আওয়াজ হচ্ছে খুবই কম।

কোরেশি এবং সেবিল কয়েকবার করে অনুরোধ করেছে রানাকে নিচে এসে খানিক বিশ্রাম নিতে। সেই ফাঁকে তারা কাজ করবে। কিন্তু রাজি হয়নি মাসুদ রানা। বসিয়ে রেখেছে ওদের। একটু একটু করে প্রায় শেষ করে এনেছে ও কাজ। আর চার-পাঁচ ইঞ্চি কাটা বাকি থাকতে শেষবার বিরতি দিল রানা।

'ক' টা বাজল?'

'পোনে তিন,' বলল কোরেশি।

সন্তুষ্ট মনে মাথা দোলাল রানা।

বাঁ হাতের তালু পুরো মেলে ম্যানহোলের ঢাকনার মাঝখানটা ধরে রেখে বাকি কাজ শেষ করল মাসুদ রানা। ছুটে গেল ঢাকনা রিম থেকে। দুর্বল হাতে ওইটুকুর ওজনই দশ মণ মনে হলো ওর। ব্লোপাইপ অফ করে দিল। তারপর বহু কষ্টে জিনিসটা সামলে পা দিয়ে খুঁজে খুঁজে সুবিধেমত একটা ধাপে দেহের ভর চাপাল রানা। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাটা খণ্ডটা সামান্য উঁচু করে নিচের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে চারদিক যতটা সম্ভব দেখে নিল। ওর মাত্র দশগজ দূরে স্টাফ কোয়ার্টারের পিছনের দেয়াল।

কোন রিসেপশন কমিটি অপেক্ষায় নেই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মাসুদ রানা। রিমের সঙ্গে যেন হাতের ছোঁয়া না লাগে, সেদিকে লক্ষ রেখে ঢাকনাটা কাত করে ফেলে দিল ঘাসের ওপর। যেখানেই ওর স্পর্শ লাগবে, চামড়া-মাংস কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। হাওয়া হয়ে যাবে মুহূর্তে। আরেকবার চারদিক দেখে নিয়ে সামসাদকে ডাকল রানা। উঠে এল সে, দ্রুত হাতে দড়ির বাঁধন খুলে মুক্ত করল ওকে।

দীর্ঘক্ষণ বেকায়দায় ঝুলে থাকার ফলে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া পায়ে নিচে নামতে প্রচুর সময় লাগল ওর। গগলস্ এবং গ্লাভস খুলে ফেলল রানা। ট্যাঙ্কের ভারমুক্ত করল ওকে সেবিল শিওমি। তারপর ওগুলো সব ভরে হোল্ডঅল বেঁধে ফেলল। কেবল কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্যানিস্টারটা থাকল রানার হাতে। ওটা নিয়ে আবার ওপরে উঠল ও, উত্তপ্ত রিম ঠাণ্ডা করার জন্যে জিনিসটা ভাল করে স্প্রে করল ওতে।

এবার ওটা জাম্পসুটের পকেটে পুরে উজি বাগিয়ে ওপরে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। পিছন পিছন অন্য দুজনও উঠল। স্টাফ কোয়ার্টারের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল গিয়ে ওরা। এবার হাত চালিয়ে টেলিস্কোপ ও সাইলেন্সার জুড়ল রানা ডি লেসলি স্নাইপার রাইফেলে। তৈরি হয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যে। এর মধ্যে দেয়াল ঘেঁষে কোণের দিকে এগিয়ে গেছে সেবিল আর সামসাদ। উঁকি মেরে ওয়াচটাওয়ারের দিকে চেয়ে আছে।

মেইন গেটের দুপাশে দাঁড়িয়ে দুই টাওয়ার, ওদের কম করেও দুশো গজ তফাতে। গেটের দুদিকে দুটো বিশাল স্পটলাইট, সামনের রাস্তার ওপর তাক করা। সে আলোর আভায় দুই গার্ডের কাঠামো দেখা যায় পরিষ্কার। স্বল্প পরিসর টাওয়ারের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছে অলস পায়ে। একজনকে দেখা গেল মুখের সামনে হাত তুলে ঘন ঘন হাই তুলছে।

দেয়াল থেকে সামান্য সরে এসে ঘাসের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাসুদ রানা। নিঃশব্দে সারতে হবে কাজ। এবং দ্রুত। ডি লেসলির স্ট্র্যাপ শক্ত করে ডান বাহুতে পেঁচাল ও, বাঁট ঠেকাল কাঁধে। অপেক্ষাকৃত দূরের গার্ডটিকে তাক করল প্রথমে। সঠিক বোঝা না গেলেও মনে হয় টাওয়ারের ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে এদিকে পিছন দিয়ে আছে লোকটা।

ট্রিগারে তর্জনী পেঁচিয়ে বসল ওর, আস্তে আস্তে বাড়ছে চাপ। হঠাৎ নড়ে উঠল লোকটা। বসে পড়ল চেয়ার বা টুলে। মনে মনে খিস্তি করে

উঠল রানা। মাথার খুব সামান্য একটা অংশ দেখা যাচ্ছে তার কোনমতে। এ অবস্থায় ঝুঁকি নেবে না ও, একদম ক্লিয়ার টার্গেট না হলে গুলি করবে না। তর্জনী বের করে নিল রানা ট্রিগার গার্ডের ভেতর থেকে। কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল।

অন্য গার্ডের দিকে তাকাল ও। সে-ও ও মাথার রেলিঙে ভর দিয়ে নিচের রাস্তা দেখছে। একেই আগে নেবে কি না ভাবল মাসুদ রানা, এই সময় খুলে গেল ভাগ্য। আগের গার্ডটি উঠে পড়ল বসা থেকে। চেয়ার টেনে এনে এ প্রান্তে বসে সিগারেট টানতে লাগল। হাতের কালাশনিকভ একে ফর্টি সেভেন ঠেস দিয়ে রেখেছে রেলিঙের সঙ্গে।

তার মাথা টার্গেট করল রানা ধীরেসুস্থে। ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল। বুলেটের ধাক্কায় চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ল লোকটা। শব্দে আকৃষ্ট হয়ে দ্বিতীয় গার্ড সেদিকে ঘুরে তাকাবার আগেই চেম্বারে নতুন বুলেট ভরে তৈরি হয়ে নিয়েছে মাসুদ রানা। এটা দাঁড়ানো, অনেক সহজ টার্গেট। বিন্দুমাত্র দেরি না করে বাঁট কাঁধে ঠেকিয়েই গুলি করল ও।

ডান হাতে অস্ত্র ধরা অবস্থায় দু হাত ঝট্ করে শূন্যে উঠে গেল লোকটার তীব্র আক্ষেপে। ওই অবস্থায় থাকল সে কিছুক্ষণ। শক্ত হয়ে বসে রইল ওরা। দেহটা যদি গড়িয়ে নিচে পড়ে, শব্দ হবে বেশ। ঝামেলা দেখা দিতে পারে। ওদের আশঙ্কাই ঠিক হলো । একটা ডিগ্বাজি খেয়ে মাথা আগে দিয়ে উড়াল দিল দ্বিতীয় গার্ড, প্রভুভক্ত কালাশনিকভ অনুসরণ করছে তাকে। প্রায় একই সঙ্গে মাটিতে পড়ল ও দুটো।

রানার মনে হলো সারা কোনডেসির কারও কান এড়ায়নি এই পতনের আওয়াজ। এখনই হৈ হৈ করে বেরিয়ে আসবে অন্য সবাই। ঝাড়া দু মিনিট বসে থাকল ওরা দম বন্ধ করে। তারপরও সেরকম কিছু ঘটল না দেখে মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল রানা। এরপর রাইফেলটা দ্রুত বিযুক্ত করে

হোল্ডঅলে পুরে উঠে দাঁড়াল উজি হাতে। মাথা ঝাঁকাল শিওমির উদ্দেশে। 'সেল ব্লক, কুইক!'

'আসুন।' কোমরের ওপরের অংশ যথাসম্ভব সামনে ঝুঁকিয়ে ছুটল লোকটা পিছনের সীমানা দেয়ালের দিকে। ইচ্ছে করেই ঘুরপথে রওনা হয়েছে সেবিল। নইলে কোয়ার্টারের পাশ ঘেঁষে সরাসরি ছুটলে কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। স্টাফ কোয়ার্টারের শ' তিনেক গজ সামনে উল্টোদিকে মুখ করে তৈরি তিনতলা আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলব্লক। কেবল টপ ফ্লোর জেগে আছে ওপরে।

প্রায় চার মিনিট ধরে কখনও হেঁটে কখনও দৌড়ে ব্লকের সামনে পৌঁছল ওরা। মেইন গেটের পাশেই একটা আলোকিত খোলা জানালা। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ওদের সতর্ক করল শিওমি, তারপর পা টিপে কোণাকুণি এগোল সেদিকে। জানালা দিয়ে খুব সাবধানে উঁকি দিল সে। রানাও চোখ বোলাল ভেতরে। হোল্ডঅল কাঁধে নিয়ে ওদের সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামসাদ। নজর ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে, উজি প্রস্তুত।

ছোট্ট একটা গার্ডরুম। ভেতরে একটা রিসেপশন ডেস্ক, একটা টেবিল এবং একটা চেয়ার। জানালার দিকে পিছন ফিরে টেবিলে দু'পা তুলে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে একজন গার্ড। পায়ের কাছে রাখা ট্রানজিস্টারে গান বাজছে। সুরের তালে তালে মাথাও নড়ছে লোকটার। রুমের ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা নেই বাইরে থেকে। ঢুকতে হলে কারাগারের দুর্ভেদ্য লোহার গেট পেরিয়ে ঢুকে ঘুরে আসতে হবে। বাঁ দিকে একটা ভিড়িয়ে রাখা দরজা দেখা যাচ্ছে। ওটাই গার্ডরুমে ঢোকার একমাত্র পথ।

'এই জানালা দিয়েই ঢুকব,' ফিস্ ফিস্ করে রানাকে বলল শিওমি। জানালার শিক দেখাল ইঙ্গিতে। 'কষ্ট অনেক কম হবে। কাজও হবে তাড়াতাড়ি।' পিস্তল বের করল সে। সাইলেন্সার লাগানোই আছে ওতে।

রানাও তাড়াতাড়ি ওয়ালথার বের করে তৈরি হয়ে নিল। 'ভেতরে আরও গার্ড থাকতে পারে,' শিওমিকে সাবধান করল ও।

'না থাকার সম্ভবনাই বেশি। দেখছেন না চেয়ার একটা। তারপরও যদি থেকেই থাকে, বড়জোর একজন হবে। আপনি ওই দরজার দিকে খেয়াল রাখুন।'

এই সময় কোন আওয়াজ পেয়েই হোক, অথবা ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় বিপদ বার্তা পৌঁছে দিল বলেই হোক, ঝট্ করে ঘুরে তাকাল গার্ড জানালার দিকে। চরম বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে ওদের দেখে। ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। ওই অবস্থায়ই ঠিক মাঝ কপালে গুলি খেল লোকটা। কিন্তু এর আগেই প্রাণের তাগিদে লাফ দিয়েছে সে পিস্তল দেখে। পলকে দু' পা নামিয়ে ফেলেছিল টেবিল থেকে।

চেয়ারসহ শানের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা। দেখতে দেখতে রক্তের পুকুর তৈরি হলো ফ্লোরে তার মাথা ঘিরে। প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও শিওমি। চোখ ভেড়ানো দরজার ওপর। কিন্তু এল না কেউ। তেমনি বেজে চলেছে ট্রানজিস্টার। জানালার শিক ধরে পরখ করার জন্যে টানাটানি করে দেখল রানা। অসম্ভব! কাটা ছাড়া ঢোকা যাবে না।

ততক্ষণে নিজের পিঠে ট্যাঙ্ক ঝুলিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শিওমি ব্লো পাইপ নিয়ে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানা আর সামসাদ কভার দিল তাকে। মোট ছয়টা শিক। সবগুলোর নিচের দিক কাটল শিওমি। তারপর ঠাণ্ডা করে রানা আর সে মিলে বাঁকা করে তুলে দিল ওপরদিকে।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই লাশটা টেনে রিসেপশন ডেস্কের তলায় ঢুকিয়ে দিল ওরা। ওখানেই পড়ে থাকা এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে রক্তের দাগ যতটা পারা যায় মুছে ফেলা হলো । তারপরও সামান্য লালচে দাগ রয়েই গেল মেঝেতে। তবে সেটা সন্দেহ করার মত কিছু নয়। কেউ এসে

পড়লে গার্ড অনুপস্থিত দেখে অন্তত তাকে হত্যা করা হয়েছে ভাববে না। বড়জোর ভাবতে পারে বাথরূমে অথবা আর কোথাও গেছে।

জানালার কাঠের পাল্লা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল রানা। সাবধানে ভেড়ানো দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে। আধো আলো আধো অন্ধকার লম্বা একটা করিডর চোখে পড়ল। দুপাশে সার দেয়া মোটা গরাদের অসংখ্য খুদে সেল। করিডরের শেষ মাথায় দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। গার্ডদের বসার জন্যে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ মুহূর্তে ফাঁকা ওগুলো। গার্ডের কোন চিহ্নও নেই। হতে পারে এ ফ্লোরে কোন বন্দী নেই। তাই গার্ডেরও প্রয়োজন নেই।

শিওমি এবং সামসাদকে ওকে কভার দিতে বলে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। দ্রুত একটা চক্কর দিয়ে এল ও মাথা থেকে। ওর ধারণাই ঠিক। সবগুলো সেল শূন্য।

'কেউ নেই,' ফিরে এসে ঘোষণা করল ও।

'চলুন নিচে যাই।' গার্ডরূম থেকে বের হতেই বাঁয়ে ফুট দশেক লম্বা এক করিডর। ও মাথায় সিঁড়ি। পা টিপে দোতলায় নেমে গেল ওরা। উঁকি মেরে তাকাল করিডরে। এটাও ফাঁকা। ও মাথায় নিচের মতই খালি পড়ে আছে টেবিল চেয়ার। সময় নষ্ট না করে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এল ওরা। আছে! জায়গামত দুজন গার্ড আছে এখানে। তাস খেলায় নিমগ্ন।

দ্রুত সাইলেন্সার লাগানো উজি বাগিয়ে প্রস্তুত হলো সেবিল শিওমি। তারপর অনুমোদনের আশায় ঘুরে তাকাল রানার দিকে। মাথা দুলিয়ে সায় দিল মাসুদ রানা। লম্বা করে দম নিল সেবিল, সেফটি ক্যাচ্ অফ করে একলাফে করিডরের মাঝামাঝি পৌঁছে গেল। শব্দহীন মৃত্যু বর্ষণ করল উজি, যার যার আসনে বসা অবস্থায়ই মৃত্যু হলো দুই গার্ডের। এদিকে তাকাবারও সুযোগ পায়নি কেউ। সম্ভবত কিসের আঘাতে মৃত্যু হলো, তাও

জেনে যেতে পারেনি।

এবার টর্চ জ্বেলে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল রানা প্রতিটি সেলে আলো ফেলতে ফেলতে। সব সেল শূন্য এখানেও, কেবল একটি ছাড়া। করিডরের একেবারে শেষ মাথায়, মৃত গার্ডদের পাঁচ গজের মধ্যে অন্ধকার এক সেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা দেহ। দেখামাত্রই জামেল নগুয়েনকে চিনতে পারল রানা, চেহারায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে প্রচুর মিল।

'জামেল!' দু হাতে গরাদ ধরে ডাকল তাকে শিওমি। 'জামেল! আমি শিওমি, সেবিল শিওমি!'

নড়ল না জামেল। তেমনি পড়ে আছে। আধবোজা চোখ। বুকের ওঠা-নামা খুব মন্থর। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ওরা। আবারও ডাকল সেবিল, 'জামেল! শুনছো?'

একভাবে পড়ে আছে দেহটা। নিঃসাড়।

সেলের চাবির আশায় মৃত গার্ডদের পকেট হাতড়াল মাসুদ রানা। ফিরে এল ব্যর্থ হয়ে। নেই। কোরেশির দিকে ফিরে বলল, 'হোল্ডঅল খোলো। কাটতে হবে দরজা।'

আবার ডাকল সেবিল। 'জামেল!'

'লাভ নেই,' বলল রানা। 'ওকে খুব সম্ভব ড্রাগ পুশ করা হয়েছে।' দুহাত স্ট্র্যাপের ভেতর ভরে ট্যাঙ্ক দুটো স্কুলব্যাগের মত পিঠে ঝোলাল ও। গ্লাভস্ আর গগলস্ পরে ফ্লোরে বসল দু'হাঁটু গেড়ে তালার সামনে। হাত তুলে ইশারায় করিডরে প্রবেশপথ দেখাল রানা ওদের। ছুটল কোরেশি ও সেবিল। ঝুঁকে বসে শুরু করে দিল রানা এবার ব্লোপাইপ পুরো অন করে।

ঝাড়া দশ মিনিট ব্যয় হলো কাজটা সারতে। সেবিল আর রানা ঢুকে পড়ল সেলে, কোরেশি থাকল আগের জায়গায়ই। রানার ধারণাই ঠিক, সত্যি ড্রাগ পুশ করা হয়েছে জামেল নগুয়েনকে। বাঁ হাতে অসংখ্য সূচের

দাগ। পালস্ চলছে ধীর গতিতে। কিন্তু সেদিকে খুব একটা নজর নেই মাসুদ রানার। নতুন এক ভাবনা মাথায় ঢুকেছে ওর এইমাত্র। অন্যমনস্কের মত সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' বলল ও। 'সেলগুলো সব খালি কেন!'

জামেলকে কাঁধে তুলে নিতে যাচ্ছিল মেজর সেবিল। থেমে গেল রানার কথায়। কপাল কুঁচকে খানিক ভাবল সে। 'মনে হয় আর কোথাও সরিয়ে নেয়া হয়েছে বন্দীদের।' মাথা ঝাঁকাল আনমনে। 'তাই-ই হবে। নইলে যাবে কোথায়?'

'কিন্তু কেন?'

মাথা নেড়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করল সেবিল।

'আপনি শিওর, আরও বন্দী ছিল এখানে?'

'অফকোর্স শিওর! সকাল পর্যন্ত কম করেও বিশজন বন্দী ছিল আমার জানামতে। না, দাঁড়ান!' তর্জনী দিয়ে নিজের মাথায় দুটো টোকা দিল লোকটা। 'অন্য একটা কথা··· খুব সম্ভব হ্যাবেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে ভুলি সসৈন্যে।'

ভুরু নাচাল রানা, 'সো?'

কেমন এক অদ্ভুত চোখে রানার দিকে চেয়ে থাকল সেবিল। 'যাওয়ার আগে শেষ করে দিয়ে গেছে ঝামেলা।'

'মানে?'

'হত্যা করা হয়েছে সবাইকে।'

এ নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে, ভাবল রানা। আগের কাজ আগে। হোল্ডআলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কাজেই ওটা আর বয়ে বেড়ানরও কোন দরকার নেই। 'আমি নিচ্ছি জামেলকে।'

'না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল ওকে শিওমি। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিল। 'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। জামেল আমার বন্ধু। আমাকে কিছু করতে দিন ওর জন্যে।'

'অবশ্যই।' হাত বাড়িয়ে তার উজিটা নিল ও। দুই হাতে দুই উজি নিয়ে পিছন পিছন চলল সিঁড়ির দিকে। শিওমির কাঁধে শুকোতে দেয়া কাপড়ের মত ঝুলছে জামেল। টপ্ ফ্লোরে উঠতে প্রচুর সময় লাগল। ঢুকে পড়ল সবাই গার্ডরুমে, ভেতর থেকে লাগিয়ে দেয়া হলো দরজা।

'আগে আমি বেরোচ্ছি,' জানালার দিকে যেতে যেতে বলল মাসুদ রানা। 'দেখে নিই আগে...।' আচমকা থেমে পড়ল দরজায় টোকার শব্দে। একযোগে ঘুরে দাঁড়াল সবাই। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি বিনিময় করল নিজেদের মধ্যে। সেবিলের উজি দ্রুত টেবিলের ওপর রেখে নিজেরটা তুলল রানা দরজা লক্ষ করে। কোরেশি ছিল সবার পিছনে। সে তুলেছে আগেই।

প্রথমে একটা শব্দ শোনা গেল, তারপরই হড়বড় করে বলল কি যেন করাঘাতকারী। ক'জন আছে ওরা? ভাবতে ভাবতে সপ্রশ্ন চোখে শিওমির দিকে তাকাল রানা।

'ও ব্যাটার নাম ধরে ডাকছে,' ইশারায় রিসেপশন ডেস্ক দেখিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল সে। 'জানতে চাইছে ওয়াচটাওয়ারের গার্ডরা এখানে আছে কি না।'

সেরেছে, ভাবল ও। 'ওদিকে কোত্থেকে এল লোকটা?'

'বুঝতে পারছি না। বোধহয় আণ্ডারগ্রাউণ্ড কন্ট্রোল রুম থেকে।'

আবার করাঘাতের আওয়াজ উঠল। এবার জোরে জোরে। জরুরী কণ্ঠে কিছু বলল আবার লোকটা। দরজার দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। 'এখনই একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে অ্যালার্ম বেল বাজিয়ে দিতে পারে ব্যাটা। ওকে বলুন অপেক্ষা করতে।'

তাই করল সেবিল। সোয়াহিলিতে বলল, 'দাঁড়াও, খুলছি।'

'জলদি করো।'

জানালা দেখাল রানা। 'বেরিয়ে যান, কুইক! সোজা ম্যানহোল।'

গলা বাড়িয়ে বাইরেটা এক পলক দেখে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল সামসাদ। ধস্তাধস্তি করে ওর কাঁধে জামেলের দেহটা তুলে দিয়ে সেবিলও বেরিয়ে গেল। তার আগে নিজের অস্ত্রটা তুলে নিল সে। এবার আস্তে করে দরজার ছিটকিনি নামাল মাসুদ রানা, এক ঝট্‌কায় খুলে ফেলল দরজা। হাতে সাইলেন্সার ফিট করা উদ্যত উজি।

শর্টস আর ভেস্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। খালি পা। চেহারা দেখে বোঝা যায় ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তবে ট্রেনিঙের গুণে সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে আসতে ভুল হয়নি তার। একটা কালাশনিকভ রাইফেল ওটা। ধরে আছে দু'হাতে। নলটা মাটির দিকে তাক্ করা। রানাকে দেখামাত্র হাঁ হয়ে গেল লোকটা। চোখ উঠে গেছে কপালে।

উজি দুলিয়ে তাকে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিল রানা চোখমুখ পাকিয়ে। নার্ভাস ভঙ্গিতে একটা ঢোঁক গিলল সে বুকের কাছে ভীতিকর চেহারার অস্ত্রটা দেখে। কিন্তু রাইফেল ফেলার কোন ব্যস্ততা দেখাল না। আবার দাঁত খিঁচাল মাসুদ রানা। এইবার হঠাৎ করে রাইফেল তুলতে গেল লোকটা। ট্রিগার টেনে দিল রানা মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে।

বুকে চার-পাঁচটা বুলেটের গর্ত নিয়ে এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে গেল লোকটা। উল্টে পড়ল দড়াম করে। পরক্ষণেই আকাশ ফাটানো ঠা ঠা শব্দে চমকে উঠল মাসুদ রানা। পতনের সময়ে কালাশনিকভের ট্রিগারে চাপ পড়ে গেছে লোকটার। কেঁপে উঠল পুরো সেল ব্লক। ওর মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে শিস্ কেটে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক বুলেট।

নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করল রানা। এখনই ছুটে আসবে গার্ড

বাহিনী। কতদূর যেতে পেরেছে ওরা? ভাবতে ভাবতে তীরের মত জানালার দিকে ছুটল রানা। মাথা নিচু করে জাম্প দিয়ে বেরিয়ে পড়ল জানালা গলে। মাটিতে পা দিয়েই ঝপ্ করে বসে পড়ল ও। এদিক-ওদিক তাকাল দ্রুত কেউ আসছে কিনা দেখার জন্যে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! এল না কেউ। ব্যাপার কি! দেয়াল ঘেঁষে সেলব্লকের দিকে পা চালাতে চালাতে ভাবল রানা, কোথায় গেল রিজার্ভ গার্ড? নেই নাকি কেউ? দ্রুত পা চালাল ও। ব্লক ঘুরে পিছনদিকে এসে গার্ড কোয়ার্টারের দিকে চেয়ে থাকল দীর্ঘক্ষণ। কোন নড়াচড়া নেই ওখানেও। একটা বাতিও জ্বলছে না। আগের মতই অন্ধকারে ডুবে আছে।

ধারণাটা বদ্ধমূল হলো মাসুদ রানার। নেই কেউ ওখানে। থাকলে গুলির শব্দেও কেউ এল না কেন! এবার দৌড়ে চলল ও। আর মাত্র কয়েক গজ যেতে পারলেই ম্যানহোল। কিন্তু বাঁক ঘুরে কোয়ার্টারের পিছনে পা রেখেই সাপ দেখার মত আঁতকে উঠল মাসুদ রানা। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশ বারোজন গার্ড। সবার হাতে একটা করে কালাশনিকভ একে ফর্টি সেভেন, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে।

ওদিকে খোলা ম্যানহোলের সামনে দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, ট্র্যাকস্যুট পরা। ঝুঁকে অন্ধকার ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। একটু পর ঘুরে তাকাল লোকটা। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে উঠল। 'দারুণ দেখালেন, মিস্টার মাসুদ রানা। কোয়াইট আ শো। অবশ্য বেশি দূর যেতে পারবে না আপনার সঙ্গীরা, সে ব্যাপারে শিওরিটি দিতে পারি আমি আপনাকে,' চমৎকার ইংরেজিতে বলল সে।

লোকটিকে চিনতে পেরেছে রানা দেখামাত্র। জা ভুলি। মুখে কাটাকুটির অসংখ্য দাগ এখনও বিদ্যমান। ছাগলা দাড়িতে সাক্ষাৎ শয়তানের মত

লাগছে লোকটিকে।

'তোমার সে আশার গুড়ে বালি। এতক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে ওরা।'

'সে দেখা যাবে। আপাতত হাতের অস্ত্রটা ফেলুন দয়া করে।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে উজি ফেলে দিল রানা। এই সময় পিছনে কারও পায়ের শব্দ উঠতে ঘুরে তাকাতে গেল। কিন্তু পুরো ঘোরার আগেই শক্ত একটা কিছু আছড়ে পড়ল খুলির পিছনে। হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ার আগেই জ্ঞান হারাল মাসুদ রানা।

ছয়

আগে আগে যথাসম্ভব পা চালিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে সেবিল শিওমি। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না কাঁধে ঝোলানো জামেলের ভারী, শিথিল দেহটার জন্যে। প্রতি পদক্ষেপে উরুতে তার পা বেধে যাচ্ছে, অবস্থাটা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে তাকে। তার ওপর ওজন তো রয়েইছে। কিন্তু তবু থেমে থাকার উপায় নেই। পিছনে তাড়া করে আসছে একদল হায়েনা।

তার পাঁচ গজ পিছনে রয়েছে সামসাদ কোরেশি। পিছনে একটা চোখ রেখে এগোচ্ছে। ধাওয়াকারীদের তিনজনকে যমের বাড়ি পাঠিয়েছে ও গত দশ মিনিটে। মাসুদ রানার কথা ভাবছে কোরেশি। ধরা পড়ে গেছেন মাসুদ

ভাই? নাকি…হঠাৎ পায়ের শব্দ উঠল পিছনে। বুটের শব্দ চিনতে ভুল হলো না ওর। বেশ কয়েকজোড়া। মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে আনছে ওরা।

'জোরে চলুন!' শিওমিকে তাড়া লাগাল কোরেশি। 'অনেক কাছে এসে পড়েছে ব্যটারা।'

চল্লিশ গজ পর পর টানেলের গায়ে অল্প ওয়াটের বাতি জ্বলছে। যদিও সব পয়েন্টে নয়। বেশিরভাগ পয়েন্টই আলোহীন। ফিউজ হয়ে গেছে বাল্ব। ফলে কোন কোন সময় এক দেড়শো গজ পর্যন্ত অন্ধকারে পথ চলতে হচ্ছে ওদের অনুমানে। আগেরবার টর্চ থাকায় অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এবার টর্চ নেই। রানার কাছে রয়ে গেছে ওটা। তাড়াহুড়োয় নিয়ে আসার কথা মনেই পড়েনি কারও। তবে ভাগ্য ভাল ব্লুপ্রিন্টটা ফেলে আসেনি। ওটা ছিল সামসাদের পকেটেই।

ঘুরে দাঁড়াল সামসাদ। ফেলে আসা আবছা আলো-আঁধারিময় পথের দিকে চেয়ে থাকল চোখ কুঁচকে। বেশ অনেকক্ষণ পর, গজ চল্লিশেক পিছনে কেউ যেন নড়ে উঠল বলে মনে হলো। ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়েও থেমে গেল সামসাদ। আগে নিশ্চিত হও, নিজেকে পরামর্শ দিল ও, তারপর গুলি খরচ করো। এ সময় একটা গুলিও অপব্যয় করা উচিত হবে না। ফায়ার সিলেকটর লিভারটা অটোমেটিক থেকে সিঙ্গেল ফায়ারে এনে রাখল ও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি দুটো ছায়া চোখে পড়ল কোরেশির। একদম পরিষ্কার, কোন সন্দেহ রইল না মনে। একই সময় অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। এ পর্যন্ত ওদের লক্ষ করে একটা গুলিও ছোঁড়েনি ব্যাটারা। কারণ কি? ওদেরকে জীবিত ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে? তাই হবে। দ্রুত দু'বার ট্রিগার টানল কোরেশি। মরণ যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল কেউ, জোর 'ছলাৎ' শব্দ উঠল নোংরা পানিতে।

আবার নীরবে পথ চলা।

ব্লুপ্রিন্টটা এ মুহূর্তে শিওমির হাতে। মাঝেমাঝেই ওতে চোখ বোলাচ্ছে সে যেন পথ ভুল হয়ে না যায়। একসময় দুঃস্বপ্নের শেষ হলো। কথা বলে উঠল সেবিল। 'এসে গেছি। আর দু তিনশো গজ।'

হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে উঠল দুজনেই। মাথার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। সতর্কীকরণ সংকেত, বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নইলে এত ওপর দিয়ে যেত না। পাত্তা না দিয়ে চলতে থাকল ওরা। মিনিট পাঁচেক পর কেমন যেন সন্দেহ হলো কোরেশির। মনে হলো একজন বা দুজন নয়, পিছনের দলটা আরও ভারি হয়েছে। কম করেও আট-দশজন হবে ওরা।

কাছের বাতিটা পিছনে ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে গেল ওরা। ঘন ঘন পিছনে তাকাচ্ছে সামসাদ। পরের পয়েন্ট অন্ধকার, বাতি নেই। ওখানেই থেমে পড়ল কোরেশি। একটু পর ফেলে আসা বাতি অতিক্রম করল পিছনের দলটা। গুণে দেখল ও, সাতজন আছে দলে।

জোর পায়ে হেঁটে সেবিলকে ধরে ফেলল কোরেশি। 'জলদি!' তাড়া লাগাল ও, 'দলে অনেক আছে ওরা।'

'আর দেড়-দুশো গজ মাত্র,' আস্থার সুরে বলল সে।

সংবাদটা স্বস্তি দিল ওকে খানিকটা। লিভার টেনে অটোতে নিয়ে এক পশলা গুলি বর্ষণ করল কোরেশি। দুজন সটান শুয়ে পড়ল। আরেকজন হাঁটু চেপে ধরে লাফাতে শুরু করল এক পায়ে। তবু থামছে না লোকগুলো, সমান গতিতে এগিয়ে আসছে। সুইসাইড স্কোয়াড, ভাবল কোরেশি, সামান্য ভয়-ডর নেই প্রাণে। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আসছে পিছন পিছন।

এদের পিছনে হয়তো আরও একদল আছে। সামনের সবাই শেষ হয়ে গেলে তারা এগোবে। যে-কোন মূল্যে ওদের জ্যান্ত আটক করাই ওদের

উদ্দেশ্য। নইলে এভাবে টপাটপ মরার কোন যুক্তি নেই।

'এসে পড়েছি।'

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল মাসুদ রানার। মাথার ওপর ঘুরছে একটা সিলিং ফ্যান। বাতাসে হালকা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। হাঁচড়ে পাচড়ে উঠে বসল ও। টন্ টন্ করছে মাথার পিছনদিক। হাত দিয়ে আঘাত পাওয়া জায়গাটা স্পর্শ করল রানা। টিউমারের মত ফুলে আছে। হাত ছোঁয়াতেই ব্যথায় চোখে পানি এসে পড়ার জোগাড়।

এদিক ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। বড়সড় একটা কক্ষের মেঝেতে পড়ে আছে ও, পুরু কার্পেটের ওপর। এটা একটা অফিস রুম। দেয়ালে আলফোনসো নগুয়েনের বিশাল এক পোর্ট্রেট। ওর পাশে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো আরেকটা বড় ছবি—বৃদ্ধ নগুয়েন আর জা ভুলির করমর্দনরত অবস্থায় তোলা। দুজনেই সামরিক পোশাক পরিহিত। দুজনেরই হাসি হাসি মুখ।

পিছনে 'খট্' আওয়াজ উঠতে বহুকষ্টে ঘুরে তাকাল রানা। খোলা দরজার সামনে রাইফেল হাতে এক গার্ড দাঁড়িয়ে। অপলক চোখে ওকেই দেখছে সে। কোথায় আছে এখন ও? ভাবল রানা, ব্র্যাঙ্কোতেই? না আর কোথাও? বাইরে ভারি পদশব্দ উঠল। পরক্ষণেই ভেতরে এসে ঢুকল জা ভুলি। 'খটাশ্!' করে স্যালুট ঠুকল গার্ড। সামান্য মাথা দুলিয়ে তাকে রানার কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দিল ভুলি।

'উঠে পড়ুন, মিস্টার রানা,' ডেস্ক ঘুরে নিজের বড়সড় রিভলভিং চেয়ারের সামনে গিয়ে হাসল সে। 'চেয়ারে বসুন, প্লীজ,' এপাশের একটা চামড়া মোড়া আর্ম চেয়ার দেখাল রানাকে।

টেনে হিঁচড়ে নিজেকে দাঁড় করাল রানা। ধীর পায়ে বসল গিয়ে

চেয়ারটায়। ব্যথার জায়গাটা ডলছে আলতো করে।

রূপোর তৈরি সুদৃশ্য একটা সিগারেট কেস ঢাকনা খুলে বাড়িয়ে ধরল ভুলি ওর দিকে। 'সিগ্রেট?'

জ্বলন্ত চোখে লোকটার দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা।

কাঁধ শ্রাগ করল জা ভুলি। ফিরিয়ে নিল হাত। 'যেমন আপনার অভিরুচি।' নিজে একটা ধরাল সে। চিন্তিত মুখে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ ওর দিকে। মুখ টিপে হাসল। 'সত্যিই, দারুণ দেখিয়েছেন আজ আপনি। আপনার চরম দুঃসাহসের প্রশংসা না করে পারি না।'

সৌজন্য প্রকাশে রানাই বা কম কিসে? 'ধন্যবাদ।'

'শুনেছি আপনি সৈনিক ছিলেন। আমিও একজন সৈনিক। আপনার...'

'সৈনিক!' এমন ভাব করল রানা যেন আকাশ থেকে পড়েছে। 'তুমি? ভাঁড়ামী কোরো না, প্লীজ। তোমার মত জানোয়ার...'

কালাশনিকভের বাঁট ঘুরিয়ে পাশ থেকে দড়াম করে মারল গার্ড রানার ঘাড়ের সামান্য নিচে। চেয়ারসহ পড়ে গেল রানা হুড়মুড় করে। পরক্ষণেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে ততক্ষণে গার্ড। তার রাইফেলের নল লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর বুকের দিকে।

'নিজেকে আরও আহত করার আগে বসে পড়ুন, মিস্টার মাসুদ রানা,' শান্ত কণ্ঠে বলল জা ভুলি।

বসল রানা। মুহূর্ত পরই বেজে উঠল ভুলির ইন্টারকম। 'ইয়েস!' দেশী ভাষায় বলল সে।

'কন্ট্রোল রুম, স্যার,' একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠ হড়বড় করে উঠল। 'আমাদের কোন পেট্রল টীমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না, স্যার। কোন উত্তর

পাচ্ছি না ওদের তরফ থেকে।'

'লোক পাঠিয়ে ধারেকাছের টীমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করো।'

'স্যার, আমাদের গ্যারিসনকেও কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না।'

ভুরু কোঁচকাল জা ভুলি। দাড়ি চুলকাল খানিক। 'রেডিও ঠিকমত কাজ করছে কি না চেক করে দেখেছ?'

'দেখেছি, স্যার। রেডিও ঠিকই আছে।'

'আবার চেষ্টা করো। আমি অফিসেই আছি। কি হয় খবর দিয়ো।'

'জ্বি, স্যার।'

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে কপালে জমে ওঠা কয়েক ফোঁটা ঘাম মুছল জা ভুলি। নজর দিল রানার দিকে। 'ফ্লেয়ার ছোঁড়ার ব্যবস্থা করে ভালই বোকা বানাবার চেষ্টা করেছিলেন আমাকে। কিন্তু ভেবে দেখেননি যে আপনাকে নিয়ে কলওয়েজি ফিরে না এলে আমার সন্দেহ হবে। আপনাকে আরও বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম আমি, মিস্টার রানা।'

'কি করে জানলে আমি আসছি?'

'ওহ্! ওটা আমার গোপন সূত্রের খবর।'

'সূত্রটা কে? মার্ক গর্ডন?'

থমকে গেল জা ভুলি। মিলিয়ে গেল মুখের হাসি হাসি ভাবটা। হেসে উঠল মাসুদ রানা। 'তোমাদের খেলা শেষ, মিকি মাউস। আমি জানি তোমার আণ্ডারটেকার ফোন করেছিল এইমাত্র। তোমার কবর খোঁড়া শুরু হওয়ার খবরটা দেয়ার জন্যে, তাই না?'

রেগে উঠল লোকটা মুহূর্তে। ঝট্ করে ড্রয়ার খুলে একটা ওয়ালথার পি ফাইভ বের করল। রানার মাথা সই করে ধরল সে ওটা। হাত কাঁপছে মৃদু মৃদু। রানার সন্দেহ হলো সত্যিই হয়তো ট্রিগার টানতে যাচ্ছে। কিন্তু না। অস্ত্র নামিয়ে ফেলল লোকটা।

'তোমাকে মেরে ফেলা হবে চরম বোকামি। দশ মিনিট সময় দেয়া হলো তোমাকে। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নাও, এখানে আরামে বসে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে, নাকি ইন্টারোগেশন সেলে। যেখানেই হোক, প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর চাই আমি। বেছে নাও কোনটা তোমার পছন্দ।'

'পছন্দ!' বিস্মিত হওয়ার ভান করল মাসুদ রানা। 'বলো কি! আমি তো জানি এসব গণতান্ত্রিক রীতিনীতি তোমার দু'চোখের বিষ। নাকি পুরানো নীতি বিসর্জন দিয়ে নতুন করে অবগাহন করেছ ক্যাথলিক চার্চে, মিকি মাউস?'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল জা ভুলি। কৌতুক মাখা দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'তোমার মত চালিয়াত জীবনে কম দেখিনি আমি, মাসুদ রানা। আবার টর্চার চেম্বারে তাদের আমার পা জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে, প্রাণভিক্ষা চাইতেও দেখেছি। দেখব কত সইতে পারো তুমি।'

ব্যঙ্গ করে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, আবার বেজে উঠল ইন্টারকম। 'কথা বলো,' সেদিকে ইঙ্গিত করল ও। 'কবর খোঁড়া শেষ হওয়ার খবর এসেছে মনে হয়।'

প্রচণ্ড রাগে দাঁতে দাঁত চাপল জা ভুলি। কিন্তু এদিকে মন দেয়ার সময় নেই এখন। 'ইয়েস!'

'কন্ট্রোল রুম, স্যার।'

'যোগাযোগ হয়েছে ওদের সঙ্গে?'

'জ্বি না।'

'কল করেছ কেন তাহলে?'

'স্যার, রাডার স্ক্যানারে এইমাত্র ছয়টা এয়ারক্র্যাফ্‌ট পিক্ করেছি আমরা। তার মধ্যে দুটো এদিকেই আসছে। স্পীড দেখে মনে হয় ফাইটার

জেট।'

'তা কি করে হয়!' সন্দিগ্ধ গলায় নিজেকেই শোনাল ভুলি। 'কোত্থেকে এল ওগুলো?'

'নিশ্চিত বলতে পারছি না, স্যার।'

হঠাৎ চমকে উঠল জা ভুলি। 'সুদানি নয় তো? এল মাশের থেকে...'

'না, স্যার। সরাসরি পশ্চিম দিক থেকে আসছে ওগুলো, উত্তর থেকে নয়।'

'ক্র্যাফট্গুলোর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো, কুইক! বাকি চারটা কোনদিকে যাচ্ছে খোঁজ নাও। জলদি জানাও আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'এদিকে যে দুটো আসছে সে দুটো কত দূরে?'

'আশি মাইল উত্তর পশ্চিমে।'

'বাকি চারটা?'

'দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোচ্ছে।'

'ঠিক আছে।' দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল ভুলি। 'আমাদের ফাইটারগুলোকে বলো এখনই স্ক্র্যাম্বল করতে। ওদের বাধা দিতে। পরিচয় না জেনে ফায়ার ওপেন করে বসে না যেন। ওগুলো সাদিয়ান হতে পারে, যেগুলো আমাদের ধার দিতে চেয়েছে ওরা। হয়তো ইচ্ছে করেই ঘুরপথে আসছে।'

মুখে বললেও মনে মনে সে সম্ভাবনা নাকচ করে দিল ভুলি। ওগুলো সাদের হতে পারে না। সে সরাসরি যোগাযোগ না করা পর্যন্ত বিমান পাঠাবে না এনজামেনা। ইন্টারকম অফ করে ভাবতে লাগল জা ভুলি। কি হচ্ছে এসব? প্রথমে পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো, তারপর গ্যারিসনের সঙ্গে। তারপর অপরিচিত ফাইটার...ব্যাপারটা কি?

অনিবার্য কারণে একদিন পিছিয়ে গিয়েছিল তার পরিকল্পনা। ভেতরে

ভেতরে এনজামেনার সঙ্গে সব ব্যবস্থাই পাকা ছিল ভুলির আগে থেকে। এ কাজ সেরেছে সে হার্টের অসুখে আলফোনসো নগুয়েনের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি দেখে। যেদিন লা টামবিয়ের ভেঙে তাকে উদ্ধার করে টমাস সিবেলে, সেইদিনই তার গ্যারিসনের সাদ সীমান্তের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একে কোনডেসি পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল তাদের, তার ওপর শরীরও সেদিন তেমন ভাল ছিল না। যে কারণে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি জা ভুলি। যাওয়া হয়নি তাদের।

অবশ্য পরদিন রাতেই তার বাহিনী সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসার কথা তাদের। বুকে জোর ছিল তখন ভুলির। জামেল নগুয়েন তখন ছিল হাতের মুঠোয়। জানত, এ অবস্থায় কিছু করার সাহস হবে না রামেলের। হলেও অন্তত দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে কোন পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেবে না সে। ভালই চলছিল সব। মাঝখান থেকে বাগড়া দিল এসে এই হারামজাদা।

সাঙ্ঘাতিক চাল চেলেছে ব্যাটা। পরের দিনও যখন ফিরে এল না ক্যাপ্টেন কলওয়েজি, তখনই কিছু একটা সন্দেহ হয়েছিল ভুলির। মোটামুটি তৈরিই ছিল, কিন্তু মাসুদ রানা যে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে কীটের মত নর্দমা দিয়ে ব্র্যাঙ্কোয় ঢুকবে তা সে কল্পনা করেনি ভুলেও। সামান্য একটু ভুলের জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেল জামেল নগুয়েন। এখন যদি ঝটিকা অভিযান চালিয়ে কোনডেসি দখল করে নেয় সরকারী বাহিনী? যদি…না, তা হবে না। অন্তত এখনই নয়।

তার আগে ওদের জানতে হবে যে জামেলকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। যদিও ধরে রাখতে পারবে না তারা ওকে শেষ পর্যন্ত। ধাওয়া করে ঠিকই পাকড়াও করবে ওদের তার লোকেরা। কথা তা নয়, কথা হচ্ছে জামেলকে মুক্ত করার খবর রেডিও বা আর কোন মাধ্যমে প্রথমে হ্যাবেন পৌঁছতে

হবে। তার আগে কোনডেসি পুনর্দখলের প্রশ্ন আসতে পারে না। এবং আপাতত ওখানে সংবাদ পাঠানোর কোন উপায়ও নেই।

তিনজনের একজন তো এখানে, নিশ্চিত মৃত্যু বুঝতে পেরে আবোল তাবোল বকছে। আর দুটোকে তার লোকেরা ইঁদুর তাড়া করছে। কিন্তু...রেডিওর এই রহস্যজনক নীরবতার কারণ কি! ইন্টারকমের দিকে চেয়ে আছে ভুলি পলকহীন চোখে। ফাইটারগুলো সাদের নয়, সুদানেরও নয়। তাহলে কোন দেশের?

সামনে একসার জঙ ধরা লোহার সিঁড়ি দেখে জানে পানি ফিরে এল ওদের। নিজেকে হেঁচড়ে ওপরে তুলতে শুরু করল সেবিল বহুকষ্টে। এত পথ বোঝা টেনে সাঙ্ঘাতিক রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লোকটা। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। কিন্তু তারপরও সিঁড়ি দেখে যেন নব উদ্যম ফিরে পেয়েছে। দাঁত মুখ খিঁচে একটা একটা করে ধাপ টপ্‌কে চলেছে।

'উঠে আসুন,' অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে সামসাদের উদ্দেশে বলল সে চাপা গলায়।

একসঙ্গে চার-পাঁচটা কালাশনিকভ গর্জে উঠল আচমকা। বিকট আওয়াজ শুনে মনে হলো পুরো টানেল যেন ভেঙে পড়েছে ওদের মাথার ওপর। সামলে নিয়ে ঘুরে তাকাল সামসাদ। পঁচিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে দলটা। মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে? ভাবল সামসাদ।

খানিকটা সময় পাওয়ার জন্যে পুরো ক্লিপ শেষ করল সে ওদের ওপর, বাধ্য করল ওদের আড়াল নিতে। এবার উজি ফেলে টপাটপ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে শুরু করল সে। পিছনের ওরা আবার রাইফেল তোলার আগেই তাদের নাগালের বাইরে চলে এল সামসাদ। দড়াম করে বন্ধ হয়ে

গেল পুরু ঢাকনা। অচেনা এক লোক উঠে দাঁড়াল ওটার ওপর।

নিজের চারদিকে তাকাল সামসাদ। আট-দশজন ঘিরে আছে ওদের। একজন দাঁড়িয়েছে সেবিল শিওমির পিছনে। টর্চের আলোয় এক পলক চোখ বোলাল সে তার কাঁধে ঝুলন্ত জামেল নগুয়েনের ওপর। তারপর সিধে হলো। 'ভয়ের কিছু নেই বোধহয়। তবু তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নেয়া উচিত।'

'মিস্টার কোরেশি, এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল শিওমি। 'এ ম্যাথিউ গুবেনে। আর, গুবেনে, ইনি মিস্টার কোরেশি।'

ওর সঙ্গে করমর্দন সেরে সেবিলের দিকে ফিরল প্রতিরোধ বাহিনী প্রধান। 'মেজর রানা কোথায়?'

সংক্ষেপে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সেবিল।

'ঠিক আছে, এদের সঙ্গে যান আপনারা। আমি আসছি।' ঘুরে সঙ্গীদের একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল সে।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি একা?' প্রশ্ন করল শিওমি।

'একা নই। লোক নিয়েই যাবো।'

'কিন্তু কোথায়?'

'ব্র্যাঙ্কো।'

'যাবেন না। বম্বিং শুরু হয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে।' ঘড়ি দেখল সে।

'কিন্তু...।' থেমে গেল গুবেনে। গুড় গুড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল যেন। কেঁপে উঠল মাটি।

সাত

ভাবনাগুলো আপাতত মুলতবী রাখল জা ভুলি। গার্ডকে নির্দেশ দিল রানাকে ইন্টারোগেশন রূমে নিয়ে যাওয়ার। হাতের কাজ সেরে সে আসছে ওখানে। মেরুদণ্ডের ওপর রাইফেল ঠেসে ধরে রানাকে বের করে নিয়ে গেল গার্ড। ওরা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল জা ভুলি। ড্রয়ার থেকে একটা শক্তিশালী নাইট ভিশন বিনকিউলার বের করল। আসন ছেড়ে পিছনের জানালার দিকে রওনা হলো।

এই সময় তৃতীয়বারের মত বেজে উঠল ইন্টারকম। এক লাফে টেবিলের কাছে ফিরে এল ভুলি, থাবা চালিয়ে অন করল যন্ত্রটার সুইচ। 'ইয়েস?'

'স্যার, কন্ট্রোল রূম। এয়ার বেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না, স্যার। সাড়া দিচ্ছে না ওরা।'

'হোয়াট!' চেঁচিয়ে উঠল জা ভুলি।

'জি, স্যার। সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের রেডিও জ্যাম করে রাখা হয়েছে। নইলে এরকম হওয়ার কথা নয়।'

'কিন্তু তেমন কিছু...।' লাফিয়ে উঠল জা ভুলি। হঠাৎ মনে হলো যেন মেঘ ডাকছে দূরে কোথাও। পরক্ষণেই কেঁপে উঠল মাটি। ভূমিকম্প! না। মুহূর্তে বুঝে ফেলল ভুলি কিসের আওয়াজ ওটা। কেন ওভাবে কেঁপে উঠল

মাটি। ওই চারটা বিমান...

'...মিজাইল অ্যাটাক...'

'কি?'

'আমাদের গ্যারিসনের ওপর মিজাইল হামলা শুরু করেছে চারটা প্লেন। বাকি দুটো সরাসরি এদিকেই আসছে, স্যার।'

আর কিছু শোনার ধৈর্য হলো না জা ভুলির। দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। চোখে নাইট গ্লাস লাগিয়ে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকল। নেই। কিছুই নেই। পরমুহূর্তে ক্ষীণ একজোড়া আলো দেখা গেল। দূরত্বের জন্যে খুব ঝাপসা লাগছে। কিন্তু দ্রুত বড় হচ্ছে আলো দুটো, সেই সঙ্গে এগিয়ে আসছে। আরও খানিক কাছে আসতেই দুটো বিমানের কাঠামো সনাক্ত করতে সক্ষম হলো জা ভুলি।

দেখামাত্র বুঝল, ওগুলো ডরনিয়ের আলফা। ডরনিয়ের আলফা! বেকুব হয়ে গেল জা ভুলি। জিম্বালান তো নয়-ই, এমনকি সাদ বা সুদানেরও নেই এই বিমান। এই অঞ্চলে আছে একমাত্র ইজিপ্টের। কিন্তু সে দেশের বিমান...ভাবতে ভাবতেই ও দুটোর ফিউজিলাজের মার্কিং চোখে পড়ল জা ভুলির। জিম্বালান এয়ার ফোর্স!

বিনকিউলার নামিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। অসম্ভব! এ জিনিস কোথায় পাবে জিম্বালা? দ্রুত টেবিলে ফিরে এল ভুলি। ইন্টারকমের মাধ্যমে কন্ট্রোল রুমকে নির্দেশ দিল তার রিজার্ভ ফোর্সকে প্রস্তুত হতে। মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে ভুলি, মস্ত এক ঠক্ খেয়েছে সে। আসলে সুদানী মিগগুলোকে এল মাশেরে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে ডিমে তা দেয়ার জন্যে। শুধু শুধুই ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে সে গত দুদিন।

শেষ সময়ে ওস্তাদের মার দিয়ে গেল ছদ্মবেশী মিশরীয় বিমানগুলো। এতক্ষণে বোধহয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার শেষ আসা-ভরসা এক গ্যারিসন

অভিজ্ঞ সৈনিক। বেকার হয়ে গেল তার ভারি অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ। কোন কাজে আসবে না ওগুলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এনজামেনার কাছে যে পাল্টা হামলার জন্যে ফাইটার পাঠাতে বলবে, রেডিও অচল বলে সে পথও এখন বন্ধ। অপারেটরের ধারণাই ঠিক। ওদের রেডিও জ্যাম করে রাখা হয়েছিল আগে থেকেই। এ ছাড়া আর কোন রহস্য নেই।

সোনালী স্বপ্নের এখানেই সমাপ্তি। তিক্ততায় অন্তর ছেয়ে গেল জা ভুলির। এখন একটাই করণীয় আছে তার। এখান থেকে পালানো। আত্মরক্ষার স্বার্থে। ভুলি জানে, বিপদ দেখে যে সৈনিক রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে পারে, সে আবার যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। নির্বোধের মত বীরত্ব দেখাতে গিয়ে পটল তোলা কোন কাজের কথা নয়। অতএব পালাবে সে।

কানের পর্দা ফাটানো বিকট আওয়াজ তুলে মাথার ওপর দিয়ে সাঁ করে উড়ে গেল জোড়া ডরনিয়েরের আলফা। শেষ মুহূর্তে দুটো আলোর ঝলক চোখে পড়ল ভুলির। আত্মরক্ষার তাগিদে ঝট্ করে বসে পড়ল সে। প্রথম মিজাইলটা আঘাত করল মেইন গেটে। ভারি রিইনফোর্সড স্টীলের পাল্লা দুটো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কাগজের মত। উড়ে এসে বাঁ দিকের ওয়াচটাওয়ারের ওপর আছড়ে পড়ল ওর একটা।

কাত হয়ে গেল টাওয়ার ধীর গতিতে। তারপর খুব দ্রুত আরও কাত হয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে, যেখানে তার একদল রিজার্ভ সৈনিক মেশিন পিস্তল, কালাশনিকভ আর কয়েকটা আড়াই ইঞ্চি মর্টার লঞ্চার নিয়ে ফাইটারের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল মুহূর্তখানেক আগে পর্যন্ত। তাদের করুণ আর্তনাদে কেঁপে উঠল জা ভুলির বুক।

ওর মধ্যে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন পড়িমড়ি করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল। কিন্তু এর মধ্যে নাক ঘুরিয়ে ফিরে আসতে শুরু করেছে প্লেন দুটো। কট্ কট্ কট্ কট্ ভারি মেশিনগানের বিরতিহীন গুলি রেহাই দিল না

একজনকেও। সরে এল ভুাল হামাগুড়ি দিয়ে। দেয়ালে ফিট্ করা একটা সেফ খুলল দ্রুত হাতে। ভেতরে ব্যাঙ্ক নোটের পাহাড়। ট্র্যাক স্যুটের পকেট ভরে ফেলল সে বড় বড় নোটের বাণ্ডিলে।

এরপর নিচের ড্রয়ার থেকে আরও কিছু বের করতে যাচ্ছিল, এই সময় বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে খুলে গেল দরজাটা। আঁতকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল জা ভুলি। উদ্যত পিস্তল হাতে মাসুদ রানাকে দেখে পলকে কপালে উঠে গেল চোখ। 'তোমার লোকদের অপ্রত্যাশিতকে প্রত্যাশা করতে একেবারেই শেখাওনি তুমি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'কাজটা যে ঠিক করোনি, এখন বুঝতে পারছ তো? ইন্টারোগেশন সেলে উল্টে নিজেই আটকা পড়ে তোমার গার্ড চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে দেখে এলাম।'

সশব্দে ঢোঁক গিলল জা ভুলি। 'আমরা…আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি, রানা। এই সেফে প্রচুর ক্যাশ আছে। যদি রাজি হও, সব তোমার।'

'আর না হলে?'

'এতে তুমিই লাভবান হবে ব্যক্তিগতভাবে,' জরুরী আবেদনের সুরে বলল ভুলি।

'তা ঠিক। কিন্তু কিসের বিনিময়ে, তোমার মুক্তি?' বাঁকা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে।

'হ্যাঁ। এগুলো সব পাউণ্ড আর ডলার। নিয়ে নাও, সব তোমার।'

'বেশ। বের করো। তোমার সঙ্গে ওগুলোও কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা যাবে। সাজিয়ে রাখো টেবিলে।'

তাই করল ভুলি উপায় নেই দেখে।

'তোমার পকেটগুলো ফুলে আছে কেন? কি ঢুকিয়েছ, বের করো।'

কালো চেহারা আরও কালো হয়ে গেল লোকটির। কিন্তু দেরি না করে

রানার নির্দেশ পালন করল। 'মাই গড!' বলল রানা। 'এ টাকায় জিম্বালার দু বছরের বাজেট বরাদ্দ··· ।' কথাটা শেষ করতে পারল না ও। এরমধ্যে চক্কর শেষ করে ফিরে এসেছে আবার ভরনিয়ের আলফা। মুহূর্ত খানেকের ব্যবধানে পর পর দুটো শেল আঘাত করল একটু আগে যে জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল ভুলি, সেটার দু'পাশে।

থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো বিল্ডিং। মুহূর্তের জন্যে বেসামাল হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। সুযোগটা পুরোপুরিই নিল জা ভুলি। একলাফে মাঝখানের দূরত্ব পেরিয়ে এল সে। ডান হাতে ভয়ঙ্কর এক ফিস্ট বসিয়ে দিল ওর বাঁ চোয়ালে। ঝিন্ করে উঠল মাথার ভেতরে, চোখের সামনে অজস্র সর্ষে ফুল দেখতে পেল মাসুদ রানা।

পিছিয়ে গিয়ে পিঠ দিয়ে দেয়ালের ওপর পড়ল ও দড়াম করে। মুঠি থেকে ছুটে গেল ওয়ালথার। এবার সামান্য কাত হয়ে ফুটবলে লাথি মারার মত রানার তলপেটে গায়ের জোরে মেরে বসল ভুলি। 'হুঁক্' করে আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। হাঁটু ভেঙে হুড়মুড় করে বসে পড়ল রানা।

লাফিয়ে ওয়াল সেফের কাছে চলে এল জা ভুলি। নিচের ড্রয়ার থেকে থাবা দিয়ে বের করল একটা মিনিয়েচার ট্রান্সমিটার। ওটার সুইচ টিপতেই তার ডেস্কের পিছনে দেয়ালের গায়ে ফিট্ করা ছয় বাই তিন একটা ফলস প্যানেল সরে গেল। দাঁত মুখ খিঁচে ছুটল ভুলি সেদিকে। ওটা একটা টানেল। এক সার কংক্রীট সিঁড়ি বাঁক খেয়ে নেমে গেছে পাতালে।

প্রথম ধাপে পা রেখেই আবার সুইচ টিপল জা ভুলি। স্বস্থানে ফিরে আসতে শুরু করল প্যানেল। কুঁজো হয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ছুটল রানা প্যানেল লক্ষ করে। তীব্র যন্ত্রণায় সোজা হতে পারছে না। প্রায় বুঁজে এসেছে, এই সময় ফাঁকে ডান হাতের আঙুল ভরে মুঠো করে ধরল ও প্যানেল। চট্ করে বাঁ হাতও ভরে দিল এবার।

সর্বশক্তি দিয়ে উল্টোদিকে টানতে লাগল রানা প্যানেল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত অনড় থাকল, তারপর আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল ফাঁকটা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। নিজেকে ঢোকাবার মত রাস্তা প্রশস্ত করতেই এক যুগ পেরিয়ে গেল যেন। সড়াৎ করে নিজেকে ভেতরে সেঁধিয়ে দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে বুঁজে গেল ফাঁকটা।

খানিক দূর পর পর অল্প ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলছে টানেলে। একেক লাফে তিন-চারটে করে ধাপ টপকে ছুটল মাসুদ রানা। দশ-বারো ধাপ নামতেই একটা বাঁক, তারপর সমতল সুড়ঙ্গ। চারশো গজের মত দীর্ঘ গোপন এস্‌কেপ রুট এটা। রানা সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছার আগেই ঊর্ধ্বশ্বাসে অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে জা ভুলি।

ছুটল ও। টানেলটা সোজা বলে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। তার পদক্ষেপের দীর্ঘ ব্যবধান দেখে অবাক হলো রানা। অমন দশাসই শরীর নিয়ে অন্য সময়ে লোকটা এভাবে ছুটতে পারত কি না সন্দেহ আছে। জানের ভয় আছে বলেই এ মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে ব্যাপারটা। প্রাণপণ চেষ্টায় মাঝখানের দূরত্ব একটু একটু করে কমিয়ে আনতে শুরু করল রানা।

টানেলের শেষ মাথা দেখতে পেল ও। কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপরই একটা বন্ধ দরজা। ছুটতে ছুটতেই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে দরজাটা খুলে ফেলল জা ভুলি। পিছনে এক পলক তাকাল সে শেষ মুহূর্তে, তারপর বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে। সম্ভবত ঘুরে তাকাবার ফলেই, অসাবধানে ট্রান্সমিটার ধরা হাতটা বাড়ি খেল দরজায়। হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল যন্ত্রটা। সামান্য থমকাল জা ভুলি, কিন্তু থামল না।

দরজার কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা। দম পড়ছে ঝড়ের বেগে। গলা সাবধানে বাড়িয়ে উঁকি দিল ও। বড়সড় একটা গ্যারেজ এটা। সামনের দরজা খোলা গ্যারেজের। ভোর হচ্ছে। ফর্সা হয়ে উঠতে শুরু

করেছে চারদিক। সে আলোয় একটা রঙচটা ফোর্ড স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল গ্যারেজে।

তাড়াতাড়ি পা বাড়াল মাসুদ রানা। দরজার কাছে এসে আবার উঁকি দিল। সামনেই একদল ছেলে-বুড়ো, মহিলা-শিশু সমস্বরে গান গাইছে আর নাচছে আনন্দে। ওর ফাঁকে ঘন ঘন মুখ তুলে আকাশ দেখছে। ব্যাপার বুঝতে দেরি হলো না মাসুদ রানার। কোনডেসি মুক্ত হয়েছে, সরকারী বাহিনী পুনর্দখল করে নিয়েছে, সেই খুশিতে নাচছে ওরা। একটু একটু করে ভারি হচ্ছে দলটা।

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। ওই ভিড়ে যা ভুলি মিশে গেলেই বিপদ। বেরিয়ে পড়ল ও রাস্তায়। অবাক চোখে অনেকেই তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বুঝতে পারছে না এ সময়ে উস্কোখুস্কো চেহারার বিদেশী লোকটা এল কোত্থেকে। সেদিকে লক্ষ নেই ওর, জটলার চারদিকে দ্রুত একবার চক্কর দিল। রানা জানে বেশিদূর যাওয়ার সুযোগ পায়নি জা ভুলি। আছে ধারেকাছেই কোথাও; কিন্তু কোথায়? ব্যস্ত চোখে ডানে বাঁয়ে তাকাতে লাগল রানা।

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল। ওর গজ পঞ্চাশেক ডানে, রাস্তার ওপাশের একটা বাড়ির বন্ধ দরজায় কেউ একজন সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হলো রানার। অপর্যাপ্ত আলোয় চেহারা বোঝা যায় না ঠিকমত। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল মাসুদ রানা। ভুল হয়েছে হয়তো বুঝতে, ভাবল রানা। লোকটা হয়তো ও বাড়ির-ই কেউ, জনতার হুল্লোড় দেখছে দাঁড়িয়ে।

ঠিক, ভাবল রানা, ওরই ভুল। হতাশ হয়ে প্রায় থেমে পড়তে যাচ্ছিল, এই সময় নড়ে উঠল ছায়াটা। খিঁচে দৌড় লাগাল উল্টোদিকে। লাফিয়ে উঠে ছুটল রানাও। একছুটে একটা তেমাথায় পৌঁছে গেল ভুলি। আরেকদল

যুবক জটলা করছে ওখানে। প্রত্যেকের হাতে হকিস্টিক এবং সাইকেলের চেইন। জটলার পাশ কাটাবার সময় সোয়াহিলিতে চেঁচিয়ে কিছু একটা বলল সে যুবকদের উদ্দেশে। সেই সঙ্গে বারবার রানাকে দেখতে লাগল।

একযোগে সবাই ঘুরে তাকাল ওর দিকে। ততক্ষণে জটলার বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে রানা। ওদিকে থেমে থাকেনি জা ভুলি, ওকে দেখিয়ে দিয়েই আবার দৌড় শুরু করেছে। রানা ঠিকমত ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই চট্ করে ঘিরে ফেলল ওকে দলটা। চেঁচিয়ে কি সব বলছে ওকে।

পিছন থেকে আচমকা হকিস্টিক দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল একজন রানার ঘাড়ের ওপর। গুঙিয়ে উঠল রানা। তাই দেখে মজা পেয়ে গেল যেন দলের সবাই। পরমুহূর্তে একটা সাইকেলের চেইন পিঠের অনেকটা জায়গা জুড়ে কেটে বসে গেল। এভাবে বেশিক্ষণ টেকা যাবে না, বুঝল রানা। চোরের মার মারতে মারতে হয়তো মেরেই ফেলবে ওকে। কি করে ওদের বোঝাবে যে ও শত্রু নয়, শত্রু পালিয়ে যাচ্ছে।

আরেকটা হকিস্টিকের বাড়ি পড়তেই বুদ্ধি খুলে গেল রানার। 'জা ভুলি!' ছুটন্ত লোকটির দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'জা ভুলি! জা ভুলি!'

হাজার ভোল্ট কারেন্টের শক্ খেল যেন সবাই। বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল লোকটার দিকে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে হঠাৎ ঘুরে গেল দলটা, হৈ হৈ করে ছুটল ভুলির পিছন পিছন। মুখ বন্ধ নেই কারও, চ্যাচাচ্ছে সমানে।

তাদের চিৎকারে আকৃষ্ট হলো আরও অনেকেই। আরও ফর্সা হয়ে গেছে এর মধ্যে, পথে বেরিয়ে এসেছে প্রচুর মানুষ। তাদের মধ্যে এক ভীষণ মোটা মহিলা পাশ কাটাবার সময় দু হাতে সজোরে সাপটে ধরল জা ভুলিকে। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছট্ফট্ করতে লাগল লোকটা, মহিলার নরম বুকে নাকমুখ চেপে বসায় দম আটকে মরতে বসেছে। কিন্তু নিজেকে ছাড়াতে

ব্যর্থ হলো সে।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ধরা পড়ে গেল ভুলি পাবলিকের হাতে। কাছ থেকে ভাল করে তার চেহারা পর্যবেক্ষণ করল বয়স্ক এক লোক, তারপর সম্মতিসূচক মাথা দোলাল। মুহূর্তে ল্যাঙ মেরে ভুলিকে আছড়ে ফেলা হলো মাটিতে। তারপর শুরু হলো হকিস্টিক আর চেইনের নির্দয় মার। ভিড় ঠেলে ভেতরে যেতে চেষ্টা করল মাসুদ রানা। বাধা না দিলে এখানেই শেষ করে ফেলবে ওরা লোকটিকে। কিন্তু স্টিক আর চেইনের কয়েকটা বেমক্কা মার হজম করে ফিরে আসতে হলো। কাছে এগোনোর উপায় নেই।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বসেছে রানা, এই সময় তীব্র বেগে ছুটে এল একটা আর্মি জীপ। জটলাটার সামান্য দূরে স্কিড করে থেমে দাঁড়াল ওটা। পিছন থেকে কয়েকজন সেপাই ঝপাঝপ লাফিয়ে নামল রাস্তায়, তাড়া করল জনতাকে। মাটিতে মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছে তখন জা ভুলি। দু হাতে আড়াল করে রেখেছে মাথা।

প্যাসেঞ্জার সীট থেকে নেমে এল এক অফিসার। লেফটেন্যান্ট। বিশের বেশি হবে না বয়স। দ্রুত এগিয়ে গেল রানা তার দিকে। 'ইউ নো ইংলিশ?'

ভুরু কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল লোকটা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। সেই মোটা মহিলা সোয়াহিলিতে কথা বলতে লাগল অফিসারের সঙ্গে। হাত দুলিয়ে চোখ-মুখ পাকিয়ে অনবরত বলে যাচ্ছে মহিলা, থেকে থেকে মাথা দোলাচ্ছে লেফটেন্যান্ট। মাসুদ রানার মনে হলো এর মধ্যে দু' তিনবার জা ভুলির নাম উচ্চারণ করেছে মহিলা। এক সময় বক্তব্য শেষ হল তার।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে কিছু একটা অর্ডার করল লেফটেন্যান্ট। হাত পিছমোড়া করে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল এক সৈনিক ভুলির হাতে। তারপর

দু-তিনজন মিলে তাকে টেনেহিঁচড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসাল। কাছে গিয়ে ঝুঁকে যন্ত্রণাকাতর মুখটা দেখল অফিসার, সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে সিধে হলো।

যাক, তাও ভাল। ভাবল মাসুদ রানা, এবার নিশ্চয়ই জীপে তোলা হবে লোকটিকে। পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল ও। হোলস্টার থেকে একটানে নিজের আর এফ এইচ থ্রি রিভলভার বের করে নিয়েছে অফিসার। ঠেসে ধরল ওটা জা ভুলির কপালে। একলাফে লেফটেন্যান্টের পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। এভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত নয় লোকটার। জা ভুলির অপরাধ সীমাহীন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তারও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার আছে।

অস্ত্র ধরা অফিসারের হাতটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ও। জোর করে সরিয়ে আনল হাতটা। 'হোয়াট দ্য হেল্ ইউ থিঙ্ক ইউ ডুয়িং?'

অগ্নিশর্মা হয়ে ঘুরে তাকাল অফিসার। হাত মুচড়ে ওর মুঠো থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল; কিন্তু একচুল শিথিল হলো না রানার বজ্রমুঠি। 'এভাবে কাউকে হত্যা করতে পারেন না আপনি, অফিসার।' মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা চালাল ও। 'এ অন্যায়। একজন সরকারী... ।'

লেফটেন্যান্টের হিংস্র চিৎকারে চাপা পড়ে গেল রানার পরের কথাগুলো। এম সিক্সটিন রাইফেলের নল দিয়ে ওর কিডনির ওপর দড়াম করে গুঁতো মেরে বসল এক সৈনিক। কুঁকড়ে গেল রানা ব্যথায়। কলার ধরে পিছন দিকে হ্যাঁচকা টান মারল আরেক সৈনিক, পড়ে গেল ও চিত হয়ে। এবার দুটো রাইফেলের নল ঠেকল বুকে, মাটির সঙ্গে গেঁথে রাখল ওকে রাইফেল দুটো।

গুলি করল লেফটেন্যান্ট। ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকি খেল্ জা ভুলির মাথা। এক বুলেটেই খুলির বেশিরভাগ উড়ে গেছে। রক্ত, মগজ, হাড়ের কণা ছিটকে পড়ল চারদিকে। আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল উপস্থিত জনতা। ধীরে

ধীরে কাত হয়ে পড়ে গেল জা ভুলি। মরেনি এখনও। মুখটা থেকে থেকে খুলছে, বন্ধ হচ্ছে।

বুকের ওপর থেকে রাইফেল দুটো সরে গেল এবার। উঠে বসল মাসুদ রানা। কিন্তু মাটি ছেড়ে উঠল না। ভীষণ ব্যথা তলপেটে। যেমন এসেছিল, তেমনি দ্রুত চলে গেল জীপ। রানার দিকে একবারও তাকায়নি আর লেফটেন্যান্ট। খানিকটা সুস্থির হতে উঠল ও। আরও আগেই মারা গেছে জা ভুলি। তার লাশ ঘিরে নেচে নেচে গান করছে জনতা।

এক সময় জিম্বালার দোর্দণ্ড প্রতাপ নিরাপত্তা পুলিস প্রধান জা ভুলির মৃত মুখটার দিকে শেষবারের মত তাকাল রানা। অবশিষ্ট বাঁ চোখ খানিকটা খোলা, সরাসরি চেয়ে আছে ওরই দিকে। ডান চোখ উড়ে গেছে তার। জনতার দিকে তাকাল রানা। সামান্যতম বিকারও নেই কারও মধ্যে। বরং সবাই হাসিখুশি। হাত ধরাধরি করে ভুলির চারপাশে ঘুরছে ওরা। নাচছে। গান গাইছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মাসুদ রানা। আফ্রিকা এর নাম। ঘুরে দাঁড়াল। সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে চলল।

আট

ভাগ্যই বলতে হবে, এবারও অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে টমাস সিবেলে। জা ভুলির ডান হাত। পূর্ব পরিকল্পনার মত খুব ভোরে কোনডেসি এসে পৌঁছায়

সে, কিন্তু তার আগেই সরকারী বাহিনী পুনর্দখল করে নিয়েছে শহর। ওরা যখন হঠাৎ যাত্রা শুরু করে, বেকুব বনে গিয়েছিল সে আর তার সহকারী।

কিন্তু করার ছিল না কিছু। একমাত্র রেডিওতে চীফের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের চেষ্টা করা ছাড়া। তা-ও পারেনি সে। হাজার চেষ্টা করেও ব্র্যাঙ্কোর সাড়া পায়নি। এরপর গ্যারিসনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে সিবেলে। সাড়া পায়নি সেখান থেকেও। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে সরকারী বাহিনীর পিছন পিছন রওনা দেয় সে। তাদের ছাড়িয়ে আগে চলে যাবে সে উপায় নেই। সেনাবাহিনীর অনেকেই চেনে তাকে, দেখে ফেললে আর উপায় ছিল না। অন্য পথে এগোবে, সে উপায়ও নেই। কারণ হ্যাবেন—কোনডেসি রাস্তা একটাই। সরকারী বাহিনীকে ওভারটেক করার প্রশ্নই অবান্তর।

তিনতলা এক ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য অবলোকন করেছে সিবেলে। তার চোখের সামনে দুটো বিমান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে প্রায় দুর্ভেদ্য ব্র্যাঙ্কো। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। এর পরপরই সরকারী ট্যাঙ্ক বাহিনী ঢুকে পড়ে ভেতরে। তখনও মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুঃসাহসী যোদ্ধা বেঁচে ছিল। তোপের মুখে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তাদের।

এর পরের খবরও জানা সিবেলের। ভোরবেলা প্রকাশ্যে এক তরুণ লেফটেন্যান্টের হাতে মৃত্যু হয় জা ভুলির। যার ফলে এখন তার ওপর অর্পিত হয়েছে নেতৃত্ব। কিন্তু কিসের নেতৃত্ব? লোকবল, অস্ত্রবল কিছুই নেই সিবেলের যে পাল্টা হামলা চালাবে নগুয়েনের বাহিনীর ওপর। কার্যত সে এখন ঠুঁটো জগন্নাথ।

করার মত একটাই কাজ আছে তার এখন, সেটা হচ্ছে প্রতিশোধ নেয়া। তাদের এই দুঃখজনক পরিণতির জন্যে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি

দায়ী, সেই মাসুদ রানাকে হত্যা করবে সিবেলে। ঘৃণ্য এক বিদেশী স্পাই, নর্দমার কীট। বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার হারিয়েছে সে। সারাদিন ঘাপটি মেরে ছিল সিবেলে আর তার সহকারী আলফ্রেড টানবুল।

সন্ধের পর পথে বেরিয়েছে ওরা। কায়দামত পেয়ে ছিনতাই করেছে একটা আর্মি জীপ। একজন ক্যাপ্টেন আর তার ড্রাইভার ছিল ওতে। ধরে নিয়ে অফিসারকে আচ্ছামত প্যাঁদানি দিয়ে কথা আদায় করে নিয়েছে সিবেলে। জানতে পেরেছে, শহরের এক প্রাইভেট ক্লিনিকে কড়া পাহারায় চিকিৎসা চলছে জামেল নগুয়েনের। প্রায় সারাদিন ওখানেই ছিল মাসুদ রানা, অসংখ্য প্রশ্ন করেছে লোকটা নগুয়েনকে। এখন সে কোথায়? হ্যানুয়ের নালফোর খামারে?

এরপর দুজনকে হত্যা করে নিজেদেরগুলো পাল্টে তাদের সামরিক পোশাক পরে সিবেলে আর তার সঙ্গী। জীপ চালিয়ে সোজা চলে আসে খামারের কাছে। খামারের মেইন ড্রাইভওয়ের একশো গজ দূরে জীপ এবং টানবুলকে রেখে এগোতে শুরু করে সে একা। দৃঢ়সংকল্প। খামারে ঢোকার পথে দুই সৈনিক গার্ড বাধা দিয়েছিল সিবেলেকে। ওরা তো জানে না সে কত ট্রেনিং পাওয়া কড়া মাড় দেয়া মাল। হান্টিং নাইফের সাহায্যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে সে ব্যাটাদের। বাধা দিলেও সে একজন ক্যাপ্টেন, সেই হিসেবে ওদের স্যালুট পায় সে। বোকার দল ওই স্যালুট করতে গিয়েই মরণ ডেকে আনে নিজেদের।

নালফোর প্রাসাদোপম বাংলোর দুশো গজের মধ্যে পৌঁছে এদিক ওদিক তাকাল টমাস সিবেলে। ভেতরের মানুষগুলোর ওপর চোখ বোলাবার জন্যে উপযুক্ত একটা জায়গা চাই। তাছাড়া ভেতরে কোন পেট্রল আছে কি না সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে। বিশাল এলাকা বাংলোর, গার্ড থাকাই

স্বাভাবিক। তিন-চারজন মিলে বেড় দিয়েও পাওয়া যায় না এমন এক মোটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হাতের অটোমেটিক উজিটা হেলান দিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছল সে।

সামনের দরজা বন্ধ বাংলোর হলরুমের জানালা দিয়ে আলো আসছে বাইরে। আলোকিত পোর্চে একটা আর্মি জীপ দাঁড়িয়ে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সিবেলে, তারপর পা বাড়াল। দু হাতে অস্ত্রটা বুকের কাছে তেরছাভাবে ধরে নুয়ে পড়ে ছুটল পোর্চ লক্ষ করে। নিরাপদেই জীপ গাড়িটার কাছে এসে পৌঁছল সে। তারপর পা টিপে টিপে উঠে এল বারান্দায়। প্রশস্ত জানালাটার পাশে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াল সিবেলে। গলা বাড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল ভেতরে।

ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি ফুটল তার মুখে। লেস কার্টেনের ওপাশে হলরুমের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। ওর প্রায় মুখোমুখি, ম্যান্টলপীসের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। যার সন্ধানে তার এখানে আসা। পরিষ্কার টার্গেট। তার সামনে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসা হ্যানুয়ের নালফো, নিগেল বুলি আর সেবিল শিওমি। এপাশের এক আর্ম চেয়ারে বসে আছে সেই লোক, সেদিন যাকে হ্যাবেনে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে সিবেলে। বুলির দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকল সে। এই হারামজাদাই না সেদিন ওই লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ওর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল?

ঠিক আছে, দাঁতে দাঁত চাপল টমাস সিবেলে। সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলবে সে আজ। খুন করবে সব ক'টাকে। এজন্যে মাত্র একটা ম্যাগজিনই যথেষ্ট। দুটো এক্সট্রা ক্লিপও রয়েছে সঙ্গে। অতএব চিন্তা নেই। জানালা ছেড়ে দরজার দিকে এগোল সিবেলে। ডান মুঠোয় উজিটা শক্ত করে চেপে ধরে বাঁ হাত বাড়িয়ে দরজার নব ধরল। দম নিল লম্বা করে।

*

দেহমনে একটা ফুরফুরে, তরতাজা ভাব নিয়ে ক্লিনিক থেকে নালফোর খামার বাড়িতে ফিরে আসে রানা। জিম্বালার কাজ শেষ। এবার নিউ ইয়র্ক। এ ষড়যন্ত্রের জড় রয়েছে ওখানে, উপড়ে ফেলতে হবে তা। বেলা এগারোটার দিকে চোখ মেলেছে জামেল নগুয়েন। নানান ধরনের ওষুধ ইঞ্জেক্ট করে জ্ঞান ফেরানো হয় তার। চোখ মেললেও যথেষ্ট দুর্বল ছিল সে। একটা দুটো কথা বলতেই হাঁপিয়ে ওঠে। ডাক্তারদের আরও ঘণ্টা দুয়েক সংগ্রামের পর পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়। বুলি এবং শিওমিকে চিনতে পারে এবার জামেল। মাসুদ রানাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

জামেলের সঙ্গে মিনিট দশেক কথা হয় ওর। যা যা জানার, ওর মধ্যেই জেনে নেয় রানা। ওর অনুমান এবং এই জানার মধ্যে মিল ছিল প্রচুর। রামেল নগুয়েনকে হত্যা এবং জিম্বালার ক্ষমতা দখলের যে নীল নকশা জামেলের হাতে পড়েছিল, সেটাও হস্তগত হয় রানার। জামেলের কথামত তার বুইকের ফুটবোর্ড ম্যাটের তলায় স্কচ্ টেপ দিয়ে সাঁটা অবস্থায় পাওয়া যায় ডকুমেন্টটা। অনেক মাথা খাটিয়ে জায়গাটা আবিষ্কার করেছিল সম্পাদক।

আর এক ঘণ্টা পর এল মাশেরে অপেক্ষমাণ ইউনাকোর বিশেষ বিমান পৌঁছুবে কোনডেসি। এখান থেকেই রওনা হবে রানা আর কোরেশি। হাতে বিশেষ সময় নেই। নিউ ইয়র্ক হ্যাবেনের সাত ঘণ্টা পিছনে। সেই হিসেবে ওদের দেড় ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই কোনডেসি ত্যাগ করতে হবে। তাতেও নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে দুপুর দেড়টা বাজবে। এর আধ ঘণ্টা পর, দুটোয় নিউ জার্সি ট্রেড সেন্টারে রামেলের ভাষণ আছে। তার আগেই পৌঁছতে হবে। যে করে হোক পৌঁছতেই হবে।

খামারে পৌঁছেই টেলিফোনে কলচিনস্কির সঙ্গে কথা বলেছে মাসুদ রানা। সংক্ষেপে জিম্বালার বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়েছে তাঁকে।

এ মুহূর্তে কফি পান করছে সবাই খামার বাড়ির লাউঞ্জে। হ্যানুয়ের নালফোরও আজ শেষ রাত এখানে। কাল হ্যাবেন ফিরে যাচ্ছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট রামেল নগুয়েনকে বীরোচিত সম্বর্ধনা দিতে যাচ্ছে দেশবাসী। সেখানে তাকে প্রয়োজন। কফি পানের ফাঁকে এটা ওটা প্রশ্ন করছেন তিনি।

'লোকটা জামেলকে হত্যা না করে কেন বাঁচিয়ে রাখল, বুঝতে পারছি না আমি,' বললেন তিনি।

'খুব সহজ ব্যাপার,' বলল মাসুদ রানা। 'যদি অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশ ছেড়ে পালাবার জন্যে তাকে জিম্মি হিসেবে প্রয়োজন হত তার। জামেল ভুলির মুঠোয় থাকলে সহজেই পালিয়ে যেতে পারত সে।'

'ওর সেই ইনফর্মারটি কে ছিল?'

'জা ভুলির প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

'গড!'

'ভুলিকে যেদিন জেল ভেঙে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়, তার আগের দিন এসব তথ্য জামেলের হাতে তুলে দেয় লোকটা। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ধরা পড়ে যায় সে ভুলির বিশ্বস্ত অনুচর টমাস সিবেলের হাতে। তাকে হত্যা করে লোকটা। তারপর খবরটা যাতে পত্রিকায় ফাঁস করতে না পারে, সে জন্যে কিডন্যাপ করে জামেলকে। খুব সম্ভব জা ভুলি কোনডেসি গিয়ে তাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এক ঢিলে দুই পাখি মারবে বলে।'

কিছুক্ষণ হাতে ধরা কাপ নাড়াচাড়া করলেন নালফো। ছলকে ছলকে উঠছে ভেতরের কফি, আনমনে তাই দেখছেন। 'রামেলের সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে কার নাম আছে ডকুমেন্টে?'

'বেনি পেলেডের,' বলল রানা। ওতে ভাড়াটে খুনী হিসেবে লোকটার নাম দেখে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হয়নি ও, হয়েছে অন্য ব্যাপারে। রামেল নগুয়েনকে হত্যার পরিকল্পনা জা ভুলির নয়, ছিল না। এমনকি এই প্ল্যান উদ্ভাবনের ব্যাপারে পর্যন্ত হাত ছিল না তার। এটা ছিল সিআইএর ব্লুপ্রিন্ট। এবং জা ভুলি ছিল এদেশে সিআইএর চর। গত বারো বছর ধরে। তবে কেন একাজ করতে চেয়েছিল ল্যাঙলি, কার স্বার্থে, জানা হয়নি রানার।

আলোচনায় ছেদ পড়ল। বাটলার এসে জানাল ডিনার তৈরি। হাত বাড়িয়ে সামনের নিচু টেবিলটার ওপর কাপ রাখতে যাচ্ছেন নালফো, এই সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। উজি হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে টমাস সিবেলে। রানাকে লক্ষ করে ট্রিগার টেনে ধরল সে। কিন্তু দরজার শব্দেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করে বসে পড়েছে ও ঝপ্ করে।

মাথার সামান্য ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক গুলি, ঝাঁঝরা হয়ে খসে পড়ল দেয়ালের প্লাস্টার। ওদিকে আর সবার মত চমকে উঠেছিল কোরেশিও। মুহূর্তে কর্তব্য ঠিক করে চেয়ার নিয়েই উল্টে পড়ল সে পিছনদিকে। পতনের ফাঁকে শোল্ডার হোলস্টার থেকে এক ঝটকায় বের করে নিয়েছে নিজের পিস্তলটা, নাইন মিলিমিটার এএসপি। কাত হয়ে বাঁ কাঁধ দিয়ে মেঝে স্পর্শ করল সে, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে পর পর কয়েকবার ট্রিগার টানল লোকটার বুক সই করে।

হেভি ক্যালিবার বুলেটের ধাক্কার পর ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে গেল সিবেলে, আকাশের দিকে বুলেট ছুঁড়ছে এখন তার উজি অটোমেটিক। আরও খানিকটা পিছিয়ে নিতম্বে বারান্দার রেলিঙের বাধা পেয়ে থেমে পড়ল। বুকে এবং গলায় গুলি খেয়েছে সিবেলে। ঠোঁটের কোণ গড়িয়ে পড়া রক্ত যে থুতনি বেয়ে নিচে নামছে, তা পরিষ্কার টের পেল সে।

অকল্পনীয় যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে চেহারা। তবু, ওর মধ্যেও

নিজেকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করছে লোকটা। মৃত্যু কিছু নয়। মরতে তো একদিন হবেই। তবে খালি হাতে যাওয়া চলবে না। ওদের যে ক'টাকে সম্ভব সঙ্গে নিয়ে মরবে সে। আচ্ছন্নের মত অস্ত্র তুলল আবার সিবেলে। এবার সময় নিয়ে তার হৃৎপিণ্ড সই করে গুলি করল কোরেশি।

এক পা মত এগিয়েছিল লোকটা, আবার পিছিয়ে গেল। দু হাত শূন্যে উঠে গেছে ঝট করে। উড়ে বাইরে গিয়ে পড়ল উজি। পরমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সিবেলে। নিথর হয়ে গেল খানিক পা দাপড়ে। কাছে এসে পাল্‌স্‌ পরীক্ষা করল মাসুদ রানা। নেই।

খামারের পিছন থেকে হুড়মুড় করে ছুটে এল চার সশস্ত্র সৈনিক। সবার হাতে এম-সিক্সটিন। বেকুবের মত মৃতদেহটার দিকে চেয়ে থাকল তারা।

'ছিলে কোথায় তোমরা?' ধমকে উঠল সেবিল শিওমি। 'কি করে ঢুকল এ লোক! যাও! ভাল করে খুঁজে দেখো আর কাউকে পাও কিনা।' সঙ্গে সঙ্গে দুই দলে ভাগ হয়ে ছুটল তারা।

ওদিকে আতঙ্কিত কোটিপতির ফ্যাকাসে মুখে রক্ত ফিরে আসতে শুরু করেছে একটু একটু করে। এক পা দু পা করে এগিয়ে এসে কেবিনের পাশে দাঁড়ালেন তিনি। ঠোঁটে বোকার হাসি।

'আমাদের সবার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি,' বললেন তিনি সামসাদের উদ্দেশে। 'ধন্যবাদ।'

এএসপিটা জায়গামত ভরে রাখল কোরেশি। 'এনি টাইম,' বলল সে। 'কিন্তু কে এই লোক?'

'টমাস সিবেলে। জা ভুলির ডান হাত। এ ব্যাটাই কিডন্যাপ করেছিল জামেলকে,' বলল নিগেল বুলি। 'এবং হোটেলের সামনে গুলি করেছিল আপনাকে।'

'ভেতরে চলুন সবাই,' তাড়া লাগাল শিওমি। 'ওরা সার্চ সেরে ফিরে না

আসা পর্যন্ত খোলা জায়গায় থাকা ঠিক হবে না।'

মিনিট দশেক পর একটা হুডখোলা জীপ সশব্দে ব্রেক কষল এসে পোর্চে। লাফিয়ে নামল এক সার্জেন্ট। ভেতর থেকে শিওমি বেরিয়ে আসতে স্যালুট করল। সংক্ষেপে কিছু বলল লোকটা তাকে, আবার স্যালুট করে ফিরে গেল জীপে। ইউ-টার্ন নিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল জীপ।

'অল রাইট,' ভেতরে ফিরে এসে বলল শিওমি। 'সীল করে দেয়া হয়েছে পুরো এলাকা।' দুই নিহত গার্ডের লাশ পাওয়া গেছে জানাল সে। বাংলোর পাঁচশো গজ দূরে বড় রাস্তায় অপেক্ষমাণ এক জীপ গাড়ি এবং তার ড্রাইভারকে গ্রেফতার করার কথাও উল্লেখ করল।

নয়

টিভির পর্দায় চোখ বেনি পেলেডের। সকালের খবর দেখছে। ডোরবেলের শব্দে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো তার। ডেজার্ট ঈগলটা হাতে পা বাড়াল পেলেড। স্পাইহোল দিয়ে বাইরে তাকাল। মাইক গ্রীন, বেবিসিটার। সেফটি চেইন নামিয়ে দরজা মেলে ধরল পেলেড।

'জেসাস!' তার আধবোঁজা কালসিটে পড়া ডান চোখের দিকে চেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল সে। 'কি ভাবে আঘাত পেলে?'

'ওই...মেয়েটা পালাবার চেষ্টা করছিল...'

'এবং বাধা দিতে যাওয়ায় তোমার ওই হাল করে ছেড়েছে সে, এই

তো?' হুল ফোটাবার চেষ্টা করল মাইক গ্রীন। 'চোদ্দ বছরের এক নাবালিকা! মাই গুডনেস!'

পাত্তা দিল না বেনি পেলেড। 'ভেতরে এসো।'

ঢুকে পড়ল গ্রীন, 'ট্রেড সেন্টারে ওই চেহারায় তোমাকে লাগবে জ্যান্ত একটা শোক স্তম্ভের মত। লোকজন...'

'সে দুশ্চিন্তা আমাকেই করতে দাও,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল পেলেড। 'অন্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর বাজে স্বভাব ছাড়ো!'

ক্রোধে মাথায় রক্ত চড়ে গেল গ্রীনের। কিন্তু নিজেকে সামলাল সে অনেক কষ্টে। এর শোধ পরে নেবে সে, ট্রেড সেন্টারের কাজ সেরে লোকটা ফিরে এলে। চেহারার ভাব গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকাল মাইক। 'মেয়েটা কোথায়?'

'ওই রুমে।' সামনের দরজা বন্ধ করে দিল পেলেড। 'হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে রাখা হয়েছে। কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না।'

দরজা খুলে খুদে রুমটায় চোখ বোলাল মাইক গ্রীন। জেনির দিকে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'কে আপনি!' প্রশ্ন করল মেয়েটি।

'বন্ধু,' বলল গ্রীন। দরজা টেনে দিয়ে পেলেডের দিকে এগোল। 'কখন বের হচ্ছো তুমি?'

'এখনই। মেয়েটা খুব জেদী, লাগতে যেয়ো না ওর সঙ্গে। ফ্রিজে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে রেখেছি, দুপুরে খেতে দিয়ো।'

'আর? বাথরুমে যেতে চাইলে?'

'নিয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই। জানালা নেই বাথরুমে যে ভেঙে পালাবে, অবশ্য ওটাই যদি তুমি মীন করে থাকো।' পকেট থেকে হ্যাণ্ডকাফের চাবি বের করে গ্রীনের হাতে দিল পেলেড। 'সারারাত ডিউটি করেছ তুমি হোটেলে, না?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকেই এসেছি।'

'তাহলে বরং এখানে ঘুমিয়ে নাও কিছুক্ষণ,' হাত ইশারায় বড় সোফাটা দেখাল পেলেড। 'ফ্রেশ লাগবে। ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।' কথার মাঝে লক্ষ করল ও, কেন যেন কুঁচকে আছে লোকটার কপাল। কি ভাবছে ব্যাটা?

'অ্যালার্মের সুইচটা কোথায় যেন?'

'ওটা অ্যাকটিভেট করার প্রয়োজন নেই। কোন ঝামেলা করবে না ও মেয়ে।'

'তবু। ওটা অফ থাকলে স্বস্তি পাব না আমি।'

'বেশ। এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।' ফ্রন্ট ডোরের প্যানেলের গায়ে বসানো একটা খুদে সুইচ দেখাল বেনি পেলেড। প্যানেলের সঙ্গে ওটাও একই রঙ করা, যে কারণে সহজে চেনা যায় না।

মাথা দোলাল মাইক গ্রীন। 'কখন ফিরছ তুমি?'

দরজার দিক এগোল বেনি পেলেড। প্রশ্ন শুনে দেখা যায় কি যায় না, গোঁফের নিচে ক্ষীণ এক টুকরো হাসি ফুটল তার। 'কাজ সেরেই।' বেরিয়ে গেল সে। পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন সিক্স ফর্টিফাইভ বের করে দরজা তাক করল মাইক গ্রীন। হাসি গোপন করার কোন প্রচেষ্টা নেই তার মধ্যে, তার আসলে প্রয়োজনও নেই। 'আমি অপেক্ষায় থাকলাম, বন্ধু।'

শোর পার্কওয়ে। ব্রুকলিন। জ্যামাইকা উপসাগরের তীরে বিশাল এলাকা নিয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে নিউ জার্সি ট্রেড সেন্টার। মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন সংগঠন ভবনটি প্রায় ঘিরে রেখেছে আজ। ভীষণরকম

কড়াকড়ি। কারণ আজ এখানে মার্কিন শিল্পপতিদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন জিম্বালার প্রেসিডেন্ট। দু'দিন পর আজ আবার প্রকাশ্যে আসছেন তিনি। শেষবারের মত। কাল স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হবেন রামেল নগুয়েন।

সামনের লনে পোকার মত কিলবিল করছে অজস্র সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার। কে কত মঞ্চের কাছাকাছি অবস্থান নিতে পারে, সে প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে অনেক আগেই। এখন চলছে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল ঠিক করার কাজ। অন্য দু'বারের মত আজও যে অ্যাটেম্পট্ নেয়া হবে রামেলের ওপর, তা জানে সবাই। সবার মনে একই চিন্তা, দান দান তিন দান···

তাদের একশো গজ দূরে, ঊরু সমান উঁচুতে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকা বুম গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একটা লাল-সাদা রঙের ফাইভ হাণ্ড্রেড সিসি হোণ্ডা। বুম গেটের গোড়ার দিকে গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে এল এক গার্ড। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

প্রায় থুতনি পর্যন্ত নামানো হেলমেটের ভাইজরটা ওপরদিকে খানিকটা ঠেলে দিল বেনি পেলেড। চোখের ক্ষত বা ফোলা যেন গার্ডের চোখে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক। 'আমি এসেছি হ্যারিস বণ্ড কুরিয়ার থেকে। মিস্টার মার্ক গর্ডনের নামে একটা চিঠি আছে।'

'কে সে?'

'জানি না। আপনার তালিকায় তার নাম থাকার কথা।'

গার্ডরুমে গিয়ে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে ওতে চোখ বোলাল গার্ড। পাওয়া গেল নামটা। নামের পাশে একটা এক্সটেনশন নম্বরও আছে। রিসিভার তুলে নম্বরটা ঘোরাল সে। ওপাশে সাড়া দিল গর্ডনের দ্বিতীয় বুলেট ক্যাচার, হিল। মার্ক গর্ডন এখনও পৌঁছাননি, গার্ডকে জানাল সে। তবে ওয়াশিংটন থেকে জরুরী একটা ডকুমেন্ট আশা করছেন তিনি। ওটা পৌঁছে থাকলে বহনকারীকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সন্তুষ্ট মনে বেরিয়ে এল গার্ড। হাত তুলে ভেতরে একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখাল পেলেডকে। 'ওই ওখানে পৌঁছে বাঁয়ে যাবেন। এন্ট্রান্সে একজন গার্ড আছে আপনার অপেক্ষায়। তার হাতে দিয়ে আসুন চিঠি।'

ভাইজর নামিয়ে রওনা হলো বেনি পেলেড। জায়গামত পৌঁছে অপরিচিত এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। আগে কখনও দেখেনি তাকে সে। ওরই মত হালকা নীল শার্ট, ফেড জিনস্ এবং কালো শু পরা। ওর ওপর পেলেডের কালো লেদার জ্যাকেট আর হেলমেটটা পরলেই হলো। স্ট্যাণ্ডে বাইক দাঁড় করিয়ে ও দুটো খুলে ফেলল পেলেড। পাল্টাপাল্টি দ্রুত সম্পন্ন হলো। এবার খামটা নাড়তে নাড়তে ভেতরে রওনা হলো বেনি পেলেড। কিছু নেই আসলে ওর ভেতরে, খালি। এবং অচেনা লোকটা মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটল বুম গেটের দিকে।

এন্ট্রান্স পেরিয়ে দীর্ঘ করিডর ধরে কয়েক পা এগোতেই ডান দিকের একটা দরজা খুলে গেল। ঘুরে তাকাল পেলেড। 'কাম ইন,' চাপা স্বরে বলল আলবার্ট হিল।

পেলেড ভেতরে ঢুকতে দরজা লাগিয়ে দিল সে। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'না।'

'ওহ্, গড! কি হয়েছে চোখে তোমার?'

'কিছু না।' এদিক ওদিক তাকাল বেনি পেলেড। ওটাও আরেকটা করিডর। দু পাশে অসংখ্য বন্ধ দরজা। চাবি বের করে একটা দরজা খুলল হিল। রুমটা ছোট। একটা চেয়ার আর কোণের দিকে একটা কাঠের লকার ছাড়া কিছু নেই ভেতরে। দরজাটা বন্ধ করে দিল হিল ভেতর থেকে। হাত তুলে লকারটা দেখাল। 'ওর মধ্যে আছে তোমার ইউনিফর্ম।'

'নগুয়েনের শিডিউল ঠিক আছে? দুটোয় শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান?'

'হ্যাঁ,' ঘড়ি দেখল হিল। 'বারোটা চোদ্দ। একটা চল্লিশে জায়গামত উপস্থিত হতে হবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে।'

'তোমার ওই দাগটা...মুশকিলের ব্যাপার। ওটা থাকলে চলবে না। দাঁড়াও দেখি, একটা সানগ্লাস জোগাড় করে আনি।'

'লাগবে না। সানগ্লাস নিয়েই এসেছি আমি।'

'ওকে,' দরজার দিকে পা বাড়াল হিল। 'গুড লাক।'

'লাক উইশ কোরো অ্যামেচারকে, আমাকে নয়।'

হিল বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল বেনি পেলেড। বসে পড়ল চেয়ারটায়। এখন শুধুই নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা।

কট্ কট্ আওয়াজ তুলে ট্রেড সেন্টারের মাথার ওপর এসে পড়ল ইউনাকোর ছাপ মারা একটা হেলিকপ্টার। পাইলটের পাশে একজনই আরোহী ওতে, লিওনিদ কলচিনস্কি। জানালা দিয়ে যথাসম্ভব চারদিকটা দেখে নিলেন তিনি ভাল করে। আশপাশের কাছে-দূরের প্রতিটি ভবনের ছাদে ইউনাকো ও ভাইস স্কোয়াডের স্নাইপাররা অবস্থান নিয়ে আছে সূর্য ওঠার আগে থেকেই।

ট্রেড সেন্টারের ছাদের হেলিপ্যাডে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি আগে থেকে মোতায়েন রয়েছে আরেক দল স্নাইপার। এছাড়া বিশাল ভবনটির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইউনাকোসহ আরও কয়েকটি সংস্থার নিরাপত্তা রক্ষী। সবার হাতে বেনি পেলেডের পোস্ট কার্ড সাইজ ছবি একটা করে। সঙ্গে দৈহিক বর্ণনা। পেইন্ট করা প্যাডের মাঝখানে নিখুঁত ল্যাণ্ড করল কপ্টারটা।

উপস্থিত প্রত্যেকের মনোযোগ এখন ছাদের দিকে। সবাই জানে

প্রেসিডেন্ট রামেল নগুয়েন এসেছেন ওটায় চড়ে। সকালে সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে ইউনাকো হঠাৎ গাড়ির বদলে কপ্টার করে তাঁকে ট্রেড সেন্টারে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ওদিকে যে বুম গেট পেরিয়ে একটু আগে পেলেড ভেতরে ঢুকেছে, সেই গেটের সামনে এসে দাঁড়াল দুটো কালো লিমো। প্রথম লিমোর পিছনের আসন থেকে নামল এক দীর্ঘদেহী, অ্যাডাম হারপার। ইউনাকো স্ট্রাইক ফোর্সের ডেপুটি চীফ। লোকটিকে দেখামাত্র সোজা হয়ে গেল গার্ড। বিনা বাক্য ব্যয়ে তুলে দিল বুম গেট। ভেতরে ঢুকে পড়ল লিমো দুটো।

ব্যাপারটা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নয়। অমন গণ্ডা গণ্ডা লিমো মিনিটে মিনিটে ঢুকছে ভেতরে। কাজেই ফিরেও তাকাল না কেউ। অবশ্য তাকালেও জানালার কালো কাঁচের ভেতর দিয়ে পিছনের লিমোর আরোহী রামেল নগুয়েনকে দেখতে পেত না।

ভেতরের নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে আসা হলো তাঁকে। আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করছিলেন কলচিনস্কি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি। লক্ষ করলেন, কৌতুকপূর্ণ চোখে তাঁকে দেখছেন রামেল নগুয়েন। শেষ মুহূর্তে রুট পরিবর্তন করার কারণ বোঝার চেষ্টা করছেন হয়তো। ভদ্রলোককে বেশ উৎফুল্ল লাগছে আজ। দেশের খবর পেয়ে গেছেন তিনি এরই মধ্যে। চিন্তা দূর হয়েছে, অতএব হাসিখুশি থাকারই কথা।

'ব্যাপারটা পরে ব্যাখ্যা করব আমি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন কলচিনস্কি।

'কোন দরকার নেই। আমি অনুমান করতে পারি আপনি কি বলবেন। এখন বলুন, আমার দুটোয় ভাষণ দেয়ার শিডিউল ঠিক আছে তো? নাকি ওটাও পাল্টেছেন?'

'না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। ওটা ঠিকই আছে। ওর পরপরই ককটেল

পার্টি, নড়চড় হয়নি।'

'গুড। পার্টিতে এদেশের নেতৃস্থানীয় পুঁজি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি মত বিনিময়ের সুযোগ পাব আমি। দেখি, আমার অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে তারা কতটা আগ্রহী।'

প্যাড ছেড়ে উড়াল দিল ইউনাকোর হেলিকপ্টার। তীর্যক এক কোণ সৃষ্টি করে নিউ জার্সির নিউ আর্ক এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল।

পাল্লা খোলা লকারের দরজার ভেতরদিকে ফিট করা বড় আয়নায় মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল বেনি পেলেড। ফাউণ্ডেশন এবং পাউডার ছড়িয়ে চোখের ওপরের ক্ষত প্রায় ঢেকে ফেলেছে ও। ফোলাটা অবশ্য কিছু কিছু বোঝা যায় এখনও। কিন্তু ওটা ঢাকার উপায় নেই। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাসল পেলেড। তারপর ইউনিফর্মটা পরে নিল ঝটপট। জ্যাকেটের বুকে আইডেন্টিটি ট্যাগ লাগিয়ে মাথায় ক্যাপ চড়াল।

আবার ঘুরে ঘুরে দেখল নিজেকে। ঠিক ঠিক ফিট করেছে ওকে পুলিসের ইউনিফর্মটা। স্মার্ট লাগছে দেখতে। লকার বন্ধ করল বেনি পেলেড। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল করিডরে। ফাঁকা। চোখে সানগ্লাস পরে বেরিয়ে এল সে। দরজায় তালা মেরে চাবি পকেটে ঢোকাল। করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, সেদিকে এগোল। হাতঘড়িতে নজর বোলাল হাঁটতে হাঁটতে। একটা পঁচিশ।

ট্রেড সেন্টারের কোথায় কি আছে, প্ল্যান দেখে দেখে প্রায় মুখস্থ করে নিয়েছে পেলেড সপ্তাহখানেক আগেই। অতএব কোত্থেকে কোথায় চলেছে ভালই জানে। দোতলায় উঠে আরেক করিডরে পড়ল বেনি। আরও এক ফ্লোর উঠল সে, তারপর পা বাড়াল মেনস রুমের দিকে।

ভেতরে ঢুকতে আয়নার মধ্যে দিয়ে আরেক ইউনিফর্মধারীর সঙ্গে

চোখাচোখি হলো পেলেডের। ইউরিনালের সামনে দাঁড়িয়ে পানিত্যাগ করছে সে। মাথা ঝাঁকাল পেলেড তার উদ্দেশে। তারপর কাছের সিঙ্কে গিয়ে দাঁড়াল হাত ধোয়ার জন্যে। ট্যাপ ছেড়ে পাউডার সাবান ডলে ডলে দুই হাতে মাখল বেনি পেলেড। হাত ধুয়ে দেয়ালে লাগানো হ্যাণ্ড ড্রায়ার অন করে গরম হাওয়ায় পানি শুকিয়ে নিল।

কাজ সেরে পেলেডের পাশের সিঙ্কে এসে দাঁড়াল লোকটা। আয়নার ভেতর দিয়ে তাকাল তার দিকে। প্রথমেই সানগ্লাসের ফ্রেমের ওপর দিককার ফোলা জায়গায় চোখ পড়ল তার। 'কি করে আঘাত লাগল ওখানে?'

'আর বোলো না,' স্থানীয় অ্যাকসেন্টে বলল বেনি। 'কাল এক হারামজাদাকে তাড়া করেছিলাম। বেসবল ব্যাট দিয়ে মেরে এই অবস্থা করেছে ব্যাটা কাফ পরানোর সময়। অবশ্য ওর যে হাল আমি করেছি সে তুলনায় এ কিছুই নয়।'

শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা। 'আমি ডেভ ফোরসাইথ। এইটিনথ্ প্রিসিঙ্কট।'

'আমি বিল জেনকিনস। টোয়েন্টি সিক্সথ। আজ কোথায় পড়েছে তোমার ডিউটি?'

তর্জনী খাড়া করে আকাশ দেখাল ফোরসাইথ। 'ছাদে। তুমি?'

'আমার জায়গা ঠিক হয়নি এখনও। শুধু অর্ডার দেয়া হয়েছে দুটোর আগে প্রেসিডেন্ট যেখানে ভাষণ দেবেন সেখানে যেন উপস্থিত থাকি।'

'গুড। চলো তাহলে। যাওয়ার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই ওখানে।'

'চলো,' খুশিমনে তার পিঠ চাপড়ে দিল বেনি পেলেড। একা একা হাঁটতে দেখলে কারও মনে সন্দেহ দেখা দিলেও দিতে পারে। তারওপর চোখে যখন সানগ্লাস পরেছে সে। পূর্ব পরিচিতদের মত দুজন কথা বলতে

বলতে এগোলে সন্দেহ করার কথা কেউ কল্পনাই করবে না।

লিফটে উঠে পড়ল পেলেড আর ফোরসাইথ। সিক্সথ ফ্লোরের বোতাম চেপে দিল পেলেড। ট্রেড সেন্টারের নিজস্ব দুই নিরাপত্তা গার্ড রয়েছে লিফটে। দুজনেই নিবিষ্টমনে লক্ষ করছে তাকে। কিন্তু পাত্তা দিল না বেনি, এমনভাবে আলাপ করছে সে ফোরসাইথের সঙ্গে যেন কতকালের বন্ধুত্ব দুজনের। পাঁচ তলায় নেমে গেল গার্ড দুজন। নেমে গিয়েও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তারা বেনির দিকে।

লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে হাসল ফোরসাইথ। 'ওদের আর দোষ কি! একে কপাল ফোলা, তার ওপর ওরকম বড় সানগ্লাস পরে চেহারাখানা যা বানিয়েছ তুমি! ভোলার উপায় নেই।'

'আমিও ভুলতে পারছি না ব্যাটটার কথা,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল বেনি।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল ডেভ। ছ'তলায় নেমে পড়ল পেলেড। ঘুরে হাত নাড়ল ডেভের উদ্দেশে। 'আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চই। আর বেসবল ব্যাট থেকে দূরে থেকো ভবিষ্যতে,' চোখ মটকাল ডেভ।

কয়েক পা এগোতেই এক পুলিসের ওপর নজর পড়ল বেনির। ওর দিকেই আসছে লোকটা। 'আমি ক্যাপ্টেন গ্রাহামকে খুঁজছি,' বলল বেনি।

'হলরূমে আছেন ক্যাপ্টেন। তোমার কোন মেসেজ থাকলে বলো, আমি গিয়ে জানাচ্ছি তাকে।'

'আসলে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে হলরূমের ক্যাটওয়াকের ওপর নজর রাখার জন্যে। মিস্টার কলচিনস্কির অর্ডার,' পকেট থেকে টাইপ করা একটা লেটারহেড বের করে এগিয়ে দিল বেনি। 'এটা তাঁর অথরাইজেশন লেটার।'

দ্রুত চিঠিটা পড়ল সে। 'ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমি জানাচ্ছি ক্যাপ্টেনকে। তুমি বরং তাড়াতাড়ি চলে যাও ওপরে। যে কোন মুহূর্তে হলরুমে পৌঁছে যাবেন প্রেসিডেন্ট।'

'কোনদিক দিয়ে যাব?' যেন জানে না, এমন ভাব করল বেনি পেলেড।

'ওই দরজা দিয়ে,' করিডরের ও প্রান্তের একটা দরজা দেখাল সে। 'সার্জেন্ট রাসেল আছে ওখানে, তার কাছে রিপোর্ট করো গিয়ে।'

'ওখানে কতজন আছে আমাদের?'

তিনটে আঙুল তুলে দেখাল লোকটা।

জোর পা চালাল বেনি। গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে তার। সবকিছুই প্ল্যানমাফিক এগোচ্ছে। খোলাই আছে দরজাটা। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল সে ওটা। চাবি ঢোকানো রয়েছে তালায়, ওটা ঘুরিয়ে লক করে দিল দরজা। নিজেকে স্টেজের পিছনে ঝোলানো ভারি কার্টেনের আড়ালে, ছাদবিহীন এক রুমে আবিষ্কার করল বেনি পেলেড। ক্যাটওয়াকে ওঠার সিঁড়িরুম।

এটা ট্রেড সেন্টারের টপ ফ্লোর। কিন্তু এর সিলিঙ প্রায় ষাট ফুট উঁচুতে। মূল্যবান, ভারি কার্টেন নেমে এসেছে সেই সিলিং থেকে। একটা স্টীলের মই, দেয়াল ঘেঁষে উঠে গেছে ষাট ফুট ওপরে, যেখানে স্টীলের আড়ার সঙ্গে কার্টেনের প্রান্ত বাঁধা। ক্যাটওয়াকটা ওখানেই, পর্দার পিছনে। কার্টেন টাঙানো, খোলা ইত্যাদি কাজ করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে ওটা।

নিঃশব্দে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল বেনি পেলেড। ক্যাটওয়াকে পা রাখতেই লম্বা, সোনালীচুলো এক পুলিস চ্যালেঞ্জ করল তাকে। দেখামাত্র লোকটিকে চিনতে পারল ও। 'সার্জেন্ট রাসেল?'

'ইয়েস!'

'আমি লেপার্ড। আর যে দুই পুলিসের থাকার কথা, তারা কোথায়?'

'ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।'

'খুশি হলাম।' এমাথা-ওমাথা চোখ বোলাল পেলেড। ক্যাটওয়াকের মাত্র এক ফুট সামনে দিয়ে নেমে যাওয়া কার্টেনের গায়ে ফাঁক আছে কয়েক জায়গায়, তার একটা খুঁজছে। তিনহাত বহরের কাপড়। জোড়া নেই মাঝখানে কোথাও, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটা ফাড়া। কাছের ফাঁকটা বের করে রাসেলের দিকে তাকাল ও। 'রাইফেলটা?'

'নিয়ে আসছি।' ক্যাটওয়াকের ও মাথার দিকে পা বাড়াল সার্জেন্ট। জায়গাটা অন্ধকার।

ফাঁকে আঙুল ভরে দিয়ে কার্টেন একপাশে সামান্য সরিয়ে উঁকি দিল পেলেড। ঠিক ওর পায়ের নিচেই স্টেজটা। ওটার মাঝামাঝি জায়গায় বসানো হয়েছে লেকটার্ন, হেড শটের জন্যে একেবারে আদর্শ স্থানে। এক গুলিতেই কম্ম কাবার। যে দরজা দিয়ে হলরুমে ঢুকবে রামেল নগুয়েন সেদিকে তাকাল বেনি। ইচ্ছে করলে ওখানেও মুহূর্তে শুইয়ে দিতে পারে সে তাকে।

ঘড়ি দেখল পেলেড। একটা তেত্রিশ। শিডিউল অনুযায়ী একটা পঁয়তাল্লিশে স্টেজে আসার কথা নগুয়েনের। এখনও বারো মিনিট। স্টেজের সামনে সুন্দর করে সাজানো, অ্যাঙ্করড্ আর্ম চেয়ারগুলোর আর অল্পই খালি আছে। অতিথিদের সম্মিলিত গুঞ্জনে গম গম করছে হলরুম। রাইফেল নিয়ে ফিরে এল সার্জেন্ট রাসেল। সেই অ্যাটাশে কেসেই আছে ওটা এখনও।

'ঠিক আছে। সিঁড়িরুমের দিকে নজর রাখো তুমি।'

ঘুরে দাঁড়াল রাসেল। পিছন থেকে দুহাতে তার মাথার দু পাশটা চেপে ধরল বেনি, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝটকা মেরে মাথাটা একদিকে ঘুরিয়ে দিল। 'মড়াৎ' শব্দে ভেঙে গেল রাসেলের ঘাড়। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল লোকটা। আলতো করে লাশটা শুইয়ে দিল বেনি। কোন সাক্ষী রাখা চলবে

না।

কেসটা খুলল বেনি পেলেড। খাঁজে খাঁজে সাজিয়ে রাখা অংশগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে দুই মিনিটেই অস্ত্রটা প্রস্তুত করে ফেলল। তারপর জুড়ল নিমরড সিক্স এক্স টেলিস্কোপিক সাইট। সবশেষে দীর্ঘ ব্যারেলের প্রান্তে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লাগাল সাইলেন্সার।

পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে নিয়ে কার্টেন ফাঁক করে আরেকবার নিচে তাকাল পেলেড। শূন্য চেয়ারগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত বদলেছে সে এর মধ্যে। ঠিক করেছে লেকটার্নে ভাষণ দেয়ার সময় নয়, দরজা দিয়ে রামেল হলরুমে পা রাখামাত্র গুলি করবে। রাইফেল তুলে খুব সতর্কতার সঙ্গে দরজাটা নিরিখ করল পেলেড, অ্যাডজাস্টিঙ নব ঘুরিয়ে নিখুঁত ইমেজ ফোটাল দরজার। এরচেয়ে সহজ টার্গেট আর হতেই পারে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে।

আরও নিশ্চিত যে নগুয়েনকে হত্যা করার পর এখান থেকে সে পালাতে পারবে না। তেমন চেষ্টাও অবশ্য করবে না পেলেড। কারণ সিঁড়ি বেয়ে অত পথ নেমে গা ঢাকা দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। গুলি করে এখানেই বসে থাকবে পেলেড, যতক্ষণ পুলিস এসে গ্রেফতার না করে। কাজটা হাতে নেয়ার আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে তা।

পেলেড জানে, বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না তাকে পুলিস। সে ব্যবস্থাও অনেক আগে থেকেই করে রেখেছে মার্ক গর্ডন। আজ রাতেই মুক্তি পেয়ে যাবে ও। পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে সোজা একটা পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপে যাবে বেনি। সেখানে তার অপেক্ষায় থাকবে বিমান। পিএস থেকে বেরোবার পরের প্ল্যান অবশ্য বেনির নিজের, আগেরটুকু গর্ডনের।

কোনডেসি থেকে ফিরে তার আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করেছে সে। তাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, যদি আজ রাতের মধ্যে তাকে মুক্ত করার

ব্যবস্থা গর্ডন না করে, তাহলে তার কাছে গচ্ছিত ডকুমেন্ট যেন নিউ ইয়র্ক টাইমসের হাতে তুলে দেয় সে। এই ডকুমেন্টের বিষয়টা গর্ডনের কানেও তুলেছে পেলেড কায়দা করে। যাতে সতর্ক থাকে লোকটা। কোনভাবে দায়িত্ব এড়াবার কথা কল্পনাতেও স্থান না দেয়।

এ মুহূর্তে একটাই দুশ্চিন্তা বেনি পেলেডের। তা হচ্ছে মাসুদ রানা। বেনি নিজস্ব সূত্রে খবর পেয়েছে, হঠাৎ করেই হ্যাবেন গেছে লোকটা। তারপর আর খবর নেই। কি করছে এখন মাসুদ রানা?

দশ

দুজনের ভাবনায় কোন তফাত নেই। মাসুদ রানাও ভাবছে একই কথা—কি করছে এখন বেনি পেলেড? প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে সাইটে চোখ রেখে? ভেতরে ভেতরে চরম উদ্বেগ বোধ করছে রানা। মাত্র দশ মিনিট বাকি দুটো বাজতে। দুটোয় ভাষণ শুরু করার কথা রামেলের। তার অন্তত দু'চার মিনিট আগে আসন নিতে হবে তাঁকে, সেটাই নিয়ম। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে, মনের ভেতর থেকে কে যেন বারবার হুঁশিয়ারী জানাচ্ছে, সময় নেই! সময় নেই!

ওদের বহনকারী বিমানের ল্যাণ্ডিং গীয়ারে একেবারে শেষ মুহূর্তে কিছুটা ক্রটি দেখা দেয়ায় প্রায় বিশ মিনিট ঝুলে থাকতে হয়েছে আকাশে। এই সময়টা পিছিয়ে পড়েছে মাসুদ রানা। নইলে আরও আগেই পৌঁছে যেত।

তবু ভাল যে হ্যাবেন থেকেই টেলিফোনে লিওনিদ কলচিনস্কিকে হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখার জন্যে বলেছিল ও নিউ আর্ক এয়ারপোর্টে। যে জন্যে অন্তিম মুহূর্তে হলেও ট্রেড সেন্টারে পৌঁছুতে পেরেছে ওরা। গাড়িতে এলে সর্বনাশ হয়ে যেত। তরী ডুবত একেবারে তীরে এসে।

কপ্টারের জোড়া প্যাড ট্রেড সেন্টারের ছাদ স্পর্শ করার আগেই দড়াম করে খুলে গেল কেবিন ডোর। লাফিয়ে নেমে পড়ল রানা আর সামসাদ। রোটরের ঝোড়ো হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে নুয়ে পড়ে ছুটল দুজনে।

'ব্যাপার কি, রানা,' কপ্টারের আওয়াজ শুনে ছাদে উঠে এসেছেন কলচিনস্কি। 'এত দেরি হলো যে?'

'পরে,' এক কথায় বৃদ্ধকে থামিয়ে দিল ও। 'জলদি চলুন! বেনি পেলেড আছে ভেতরে। বিপদ ঘটার আগেই ধরতে হবে ওকে।'

'মনে হয় না। তোমার ফোন পেয়ে সিকিউরিটি অনেক কড়া...'

'প্রেসিডেন্ট কোথায়!' আবার বাধা দিল রানা। আর মাত্র সাত মিনিট।

'লাউঞ্জেই আছেন।'

ছুটতে শুরু করল মাসুদ রানা। 'সামসাদ, কুইক! ফায়ার এস্কেপ।'

কলচিনস্কিকে অনেক পিছনে ফেলে একেক লাফে চার ধাপ করে সিঁড়ি টপকে সিক্সথ ফ্লোরে নেমে এল ওরা। করিডরে পা রাখতেই হলরুমের প্রবেশ পথের কাছেই জটলাটা চোখে পড়ল রানার। দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে মার্ক গর্ডন। তার ঠিক পিছনেই রামেল নগুয়েন। তিনদিক থেকে তাঁকে ঘিরে রেখেছে সেমিলা, অ্যাডাম হারপার এবং হিল। আরও একজন আছে, ক্যাপ্টেন গ্রাহাম।

দরজা টান দিতে গিয়েও থেমে গেল গর্ডন ছুটন্ত পায়ের আওয়াজে। ঘুরে তাকাল। মাসুদ রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ওর মুখে বিপদের ছায়া দেখল গর্ডন। আশঙ্কায় কেঁপে গেল বুক। তবু শেষ চেষ্টা করল সে।

নগুয়েনকে কোনরকমে হলে ঢোকানো গেলে…দরজা খুলে ফেলল গর্ডন। পরক্ষণেই ছুটে এসে কাঁধ দিয়ে পড়ল রানা ওটার ওপর। খেয়ালই নেই যে ওটা বাঁ কাঁধ, ওর একটু নিচেই গুলি খেয়েছিল ক'দিন আগে। জোর আঘাতে মুহূর্তে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র যন্ত্রণার আগুন, মাথার ভেতরটা বিস্ফোরিত হলো যেন। গুঙিয়ে উঠল মাসুদ রানা। দড়াম করে লেগে গেল দরজাটা।

অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকল সবাই। 'কি ব্যাপার!' গলায় জোর নেই, তবু ফোটাবার চেষ্টা করল গর্ডন যথাসম্ভব। 'কি করছেন আপনি?'

দাঁতে দাঁত চাপলো রানা। রাগে নয় আসলে, ব্যথায়। 'তোমার খেলা শেষ, ইউ সন-অফ-আ-বিচ!'

তাজ্জব হয়ে গেলেন রামেল। বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন রানার দিকে। 'এ-এসব কি বলছেন আপনি!'

পলকে শোল্ডার হোলস্টারে হাত চলে গেছে হিলের, পেঁচিয়ে ধরেছে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের বাঁট। কিন্তু সামসাদ আরও ফাস্ট। ওর এএসপির নল চকচকে দৃষ্টিতে তাকেই দেখছে লক্ষ করে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল সে হাত।

'ঠিকই বলছি, স্যার।' গর্ডনের চোখে চোখে চেয়ে আছে রানা অপলক। 'এই লোকটিই আপনার হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইণ্ড। জা ভুলি ছিল এর পাপেট। ভেতরে আছে আরেক পাপেট, বেনি পেলেড। লোকটা স্নাইপার। আমি জানি, আপনার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছে সে। ভেতরে ঢুকলে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতেন আপনি।'

দ্বিধাগ্রস্তের মত গর্ডনের দিকে ফিরলেন রামেল। 'এসব সত্যি, মিস্টার গর্ডন?'

'প্রলাপ বকছে লোকটা!' ঝাঁঝিয়ে উঠল সে।

আবার রানার দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। মহাবিপদে পড়ে গেছেন। আমতা আমতা করতে লাগলেন। 'মিস্টার রানা, ব্যাপারটা কেমন যেন, আই মীন...।'

'জামেল নগুয়েনের হাতে আপনাকে হত্যা করার যে নীল নকশা পড়েছিল, সেটা এখন আমার পকেটে, স্যার। জা ভুলির প্রাইভেট সেক্রেটারি পাচার করেছে তাকে ব্লু প্রিন্টটা।'

ক্যাপ্টেন গ্রাহামের দিকে ফিরলেন কলচিনস্কি। মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই তাঁর। 'অফিসার, অ্যারেস্ট করুন এদের,' গর্ডন এবং হিলকে দেখালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরানো হলো দুজনকে।

দপ্ করে জ্বলে উঠল গর্ডনের দুচোখ। ধীরস্থির, অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে, 'ভুলে যাবেন না, কলচিনস্কি, আমি কে। তুমিও মনে রেখো, মাসুদ রানা। তোমার মত জাহান্নামের কীট পায়ের তলায় পিষে ফেলতে এক মুহূর্ত সময়ও লাগবে না মার্ক গর্ডনের।'

শুনেও না শোনার ভান করল রানা। লিফটের দিকে এগোতে যাচ্ছিল সার্জেন্ট দুই বন্দী নিয়ে, দু পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানার গলা শুনে। 'হলরুম আরেকবার চেক না করা পর্যন্ত মিস্টার প্রেসিডেন্টকে নিয়ে লাউঞ্জে অপেক্ষা করুন, স্যার,' কলচিনস্কির উদ্দেশে বলল ও। 'বেশি সময় লাগবে না।'

'একজন স্নাইপারের জন্যে হলরুমের ক্যাটওয়াক হচ্ছে আদর্শ স্থান,' বলল ক্যাপ্টেন। ওখানে তিনজন লোক আছে আমার। তারওপর আপনি যাকে পাঠিয়েছিলেন, সে-ও আছে ওখানে।' কলচিনস্কির দিকে তাকিয়ে বলল সে পরের বাক্যটা।

'আমি পাঠিয়েছি!' হাঁ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। 'কখন! কাকে!!'

থমকে গেল গ্রাহাম। 'আপনার সই করা অথরাইজেশন লেটার নিয়ে...

'পেলেড!' নিচু গলায় হিসিয়ে উঠল রানা। 'ক্যাটওয়াকে যাওয়ার রাস্তা কোনদিকে?'

'এক মিনিট।' টান মেরে কোমর থেকে টু-ওয়ে রেডিওটা বের করে গড়গড় করে কথা বলতে লাগল ক্যাপ্টেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এক সার্জেন্ট এসে হাজির হলো। তার হাতে বন্দী দুজনের ভার ছেড়ে দিয়ে রানাকে নিয়ে ছুটল ক্যাপ্টেন। 'ওই দরজা,' একটা বাঁক নিয়ে দূর থেকে বন্ধ দরজাটা দেখাল সে রানাকে।

নব ঘোরাতে গেল রানা। ঘুরল না। 'তালা মারা।'

পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করল গ্রাহাম। 'তালা মারা থাকার কথা নয়,' আনমনে বলল। 'এরমধ্যে আছে কিনা এটার চাবি...।'

'আমাকে দিন।' প্রায় কেড়ে নিল রানা গোছাটা তার হাত থেকে। আট নম্বর চাবিটা ফিট হলো তালায়। দরজা খুলে ফেলল রানা। ক্যাপ্টেনকে ওর সঙ্গে এগোতে দেখে বাধা দিল ও। 'আপনি থাকুন এখানে। আমি ধরে আনছি ওকে।'

'কিন্তু আপনি একা...'

'ভাববেন না।'

সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকেই দরজাটা টেনে দিল মাসুদ রানা। মুখ তুলে ক্যাটওয়াকের দিকে তাকাল। দেখা যায় না কাউকে। দেখা যাওয়ার কথাও নয় এখান থেকে। নিঃশব্দ পায়ে মইয়ের দিকে এগোল ও। ওয়ালথারটা পেটের কাছে প্যান্টের ভেতর গুঁজে সতর্কতার সঙ্গে, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ওপরে। চারভাগের তিনভাগ মই পেরিয়ে থামল রানা, অস্ত্রটা ডান হাতে নিয়ে আবার উঠতে লাগল।

মইয়ের প্রান্তে পৌঁছে দম বন্ধ করে মাথা তুলল এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। ওর ডানদিকে ডান হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে আছে বেনি পেলেড।

ক্যাটওয়াকের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে গ্যালিল স্নাইপার রাইফেলের ব্যারেল। বাঁটটা তার হাঁটুর ওপর।

সামান্য দ্বিধায় পড়ে গেল মাসুদ রানা। লোকটার ব্লাইণ্ড সাইডে রয়েছে ও। পেলেডের জন্যে সুবিধেজনক স্থানে। চ্যালেঞ্জ করামাত্র গুলি করে বসতে পারে ওকে লোকটা, অন্তত সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ পর্যায়ে পেলেড নিরুপায় এবং মরীয়া। টেনে বসতেও পারে ট্রিগার। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও নেই। বাকি পথটুকু অতিক্রম করল রানা। ট্রিগারে তর্জনী পেঁচিয়ে ওয়ালথার তুলল পেলেডের মাথার এ পাশ লক্ষ্য করে, তারপর উঠে দাঁড়াল ঝট্ করে। 'ড্রপ্ দ্য গান, পেলেড!' ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও।

কেঁপে উঠেই আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা। সময় নিয়ে, আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এদিকে। চেয়ে থাকল রানার দিকে। মুখ দেখে মনে হলো একটুও অবাক হয়নি। বরং মনে হচ্ছে যেন ওকেই আশা করছিল সে। রাইফেল থেকে হাত সরাবার আগে মুহূর্তখানেক ইতস্তত করল বেনি। ইচ্ছে করলেই মাসুদ রানাকে হত্যা করতে পারে সে পলকে। কিন্তু পরিণতিতে মৃত্যু হবে তারও। ওর বদলে অন্য কেউ হলে ঝুঁকিটা নিত পেলেড। কিন্তু রানার বেলায় নেবে না।

তাছাড়া দরকারটাই বা কি ঝুঁকি নেয়ার? রানা কেন, কেউ আটকে রাখতে পারবে না ওকে। বরং ধরা দিয়ে পুলিসের হাত পর্যন্ত পৌঁছানই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া রানার এখান পর্যন্ত পৌঁছার মানে, এরমধ্যেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে রামেল নগুয়েনকে। ভাষণ দিতে আসছে না সে। অন্তত এখনই নয়। পরক্ষণেই অন্য চিন্তা ঢুকল মাথায়। মাসুদ রানা না জিম্বালা গিয়েছিল?

'অস্ত্র রেখে উঠে এসো!' ওয়ালথারটা একচুল পরিমাণ তুলল মাসুদ

রানা। আগের থেকে পাঁচগুণ সতর্ক। ব্যাটার মতলব বুঝতে পারছে না বলে স্বস্তি পাচ্ছে না। ও কি সত্যিই গুলি করার কথা ভাবছে? সেক্ষেত্রে লোকটাকে হত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না রানার। কিন্তু তা ও চায় না।

রাইফেলের বাঁটটা হাঁটু থেকে নামিয়ে ক্যাটওয়াকে রাখল পেলেড। উঠে দাঁড়াল আস্তে ধীরে।

'হাত মাথার পিছনে রেখে কয়েক পা পিছিয়ে যাও।'

তাই করল লোকটা। তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে উঠে পড়ল রানা ক্যাটওয়াকে। বেনিকে নামার সুবিধের জন্যে তিন ফুটখানেক সরে দাঁড়াল। তারপর পিস্তল দুলিয়ে নামতে ইশারা করল তাকে। এবারও ভদ্রলোকের মত তাই করল বেনি। দ্বিধাহীন চিত্তে নামতে শুরু করল।

মইয়ের গোড়ায় হাতকড়া নিয়ে ক্যাপ্টেন গ্রাহামকে অপেক্ষায় দেখে বাঁকা হাসি ফুটল বেনি পেলেডের মুখে। হাসতে হাসতেই দুহাত বাড়িয়ে দিল সে তার দিকে।

রাত ন'টা। এনওয়াইপিডি কমিশনার জিম আরভিঙের সামনে বজ্রাহতের মত বসে আছেন লিওনিদ এবং রানা। আরভিঙ নিজেও কম বজ্রাহত নন। তবে বহু বছর পুলিসে চাকরির অভিজ্ঞতা আছে বলে জানেন, কখনও কখনও দিনও রাত হয় বাস্তবে। যেমন হয়েছে আজ। হাতে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ থাকার পরও মার্ক গর্ডন, হিল ও বেনি পেলেডকে আটকে রাখা গেল না। ছেড়ে দিতেই হলো।

হুকুমের চাকর আরভিঙ, হুকুম পালন করাই তাঁর কর্তব্য। ধরে আনার পর পরই মার্ক গর্ডনকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ পান তিনি ল্যাংলি থেকে। দ্বিধা না করে নির্দেশ পালন করেন তিনি। অন্য দুজনকে ছাড়া হয় সন্ধের দিকে। সম্ভবত ওয়াশিংটন পৌঁছে গর্ডন নিজেই এদের ছাড়াবার ব্যবস্থা করে।

সংবাদটা ওদের দুজনকে জানিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জিম আরভিঙ। আসলে ভান। ভাল করেই জানেন, এখনই আগন্তুক দুজনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সমস্যা।

ওদিকে কলচিনস্কি পড়েছেন আরেক সমস্যায়। দুপুরেই যদি রানাকে জেনির ব্যাপারটা জানাতেন, তাহলে হয়তো অথৈ পাথারে হাবুডুবু খেতে হত না এখনকার মত। পুলিসের হাতে বেনি পেলেডকে তুলে দেয়ার আগেই মেয়েটির সন্ধান জেনে নেয়ার একটা উপায় করে নেয়া যেত। কিন্তু কয়েকবার রানাকে বলতে গিয়েও পারেননি তিনি নানান ঝামেলায়।

পেলেডকে আটক করার পর পরই হাসপাতালে ছুটতে হয়েছিল রানাকে। হলরুমের দরজায় কাঁধ দিয়ে আঘাত করার ফলে ক্ষত থেকে নতুন করে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল ওর। উত্তেজনার ফলে রানা নিজেও টের পায়নি। ব্যাপারটা প্রথমে চোখে পড়ে অ্যাডাম হারপারের। প্রায় জোর করেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ওকে কলচিনস্কি। নিজে থেকে যান ট্রেড সেন্টারে। ওখানকার অনুষ্ঠান ছিল দীর্ঘ, দেরিতে শুরু হওয়ায় আরও দীর্ঘ হয়ে পড়ে তা।

প্রেসিডেন্টকে নিয়ে হোটেলে ফিরতে সন্ধে লেগে যায়। নতুন করে ক্ষত ড্রেসিং করিয়ে আগেই ফিরে এসেছিল মাসুদ রানা। কিন্তু সে-সময়ও সুযোগ হয়নি। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও বেশি বেশি সতর্ক হয়ে ওঠে রানা। দ্বিতীয় বুলেট ক্যাচার, মাইক গ্রীনের কথা ভেবে সারাক্ষণ প্রায় তটস্থ ছিল ও। গ্রীন গর্ডনের লোক। গর্ডন ধরা পড়ায় প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে হয়তো কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে, এই আশঙ্কায়।

এর অবশ্য কারণও আছে। অফ টাইমে যেখানে যেখানে থাকার কথা গ্রীনের, তার কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে একাধিকবার যোগাযোগ করেও।

কাজেই স্বস্তি ছিল না মাসুদ রানার। কলচিনস্কিও চাননি ঘর পোড়ার মধ্যে আলু পোড়া দিতে। ভেবেছিলেন রামেল নগুয়েনকে হোটেলে তুলে দিয়ে নিরিবিলিতে জানাবেন। কিন্তু বমাল ধরা পড়ার পরও লোকগুলো এভাবে ছাড়া পেয়ে যাবে, কে ভেবেছে তখন?

কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রশ্ন আসছে না দেখে 'কাজ' থেকে মুখ তুললেন জিম আরভিঙ। 'জেন্টলমেন, যদি কিছু মনে না করেন…।'

'একটা প্রশ্ন করতে চাই,' বলল মাসুদ রানা। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই।

'শিওর।'

'কার অথরিটিতে মুক্তি দেয়া হলো ওদের জানতে পারি?'

'সিআইএ চীফ হুইটলকের। ইউ সি, সিআইএর এতবড় এক অফিসার এধরনের কোন নোংরা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ুক, প্রেসিডেন্টও তা চান না। এর পিছনে তাঁরও সমর্থন আছে।'

'মানলাম। কিন্তু সে তো গর্ডন, আর হতে পারে হিলের বেলায়। কিন্তু বেনি পেলেড?'

'ওটা হুইটলকের ব্যক্তিগত অথরিটিতে করা হয়েছে।'

এ লোকের সঙ্গে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ভাবল মাসুদ রানা। আসন ছাড়ল ও। দেখাদেখি কলচিনস্কিও উঠলেন। গাড়িতে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল রানা। মেজাজ বিগড়ে আছে প্রচণ্ড রাগে। বিচিতে গুঁতো না খেলে বলদ সোজা হয় না। তাই ঠিক করেছে সিআইএর বিচিতে রামগুঁতো মারবে ও। আগে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে দেখবে হুইটলকের সঙ্গে। তাতে কাজ না হলে সোজা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে। ডকুমেন্টটা তুলে দেবে প্রেসের হাতে।

দেখা যাবে জনমতের চাপে কি করে গর্ডনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে

পারে লোকটা। গ্রীন বা হিলকে খুঁজে বের করতে হবে, ভাবল রানা। নিশ্চয়ই ওদের ওপর বেনি পেলেডের ব্যবস্থা করার নির্দেশ আছে। গর্ডন চাইবে রানার হাতে পড়ে মুখ খোলার আগেই লোকটাকে শেষ করে দিতে। সেটাই স্বাভাবিক। যে-কোন একজনকে পেতেই হবে ওর।

এগারো

গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে সেফহাউসের খানিক দূরে গাড়ি পার্ক করে নেমে পড়ল বেনি পেলেড। আরও কিছুটা এগোলেও মাইক গ্রীনের চোখে পড়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা ছিল না। তবু, কোনরকম ঝুঁকি নিতে চায় না সে। অন্তত এই পর্যায়ে। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা আনকোরা নতুন ডেজার্ট ঈগল অটোমেটিক বের করে জিনসের ব্যাক পকেটে ঢোকাল পেলেড উল্টো করে। তারপর দ্রুত পা চালাল।

কাপড়-চোপড় থেকে সেলের নোংরা গন্ধ আসছে নাকে। প্রায় সন্ধে পর্যন্ত আটক থাকতে হয়েছে পেলেডকে। সঙ্গে হিলও ছিল। যদিও একটা বাক্যও বিনিময় হয়নি দুজনের মধ্যে। যে-যার ভাবনায় ডুবে ছিল। সাতটার দিকে সেল গেটে উদয় হলেন ডেপুটি কমিশনার, নোভাক হ্যালি। জানালেন ওদের মুক্তির কথা। নিঃশর্ত মুক্তি। মজার কথা, কোন আইনজীবীর প্রয়োজন হয়নি। সেই আগেরবারের মত।

সেবার পথে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল ওকে গাড়ি থেকে। এবার ছাড়া

হলো সেল থেকে। এই যা পার্থক্য। মার্কিন আইনে আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়া কোন বন্দীকে পুলিস স্টেশন থেকে এভাবে মুক্তি দেয়ার বিধান আছে বলে জানা নেই পেলেডের। থাক না থাক, সে খুশি। মুক্তি তো পাওয়া গেল। বেরিয়ে এসেও কেউ কারও দিকে তাকায়নি হিল আর পেলেড। ট্যাক্সি ডেকে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যায় হিল ট্রাফিকের প্রচণ্ড ভিড়ে।

পুলিস স্টেশন থেকে প্রায় সিকি মাইল পথ হেঁটেই অতিক্রম করে বেনি। বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে, কখনও দ্রুত, কখনও ধীরপায়ে, এ-গলি ও-গলি করে যখন নিশ্চিত হয় যে কেউ অনুসরণ করছে না, ট্যাক্সি চড়ে গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশন রওনা হয় সে। ওখানকার ইনফর্মেশন ডেস্ক থেকে একটা চাবি সংগ্রহ করে বেনি। হ্যাবেন থেকে ফেরার দিন ওটা জমা রেখে গিয়েছিল সে।

চাবি নিয়ে স্টেশনের করেসপণ্ডিং লকার রূমে এসে ঢোকে। কিছুদিন আগে এখানে একটা লকার ভাড়া করেছে সে নিজের নামে। একসেট গাড়ির চাবি, আরও তিনটে বিশেষ চাবি, একটা নতুন ডেজার্ট ঈগল এবং এক সেট শার্ট-প্যান্ট রাখা ছিল লকারে। চাবিগুলো এবং অস্ত্রটা নিয়ে লকার বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ে পেলেড। স্টেশনের কাছেই এক গ্যারেজে ওর নামে ভাড়া করা একটা ফোর্ড থাকে বারো মাস। জরুরী পরিস্থিতির জন্যে ওটা নিয়ে রওনা হয় সে গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ের উদ্দেশে।

ড্রাইভওয়ে দিয়ে এল না বেনি। এল বনের ভেতর দিয়ে। এগাছের গোড়া থেকে ওগাছের গোড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে এগোল সে। গাছের গোড়ার চারদিকে দু'গজের মধ্যে কোন ফাঁদ নেই জানে। বনের প্রান্তে পৌঁছে থামল পেলেড। বসে পড়ল একটা গাছের গোড়ায়। আলো জ্বলছে হলরূমে। ওটাই স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই ওর অপেক্ষায় আছে মাইক গ্রীন।

এতক্ষণে গ্রীন জেনে গেছে ওর মুক্তিলাভের খবর। তাই কি? কপাল

কোঁচকাল বেনি, কে দিল খবরটা ওকে? হিল হতে পারে। কি বলেছে হিল গ্রীনকে? কেবলই ওর মুক্তির খবর, না আরও কিছু? পেলেডকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে মার্ক গর্ডন? যেমনটি আশঙ্কা করেছিল ও? না বোধহয়। বেনির প্রস্তুত করা ডকুমেন্টগুলোর ব্যাপারে জানে গর্ডন। ওর ক্ষতি করলে তার নিজের পরিণতি কি হবে তা ঠিকই বোঝে সে।

তবু মনের মেঘ কাটতে চায় না বেনি পেলেডের। কেমন খচ খচ করছে। ওটাই দুশ্চিন্তা এবং অস্বস্তির কারণ। কপালের ঘাম মুছে ঘুরপথে বাংলোর পিছনদিকে চলল সে। ওখানে দুশো গজমত পরিষ্কার মাঠ, একটা ঝোপ পর্যন্ত নেই। বিপজ্জনক! কিন্তু মাঠটা পেরোতে হবে ওকে। যতই থাক বিপদ। কিচেনেও আলো জ্বলছে দেখা গেল। তবে পর্দা টানা থাকায় ভেতরে দেখার উপায় নেই।

চক্কর শেষ করে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল বেনি। কিচেনের পাশে সেলার ওর লক্ষ্য। সেলারের জানালার ল্যাচ খুলে রেখেছিল ও সকালে গ্রীন পৌঁছার আগেই। সেই সঙ্গে ওটার সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমের ওয়্যারিঙেও খানিকটা কারিগরী ফলিয়েছিল। সিস্টেম অন্ থাকবে ধরে নিয়েই করেছে ও এ কাজ। ওই জানালাটাই একমাত্র ভরসা এখন পেলেডের, যদি না খোলা ল্যাচ চোখে পড়ে গিয়ে থাকে গ্রীনের।

আড়াল ছেড়ে তীরবেগে ছুটল বেনি বাংলোর দিকে। কিচেনের পিছন দরজার ওপরে ফিট করা অটোমেটিক সেনসিং সিকিউরিটি ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল দপ করে। আলোর বন্যায় ভেসে গেল পিছনের মাঠ। কিন্তু অ্যালার্মের আওয়াজ শোনা গেল না। যদিও আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠার কথা ছিল। ঘাবড়াল না পেলেড। দৌড়ের গতি কমাল না একটুও। আলোটা ওকে ডিটেক্ট করার আগেই বাংলোর পনেরো গজের মধ্যে পৌঁছে গেল পেলেড।

এই সময় দড়াম করে খুলে গেল কিচেনের পিছন দরজা। ওখানে মাইক

গ্রীনের কাঠামোটা দেখেই মাটিতে ডাইভ দিল পেলেড, প্রায় একই মুহূর্তে সাইলেন্সার লাগানো উজির ট্রিগার টিপে ধরল গ্রীন। এক ঝাঁক বুলেট স্প্রে করল সে, কিন্তু লাগাতে পারল না একটিও। বরং বেনির ডেজার্ট ঈগলের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে বাধ্য হলো আড়াল নিতে। অমূল্য এই কয়েক মুহূর্ত কাজে লাগাল পেলেড, এক ছুটে সেলারের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল গিয়ে। কিচেনের দরজা ওর থেকে মাত্র পাঁচ গজ তফাতে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। কোন তরফের কোন সাড়া নেই। এই সময়, বেনির মনে হলো যেন খুব হালকা পায়ের আওয়াজ উঠল ওর পিছনে। সেলারের বন্ধ দরজার ওপাশের সিঁড়িতে। তার মানে ঘুরে ওদিক দিয়ে এসেছে মাইক গ্রীন। নিঃশব্দ হাসি ফুটল পেলেডের মুখে। পা টিপে টিপে এক দৌড়ে গিয়ে কিচেনে ঢুকে পড়ল সে অটোমেটিক বাগিয়ে। নেই কেউ।

তার মানে ওর কান ভুল শোনেনি। তাড়াহুড়োয় কিচেনের দরজা বন্ধ না করেই সেলারে চেলে গেছে বুদ্ধুটা। চিতার মত ক্ষিপ্র, বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে গ্রীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করল সে। সেলারের সিঁড়িতে, লোকটার পিছনে গিয়ে হাজির হলো ভূতের মত। গ্রীন তখন সেলারের জানালার শাটার নিঃশব্দে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত। খেয়াল নেই কোনদিকে।

'নোড়ো না, মাইক,' অপরিসর স্থানে গম গম করে উঠল বেনি পেলেডের কণ্ঠ। 'ঘাবড়ে গিয়ে গুলি করে বসতে পারি।'

জায়গায় জমে গেল লোকটা। এদিকে তাকাতেও সাহস হচ্ছে না। 'অস্ত্র ফেলে দাও পায়ের কাছে।'

'শোনো, পেলেড, এভাবে বাঁচতে...'

'শাট্ ইওর ডার্টি মাউথ! ফেলো অস্ত্র! হাত তোলো ঘাড়ের পিছনে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে উজি ছেড়ে দিল মাইক গ্রীন। কাঠের ফ্লোরে পড়ল

ওটা 'ঠক্' শব্দে। এবার নির্দেশমত দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল সে সঙের মত।

'পিছনে না তাকিয়ে পিছিয়ে এসো এক পা এক পা করে। সাবধান! যদি আছাড় খাও, সঙ্গে সঙ্গে বুলেটও খাবে।'

খোলা জায়গায় পৌঁছে গ্রীনের পিছনে চলে এল বেনি পেলেড। ঠেলে দেয়ালের ওপরে নিয়ে ফেলল লোকটাকে। সার্চ করে আর কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না তার কাছে। 'এবার ঘুরে দাঁড়াতে পারো।'

ঘুরল মাইক গ্রীন। চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে চেয়ে থাকল পেলেডের দিকে। পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে গর্ডন?'

'বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তোমার, বোঝো না?'

মাথা দোলাল পেলেড। 'বুঝেছিলাম। সেই জন্যেই সিআইএর, মানে গর্ডনের নোংরামির কেচ্ছা...' থেমে গেল সে গ্রীনকে ঠোঁট বাঁকাতে দেখে।

'গচ্ছিত রেখেছিলে ল'ইয়ারের কাছে এবং বগল বাজাচ্ছ সেই খুশিতে। মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প!'

'তোমরা জানতে!' আত্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগল পেলেডের।

সন্তুষ্টির হাসি ফুটল গ্রীনের মুখে। 'জানতাম মানে? ওগুলো তো কবেই পৌঁছে গেছে মিস্টার গর্ডনের হেফাজতে।'

'কি করে জেনেছ!' খুনের নেশা চেপে বসল তার মাথায়। অনেক সংগ্রাম করে নিজেকে স্থির রেখেছে সে এখনও।

'আমাদের কি ভাব তুমি, পেলেড? অ্যামেচার? অন্তত তোমার কাছে আরও খানিকটা মর্যাদা আশা করেছিলাম আমরা। কি করে ভাবলে তুমি যে এরকম একটা খবর আমাদের অগোচরে...? তুমি কি জানো, তুমি আসলে কত বোকা?

পেলেডকে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপ দিল গ্রীন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঝট্ করে এক পা পাশে সরে গিয়ে তাকে ব্যর্থ করে দিল পেলেড। পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে বেসামাল গ্রীনের বুকের ছয় ইঞ্চি দূর থেকে পর পর দু'বার টিপে দিল ডেজার্ট ঈগলের ট্রিগার। আছড়ে পড়ার অনেক আগেই প্রাণ হারাল গর্ডনের বুলেট ক্যাচার।

দেহটা ওখানেই ফেলে রাখল বেনি পেলেড। এক দৌড়ে কিচেনে এসে পিছন দরজা লক করে বাতি নিভিয়ে দিল প্রথমেই। তারপর সেলারের জানালার ল্যাচ বন্ধ করে বেরিয়ে এসে এক এক করে অন্য রুমগুলো সার্চ করল বাংলোর। জেনি ছাড়া আর কেউ নেই দেখে আশ্বস্ত হলো সে।

খাটের পায়ার সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে রেখে গিয়েছিল সে মেয়েটির। তেমনি আছে। পার্থক্য কেবল শুয়ে আছে। চোখ কুঁচকে উঠল পেলেডের। অমন বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে কেন মেয়েটা? তাড়াতাড়ি এগোল সে। জেনির মাথার কাছে একটা কফির মগ পড়ে আছে কাত হয়ে। কি সন্দেহ হতে মগটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল পেলেড। ড্রাগস!

কফির মধ্যে দিয়ে মাদক সেবন করানো হয়েছে মেয়েটিকে। উদ্বিগ্ন চোখে দীর্ঘক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকল সে। না, ভয়ের কিছু নেই। জেনির বুকের ওঠানামা প্রায় স্বাভাবিকই আছে। তারমানে খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। ভালই হলো, ভাবল পেলেড। অজ্ঞান থাকলে ঝামেলা বাধাতে পারবে না মেয়েটি।

আর কয়েক ঘণ্টা পর লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে চার্টার করা বিমানে করে কিউবা রওনা হচ্ছে বেনি পেলেড। মেয়েটিকে সঙ্গে রাখতে চায় সে। ছেড়ে দেবে হাভানা পৌঁছে। জেনির কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই তার, যদি না বাধ্য করা হয়।

উঠে দাঁড়াল পেলেড। নিউ ইয়র্ক ত্যাগের আগে অত্যন্ত জরুরী কিছু

কাজ আছে। না সারলেই নয়। কতক্ষণ সময় পাবে ও? ভাবল পেলেড। ঘড়ি দেখল, বারোটা বিশ। গ্রীনের নীরবতা কতক্ষণে সন্দেহের উদ্রেক করবে অন্যদের মনে? নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়, তবে এক-দুই ঘণ্টা সময় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ওতেই চলবে।

বেরিয়ে এল পেলেড বাংলো ছেড়ে। পোর্চে পার্ক করা আছে মাইক গ্রীনের অডি আভান্ট। ওটা নিয়ে বেরোবার ইচ্ছেটাকে জোর করে দমন করল সে। হন হন করে রওনা হলো পথে রেখে আসা ফোর্ডের দিকে। হাইওয়ে ধরে বিশ মিনিট একনাগাড়ে গাড়ি চালিয়ে জায়গামত পৌঁছল পেলেড। একটা গলিতে গাড়ি রেখে ফিরে এল বড় রাস্তায়।

চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল সে ভাল করে। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। একজোড়া দম্পতির ওপর চোখ পড়ল। নায়কের লেডিকিলার চেহারার গুণগান করতে করতে এগোচ্ছে মেয়েটি। লেট নাইট শো দেখে ফিরছে বোধহয় কাছেপিঠের কোন ছবিঘর থেকে। ওর দিকে লক্ষ নেই যুগলের একজনেরও। আর দেখা গেল এক মাতাল, রাস্তার পাশে পা ঝুলিয়ে পেভমেন্টে বসে আছে। জড়ানো কণ্ঠে রাজা-উজির মারছে।

রাস্তা অতিক্রম করে উল্টোদিকের একটা গলিতে ঢুকল বেনি পেলেড। হাতের ডানে একসার দোকান রেখে এগিয়ে চলল। আরও আগেই বন্ধ হয়ে গেছে সব দোকান। পাহারার বিশেষ দরকার পড়ে না এগুলোর। প্রতিটি দোকানের আছে শক্তিশালী এবং স্পর্শকাতর অ্যালার্ম সিস্টেম।

দোকান ব্লকের শেষ মাথায় একটা বিল্ডিঙের সামনে থামল পেলেড। একতলা সুদৃশ্য ভবন। জমি বেচাকেনার নামকরা এক দালালের অফিস। আসলে ওটা ভুয়া পরিচয়। সত্যিকার পরিচয় হলো ওটা ইউনাকোর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অসংখ্য শাখা অফিসের একটি। অফিসের পিছনের রিইনফোর্সড্ স্টীলের দরজার জোড়া নকল চাবি আছে পেলেডের কাছে।

অনেক আগে ডি আর্চি দিয়েছিল তাকে। অনেক দিনের পুরানো বন্ধুত্ব তাদের।

গর্ডনের কোন এক কাজে একসঙ্গে ছিল পেলেড-আর্চি। সেই থেকে পরিচয়। টাকার পাহাড় গড়ার স্বপ্ন দুজনেরই ছিল, কোনদিন সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতেও পারে, এই আশায় চাবিজোড়া তৈরি করে বেনিকে দিয়েছিল সে। এবং বেনি তা সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে আজ। সঙ্গে আরও কিছু।

ভবনের কোনায় পৌঁছে উঁকি দিল পেলেড। না, নেই কেউ। ফাঁকা। আবার পা বাড়াল সে। কয়েক পা এগোতেই পৌঁছে গেল পিছনের ছোট কোর্টইয়ার্ডে। লকার থেকে বের করে আনা বিশেষ চাবিগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে দুটো বের করল বেনি পকেট থেকে। দরজার মাথায় এবং মাঝামাঝি জায়গায় দুটো কী পয়েন্ট। একসঙ্গে দুটো চাবি ঢোকাতে হবে পয়েন্টে, এবং একইসঙ্গে ঘোরাতে হবে। সামান্যতম এদিক ওদিক হয়ে গেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে, একটা এখানে, দ্বিতীয়টা ইউনাকো সদর দফতরে।

শার্টের সঙ্গে দু হাতের আঙুল ঘষে নিল বেনি পেলেড। পয়েন্টে চাবি ঢুকিয়ে এক পা পিছিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। দুনিয়ার সব চিন্তা ভুলে মনে মনে চার পর্যন্ত গুনল সে, তারপর একসঙ্গে মোচড় দিল দুটো চাবিতে। ভয় ভয় লাগলেও কিছুই ঘটল না শেষ পর্যন্ত, অ্যালার্মের ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিট অস্বাভাবিক কোন কিছু সনাক্ত করতে ব্যর্থ হলো। কাজেই ঘুম ভাঙল না তার।

চেপে রাখা দম ছাড়ল পেলেড সশব্দে। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল ভারি স্টীলের দরজা। ডি আর্চির কাছে শুনেছে সে, এ অফিসের মাটির তলার এক সাউণ্ডপ্রুফ রুমে আছে কম্পিউটর সুইট। ম্যানেজারের রুমের

পিছনে ওটায় যাওয়ার দরজা আছে। কয়েক পা এগোতেই ম্যানেজারের রুম চোখে পড়ল ওর। তৃতীয় নকল চাবিটা বের করল সে, ফ্রস্টেড কাঁচের দরজা খুলে পা রাখল ভেতরে।

ডেস্কের পিছনে ম্যানেজারের সেফ। সেফের কম্বিনেশন জানা পেলেডের, ডালা খুলতে সময় লাগল না। ভেতরে একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল সে যা চাইছে। একটা সোনিক ট্র্যান্সমিটার। কম্পিউটর সুইটে ঢোকার চাবিকাঠি। ত্রিশ সেকেণ্ড পর সুইটের ভেতরে দেখা গেল বেনি পেলেডকে, দেয়ালঘেঁষে সাজানো একসার কম্পিউটরের একটার সামনে বসা। ধ্যানমগ্ন।

সিস্টেমে প্রবেশ করল সে বোতাম টিপে। তারপর সেটের সঙ্গে সংযুক্ত মোডেম টেলিফোনের রিসিভার তুলে কী বোর্ড টিপে একটা নম্বর ডায়াল করল। নম্বরটা ডি আর্চির দেয়া। এবার রিসিভারটা রেখে দিল পেলেড কম্পিউটরের ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিটের ওপর বিশেষভাবে তৈরি রেস্টে। অধৈর্যের মত আঙুল দিয়ে টেবিলে তবলা বাজাতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পর ফ্ল্যাশ করল পর্দা, তার ডায়াল করা নম্বরটা ভেসে উঠেছে ওখানে। হেসে উঠল বেনি পেলেড, পেরেছে সে। ওয়াশিংটনে মার্ক গর্ডনের পার্সোন্যাল কম্পিউটরের কলজে ছেঁদা করে অনুপ্রবেশ করেছে সে ওটার একদম ভেতরে। গর্ডনের স্টাডির পুরো সিস্টেম সেট করা ডি আর্চির হাতে, সবগুলো অ্যাকসেস কোডও তারই তৈরি।

অবশ্য ডি আর্চির কাছ থেকে স্টাডির দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর সমস্ত কোড পাল্টে ফেলেছিল গর্ডন নিরাপত্তার খাতিরে। সবগুলোই পাল্টে ফেলেছিল, কেবল একটা বাদে। যেটার কথা ঘুনাক্ষরেও জানত না মার্ক গর্ডন। কোডটা আর্চি প্রোগ্রাম করেছিল 'ভবিষ্যৎ স্বপ্ন' বাস্তবায়নের জন্যে। কেউ জানে না ওটার কথা আজও, বেনি পেলেড ছাড়া।

এই কোড ভেতরে প্রবেশ করানোর ফলে মার্ক গর্ডনের প্রোগ্রাম করা

অ্যাকসেস কোড ভেসে উঠল পর্দায়। ফাঁস হয়ে গেল সব গোপনীয়তা। আবার কয়েকটা অক্ষর ও সংখ্যা টিপল সে। একটার পর একটা সিআইএর গোপন ফাইল ভেসে উঠতে লাগল পর্দায়। দেখতে দেখতে অজান্তেই হাঁ হয়ে গেল বেনি পেলেড। এমন সমস্ত ফাইলও আছে ওর মধ্যে, বেনির বিশ্বাস, যার সিংহভাগ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা পর্যন্ত নেই সিআইএ চীফ মরগান হুইটলকের।

হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল বেনি পেলেডের। ওর সবগুলো ফাইল নতুন একটা ডিস্কে কপি করে নিয়ে যাবে সে। বিক্রি করে দেবে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে। সিআইএ বা কেজিবি হবে ওর সম্ভাব্য মক্কেল। যে-ই হোক সে, মূল্য সন্তোষজনক হলেই হলো। অর্ধেক টাকা ডি আর্চিকে দিয়ে দেবে সে। বেচারা ইউনাকোর চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে। তাকে সাহায্য করা এখন বেনির কর্তব্য। এটাই ছিল আর্চির সঙ্গে তার ভদ্রলোকের চুক্তি।

পর্দার দিকে মন দিল পেলেড। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। মার্ক গর্ডনের জঘন্য চেহারা মনের আয়নায় দেখতে পাচ্ছে। ওকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে সে। এখন তার মাসুল গুনতে হবে গর্ডনকে।

কাঁদতে কাঁদতে চোখের পাতা ফুলে গেছে সারা গর্ডনের। তবে মেয়েদের সামনে কষ্ট হলেও চোখের পানি ঠেকিয়ে রেখেছিল সে। তাড়াহুড়ো করে ওদের আলেকজান্দ্রিয়ায় নানা-নানীর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার উদ্দেশে বিমানে তুলে দিয়ে ফিরে আসার পথে লিমোর ব্যাকসীটে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ে সারা, মার্ক গর্ডনের স্ত্রী। জরুরী পরিস্থিতির কারণে জরুরীভাবেই এখান থেকে সরিয়ে দিতে হলো মেয়েদের দিনকয়েকের জন্যে, সম্ভবত।

স্ত্রী হিসেবে সারা যেমন আদর্শ নারী, তেমনি মা হিসেবেও। বন্ধু-বান্ধবরা শতমুখে প্রশংসা করে তার। বলে, মার্ক গর্ডন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে সে হবে আদর্শ ফার্স্ট লেডি। তারও সেরকমই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আজ, তার দীর্ঘদিনের লালিত সে বিশ্বাস ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে। স্বপ্নের স্বর্গ থেকে মর্তে আছড়ে ফেলেছে তাকে মার্ক গর্ডন।

সে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেছে, তাকে আর মেয়ে দুটোকেও শেষ করে দিয়ে গেছে। নিজের কথা অতটা চিন্তা করে না সারা, যতটা করে মেয়েদের। সারা জীবন পিতার কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে ওদের। কোথাও, কারও সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না জীবনে কখনও।

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে সারার। কী অধিকার আছে গর্ডনের এভাবে বাচ্চা দুটোর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেয়ার? সারা জানে, মরগান হুইটলক তাকে মেয়ের মত ভালবাসেন। অন্তত তার মুখ চেয়ে হলেও নিউ ইয়র্কের ব্যাপারটা যাতে কোন পত্রিকায় না যায়, সে ব্যবস্থা তিনি করবেন। তিনিই প্রথমে খবরটা দিয়েছিলেন সারাকে টিলিফোনে। তখনই কথা দিয়েছেন খবরের কাগজগুলো ম্যানেজ করবেন তিনি।

কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? ক্যাপিটল হিলে কারও জানতে বাকি নেই এ খবর। ওখানেই বড় রকম মার খেয়েছে সারা। বড় মেয়ে, ক্যালির সঙ্গে মাত্র মাসখানেক আগে এনগেজমেন্ট হয়েছিল জাঁদরেল এক রিপাবলিকান সেনেটরের ছেলের। কি পরিণতি হবে এই বাগদানের? ছোট মেয়ের ইচ্ছে ছিল রাজনৈতিক সাংবাদিক হবে। তার কি পরিণতি হবে? উল্টে বাপের জঘন্য দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করতে আসা সাংবাদিকদের দেখে ছুটে পালাতে হবে তাকেই।

স্বামীকে এতদিন জানত সে পৃথিবীর সেরা পুরুষ, আর আজ কিনা...।

ওদিকে স্টাডিতে গালে হাত দিয়ে বসে আছে মার্ক গর্ডন। একটু

আগেই ফিরেছে সে ল্যাঙলি থেকে, মরগান হুইটলকের সঙ্গে জরুরী বৈঠক সেরে। সোজা জানিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক, পরিস্থিতি তাঁর আওতার বাইরে চলে গেছে। আর সামাল দিতে পারছেন না তিনি। আগামীকালের মধ্যে গর্ডনকে পদত্যাগ করতে বলেছেন, নইলে তাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হবেন মরগান। সেই সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে পরামর্শ দিয়েছেন, 'আত্মহত্যা করো।'

মরগানের দোষ দিতে পারে না গর্ডন। সত্যিই কিছু করার নেই তাঁর। থাকলে করতেন। তাই ঠিক করেছে, কাল প্রথমে পদত্যাগই করবে সে চাকরি থেকে, তারপর জীবন থেকে। তবে তার আগে, তার ব্যক্তিগত কম্পিউটরে কিছু ফাইল আছে, যা কাউকেই দেখতে দিতে চায় না গর্ডন, ফাইলগুলো ইরেজ করে ফেলবে সে ডাটা ব্যাঙ্ক থেকে।

হাত বাড়িয়ে কম্পিউটরের সুইচ অন করল মার্ক গর্ডন। ফিড করল পার্সোন্যাল কোড। এক মুহূর্ত পর পর্দায় ভেসে উঠল দুটো শব্দঃ অ্যাকসেস ডিনাইড। অবাক চোখে লেখাটার দিকে চেয়ে থাকল গর্ডন। অ্যাকসেস ডিনাইড! তার মানে? ভুল করে আর কোন বোতামে চাপ দিয়ে ফেলেছিল নাকি সে কোড ফিড করার সময়?

পিছনের চুল মুঠো করে টেনে ধরল গর্ডন। খুলি চুলকাল খানিক খসড় খসড় করে। দীর্ঘ একটা হাই তুলে মাথা ঝাঁকাল জোরে জোরে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তুমি, মার্ক, নিজেকে বলল সে। ভাল করে মনোনিবেশ করো এবার। সঠিক কোড ফিড করো। কিন্তু যতই বোঝাক, বুকের ভেতরটা কেঁপে গেছে তার। জীবনে কখনও এমন ভুল হয়নি। আজ কেন হলো?

কী বোর্ডের ওপর জমে গেছে গর্ডনের আঙুলগুলো। এক মুহূর্তের জন্যে ভাবল, কোন প্রফেশনাল হ্যাকার কি কোন অজানা উপায়ে বদলে ফেলেছে তার অ্যাকসেস কোড? সফটওয়্যার পাইরেসি? কিন্তু তা হবে কেন?

তেমন কিছু ঘটে থাকলে বড়জোর ফাইলগুলো কপি করবে হ্যাকার। এর বাইরে আর কিছু কেন করতে যাবে?

ভাবনাটা বাতিল করে দিল মার্ক গর্ডন। তাছাড়া কোড যদি বদল করেও থাকে, ভয় কি? 'নয়' টিপলেই সংশোধন হয়ে যাবে ভুল, রিসেট হবে তার অ্যাকসেস কোড। নিজেকে গালাগাল করল সে। ভুল চাবিই স্পর্শ করে ফেলেছিলে তুমি। এবার মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো।

সতর্কতার সঙ্গে কোডের প্রতিটি বোতাম টিপল গর্ডন, সঙ্গে সঙ্গে 'নয়' লেখা বোতামটার ওপর আলতো করে ডান তর্জনী রাখল। যদি দরকার পড়ে! বুকের ভেতর গরম রক্ত ছলকে উঠল। অ্যাকসেস ডিনাইড! আবার ভেসে উঠেছে শব্দ দুটো। চট্ করে 'নয়' টিপে দিল সে। রক্ত সরে গেছে মুখের, মরার মত ফ্যাকাসে চেহারা হয়েছে। কিছুই ঘটল না কয়েক মুহূর্ত।

তারপর হঠাৎ করেই কাউন্টডাউন ফ্ল্যাশ হতে শুরু করল পর্দায়। সর্বনাশ! তড়াক করে আসন ছাড়ল মার্ক গর্ডন। কেউ বদলে ফেলেছে তার কোড! অন্য অর্থে, পর পর দুবার উল্টোপাল্টা কোড চেপে বসেছে সে। জানে লাভ নেই, তবু উন্মাদের মত আরও কয়েকবার চাপল সে 'নয়'। কোন লাভ হলো না। একক সংখ্যাগুলো ক্রমেই নেমে চলেছে। ৬…৫…৪। উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল মার্ক গর্ডন, গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে দমাদম কিল মারতে লাগল স্টীলের দরজায়। চেঁচিয়ে রক্ত তুলে ফেলার জোগাড় করল গলা দিয়ে।

কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না সাহায্য করতে। ঘরটা সাউণ্ডপ্রুফ। বাইরের কারও কানে গেল না গর্ডনের মরণ চিৎকার। দরজায় পিঠ দিয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে কম্পিউটরের পর্দার দিকে তাকাল সে শেষ মুহূর্তে। কাউন্টডাউন শেষ, একটি শব্দ ভাসছে এখন পুরো পর্দা জুড়েঃ অ্যাকটিভেট।

সিলিঙের কনসিলড্ ক্যানিস্টারগুলো হিস্ হিস্ শব্দে নার্ভ গ্যাস স্প্রে করতে শুরু করল। পড়ে গেল মার্ক গর্ডন। দম নিতে পারছে না, এক ফোঁটা অক্সিজেন নেই বাতাসে। কোটর ছেড়ে অনেকখানি বেরিয়ে পড়েছে তার টকটকে লাল পানি ভরা দুচোখ। হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করছে গর্ডন প্রাণপণে। দুহাতে খামচে ধরে আছে গলা। একেবারে শেষ মুহূর্তে গর্ডনের মনে হলো যেন সশব্দে বিস্ফোরিত হলো তার বুক।

স্থির হয়ে গেল মার্ক গর্ডন। ক্যানিস্টারগুলো তখনও সমানে ফুঁসছে। এই সময় অ্যাকটিভেট মুছে গিয়ে নতুন একটা মেসেজ ভেসে উঠল পর্দায়। সারারাত ফ্ল্যাশ করল মেসেজটা। সকালে যখন স্টাডি থেকে মার্ক গর্ডনের মৃতদেহ পুলিস উদ্ধার করল, দেখা গেল, পর্দায় বড় হাতে লেখাঃ টু বি টারমিনেটেড আফটার দ্য অ্যাসাসিনেশন অভ রামেল নগুয়েন।

বারো

প্রিয় আর্মচেয়ারে বসে আছে বুলেট ক্যাচার আলবার্ট হিল। ডান হাত পাশের ছোট একটা টেবিলে রাখা টেলিফোন সেটের ওপর। চিন্তায় পড়ে গেছে সে। গত এক ঘণ্টায় অসংখ্যবার টেলিফোন করেছে সে সেফহাউসে। রিঙ হচ্ছে, কিন্তু ধরে না মাইক গ্রীন। কারণটা কি?

আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে সে। শেষবার। রিসিভার তুলে নম্বরগুলো টিপল হিল দ্রুত। নাহ্, ফ্যাসাদেই পড়া গেল! ঘড়ি দেখল সে, সোয়া এক।

এত রাতে কোথায় যেতে পারে গ্রীন? তারই তো ওকে ফোন করার কথা ছিল, করল না কেন? নাকি··· । উঠে পড়ল রবার্ট হিল। শোল্ডার হোলস্টার পরে তার ওপর লেদার জ্যাকেটটা চড়াল।

ব্যস্ত হাতে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের চেম্বার চেক করে জায়গামত রাখল অস্ত্রটা। তারপর গাড়ির চাবি নিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে কেন যেন আপাদমস্তক শিউরে উঠল তার। শীতে নয়। অন্য কোন কারণে। চাবি ধরা হাতটা থেমে গেল হিলের। অশুভ সঙ্কেত? জোর করে ভাবনাটা তাড়াল সে মন থেকে। ওইসব ফালতু শুভাশুভে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই তার।

স্টার্ট দিল আলবার্ট হিল। বড় রাস্তায় উঠে ছুটল উত্তরদিকে।

সিন জ্যাকব। প্রাক্তন প্রেসিডেনশিয়াল বডিগার্ড। গত পাঁচ বছর ধরে ইউনাকোর সার্ভেইলেন্স চীফ পদে আছে। ইয়র্কভিলে হিলের নিঃসঙ্গ বাংলোর সামনের বড় রাস্তায় একটা মাজদার ড্রাইভিং সীটে বসে আছে লোকটা রাত সাড়ে ন'টা থেকে। মাসুদ রানার নির্দেশে। গাড়ির রেডিও বাজছে, গান শুনছে সে মন দিয়ে। চোখ সামনে, বাংলোর গেটের ওপর। তার পাশে সীটের ওপর পড়ে আছে আরেকটা খুদে রেডিও।

একটা পঁচিশে রাস্তায় উঠে এল হিলের ফিয়াট। চট করে গান বন্ধ করে দিল জ্যাকব। বেরিয়েই তুমুল গতিতে উল্টোদিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে ফিয়াট। কোটের বাঁ পকেট থেকে মিনি ক্যালকুলেটর সাইজের একটা ট্র্যাকিঙ ডিভাইস বের করল সিন জ্যাকব। ওটা অ্যাকটিভেট করে রেখে দিল খুদে রেডিওটার পাশে। ফিয়াটের তলায় যে হোমার প্ল্যান্ট করেছে সে এখানে পৌঁছুবার পরপরই, ডিভাইসটা তার সিগন্যাল পিক্ করবে।

তাকে ত্রিশ সেকেণ্ড পিছনে ফেলার সুযোগ দিল জ্যাকব হিলকে।

তারপর রওনা হয়ে গেল। সিনের প্রায় একশো গজ পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল কালো রঙের আরেকটা গাড়ি—টয়োটা সেডান। তার দেখাদেখি ওটার চালকও গাড়ি স্টার্ট দিল। মাঝখানে নিরাপদ দূরত্ব রেখে ছুটতে লাগল ফিয়াট-মাজদা-টয়োটা।

গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে। সিআইএর সেফ হাউসের অ্যাপ্রোচ রোডের শেষ মাথায় গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। সামনে পাঁচ-ছয়টা পুলিসের গাড়ি দেখে পিত্তি জ্বলে গেছে রাগে। ওরা কেন এখানে, ভাবল ও। সিন জ্যাকবের জরুরী মেসেজ পেয়ে ছুটে এসেছে রানা এখানে। তার ওপর ওর নির্দেশ ছিল, বাসা থেকে বের হলেই অনুসরণ করতে হবে আলবার্ট হিলকে। যেখানেই যাক। এবং তার গন্তব্য জানামাত্র ইউনাকো কম্যাণ্ড সেন্টারকে মেসেজ দিতে হবে।

তাই করেছে জ্যাকব। অ্যাপ্রোচ রোডের প্রায় মাথা পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ছেড়ে হিলকে চোরের মত বাংলোর দিকে এগোতে দেখে বুঝে নিয়েছে যা বোঝার। সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ পাঠিয়েছে সে কম্যাণ্ড সেন্টারে। তৈরিই ছিল রিজার্ভ স্ট্রাইক ফোর্স ইউনিট, বিন্দুমাত্র দেরি না করে রওনা হয়ে পড়ে তারা এস্থানের উদ্দেশে।

চারদিক থেকে বাংলো ঘেরাও করে অবস্থান নিয়েছে তারা। এর পরপরই এনওয়াইপিডির সোয়াট (SWAT) ডিভিশন এসে হাজির ঘটনাস্থলে।

রানা গাড়ি থেকে নামতে এক পুলিস সার্জেন্ট এগিয়ে এল। বুকে সোয়াট ব্যাজ ঝুলছে। 'আপনি কে?'

নিজের আইডি কার্ড এগিয়ে দিল ও। কার্ডটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সার্জেন্ট। 'আপনারা এখানে কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

মুখ তুলে ওকে দেখল অফিসার। উত্তর না দিয়ে ফিরিয়ে দিল কার্ডটা। 'ভেতরে যেতে পারেন আপনি।'

'একটা প্রশ্ন করেছিলাম,' কঠিন কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনারা এখানে কি করছেন!'

'ভেতরে আমাদের সিনিয়র অফিসার আছেন, স্যার। তাঁর কাছেই জানতে পারবেন।'

পা বাড়াল রানা। এলাহি কারবার চলছে বাংলোর সীমানা দেয়ালের ভেতরে। একদিকে স্ট্রাইক ফোর্স, আরেকদিকে পুলিস। একটা ভ্যানও দেখা যাচ্ছে এনওয়াইপিডি ছাপ মারা। কমিউনিকেশন ভ্যান খুব সম্ভব। রানাকে দেখতে পেয়ে জটলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সিন জ্যাকব। বেশ হতবিহ্বল লাগছে লোকটিকে।

'কি ঘটেছে এখানে, সিন?'

'হিলকে অনুসরণ করে চল্লিশ মিনিট আগে এখানে পৌঁছেছি আমি। গেটের কাছে গাড়ি রেখে হিলকে পায়ে হেঁটে ভেতরে এগোতে দেখে মেসেজ পাঠাই কম্যাণ্ড সেন্টারে। এর খানিক পরই গুলির শব্দ ভেসে আসে ওদিক থেকে,' বাংলোর দিক নির্দেশ করল সে। 'সাবধানে কিছুদূর এগিয়ে দেখি বাংলোর সামনের মাঠে মরে পড়ে আছে হিল।'

'কিন্তু পুলিস কেন এখানে? ওরা কি করে টের পেল?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আর কেউ ফলো করেছিল হিলকে, বা আপনাকে?'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল সিন জ্যাকব। 'না। আমি শিওর নই, মিস্টার রানা। করে থাকলেও যথেষ্ট দূর থেকে করেছে। ধরতে পারিনি আমি।'

বিরক্তি বোধ করল মাসুদ রানা। কোন সন্দেহ নেই একে অনুসরণ করেই এ সেফহাউসের খোঁজ পেয়েছে পুলিস। লোকটা আরেকটু সতর্ক

থাকলে হয়তো ঝামেলা এড়ানো যেত।

'রানা!'

ডাক শুনে ফিরে তাকাল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় ছুটে আসছেন লিওনিদ কলচিনস্কি। পিছনে অ্যাডাম হারপারকেও দেখা গেল। সার্ভেইল্যান্স চীফকে বিদেয় করে দিয়ে ওরা তিনজন এগিয়ে গেল ভ্যান গাড়িটার দিকে। এক ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল ভ্যানের পিছনে। কলচিনস্কিকে চিনতে পেরে এগিয়ে এল সে। 'গুড মর্নিং, স্যার।'

'মর্নিং!' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ।

'সেদিন মারি হিলে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। আমি লেইডল। ক্যাপ্টেন লেইডল। অবশ্য সেদিন যা পরিস্থিতি হয়েছিল ওখানে, মনে না থাকারই কথা।'

'আজও তো খুব একটা সুবিধের মনে হয় না পরিস্থিতি,' বললেন তিনি।

'কিছুটা ভাল, স্যার,' ঘুরে বাংলোর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। ড্রাইভওয়েটা অর্ধ বৃত্তাকার। ফলে সরাসরি দেখা যায় না বাংলো এখান থেকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আভাস পাওয়া যায় কেবল। কোথাও কোন আলো নেই। সম্পূর্ণ অন্ধকার। 'এইমাত্র টেলিফোনে কথা বলেছি আমি বেনি পেলেডের সাথে। মিস্টার ফিশারের গ্র্যাণ্ডডটারও আছে ভেতরে।'

'কেমন আছে জেনি?' এক পা এগিয়ে এল রানা।

'ভালই মনে হলো। ওর সঙ্গেও দুয়েকটা কথা বলার সুযোগ দিয়েছে লোকটা।'

'ওর বিনিময়ে কিছু দাবি করেছে পেলেড?'

মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন। 'করেনি এখনও।'

'রবার্ট হিলের কি অবস্থা?' কলচিনস্কি জানতে চাইলেন।

'স্পট ডেড। মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছি আমরা...' চোখেমুখে হেডলাইটের জোরাল আলো পড়তে থেমে গেল সে। ঘুরে তাকাল।

গেটের কাছে চিহ্নবিহীন একটা পুলিস কার দাঁড়াল এসে। পিছনের দরজা খুলে ধরল ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার, ভীষণ মোটা এক লোক বেরিয়ে এল। থপ্ থপ্ পা ফেলে এদিকেই আসছে। কপাল কুঁচকে উঠল কলচিনস্কির বিরক্তিতে। 'নোভাক হ্যালি! এখানে কেন হারামজাদা!' শেষ শব্দটা চাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি।

কাছে এসে থমকে দাঁড়াল কমিশনার ওদের দেখে। 'আপনারা?'

'সে প্রশ্ন তো আমাদেরও,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন কলচিনস্কি।

'সোয়াট ইউনিট কম্যাণ্ডার আমি,' ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ভরে দাঁড়াল লোকটা। 'কাজেই, বুঝতেই পারছেন।' সরাসরি মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে পরের প্রশ্নটা করল সে, 'আপনারা এখানে কেন?'

'পেলেডের ব্যাপারটা আমরাই হ্যাণ্ডেল করছি,' বলল ও। লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না। এ ব্যাটাই মাইকেল ফিশারের হার্ট অ্যাটাকের জন্যে অনেকটা দায়ী। 'কাজেই বুঝতেই পারছেন।' তার কথাই তাকে ফিরিয়ে দিল রানা। 'ব্যাপারটা আমরাই সামাল দিতে পারতাম। আপনার লোকেরা পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে।'

'আমি তা মনে করি না। তাছাড়া, জেনিকে আমার জুরিসডিকশন থেকে কিডন্যাপ করেছে বেনি পেলেড। ওকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমার দায়িত্বই বড়। আপনাদের ক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, এর সমাধান আমার চেয়ে দ্রুত আর সহজ উপায়ে করতে পারবে না আর কেউ।'

'অর্থাৎ দ্রুত বেনি পেলেডকে হত্যা করে মামলা সহজ করতে চান, এই

তো?' খোঁচা মারলেন কলচিনস্কি।

'যা বলতে চান, সরাসরি বলুন,' উষ্মা প্রকাশ পেল কমিশনারের কণ্ঠে।

'আপনি ভালই জানেন, বেনি পেলেডের মত লোকেরা ধরা দেয় না। তার হাত থেকে আর কোন্ সো কলড্ সহজ উপায়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করবেন আপনি, বুঝতে পারছি না। কিন্তু মনে রাখবেন, জেনির ব্যাপারে আমরা বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেব না।'

'আমিও নেব না। এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্নই আসে না।'

'তাহলে?'

'ঠিক করেছি, বাংলোয় যাব আমি। সরাসরি কথা বলব লোকটার সঙ্গে। আশাকরি একটা সমাধানে পৌঁছানো যাবে তাতে।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কমিশনার। 'যোগাযোগ করো পেলেডের সঙ্গে।'

'রাইট, স্যার।' ভ্যানের পিছনের দরজা খুলল লোকটা। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ফুটবোর্ডে রাখা ফিল্ড টেলিফোনের রিসিভার তুলে বাংলোর নম্বর ঘোরাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিশনারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে রিসিভার। 'ধরেছে।'

চাপা গলায় বলল নোভাক হ্যালি, 'মাইক্রোফোনটা অন্ করো।' কানে লাগাল রিসিভার। ভ্যানের পিছন দরজার ওপরে ফিট করা একটা খুদে মাইক্রোফোনের সঙ্গে টেলিফোনের সংযোগ ঘটাল ক্যাপ্টেন। ইঙ্গিতে কথা আরম্ভ করতে বলল কমিশনারকে।

'পেলেড?'

'বলছি।' মাইক্রোফোনে লোকটার ক্যানেকেনে কিন্তু পরিষ্কার কথা শোনা গেল।

'আমি নোভাক হ্যালি। ডিসি এনওয়াইপিডি।'

'নোভাক হ্যালি? নিজেকে খুব সম্মানিত বোধ করছি,' বলল পেলেড। যদিও গলার স্বরে পরিষ্কার ব্যঙ্গ ফুটল তার।

'তুমি চেনো আমাকে?' খানিকটা বিব্রত বোধ করল লোকটা।

'কি চাও তুমি?' তার প্রশ্নটাকে পাত্তা দিল না পেলেড।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। মুখোমুখি।'

'কেন?'

'সেটাই কি ভাল হয় না?' আড়চোখে রানার দিকে তাকাল কমিশনার। 'বিনা রক্তপাতে ব্যাপারটার সুরাহা করতে চাই আমি।'

'তাই? তা তুমি কেন? এ কাজে তোমার জায়গায় মাসুদ রানাকে আশা করেছিলাম আমি। তা ঠিক আছে! চলে এসো। কিন্তু সাবধান! সঙ্গে কোন অস্ত্র এনো না। সামনের দরজা খোলাই থাকবে। আবারও তোমাকে সতর্ক করছি, হ্যালি, আর কোন মতলব থাকলে...।'

'কোন মতলব নেই আমার।'

'চলে এসো তাহলে।'

কেটে গেল লাইন। রিসিভার রেখে দিয়ে রানার দিকে ফিরে বিজয়ের হাসি হাসল কমিশনার। 'যাক! অন্তত শুরু তো করা গেল।'

'স্যার?' ডাকল তাকে ক্যাপ্টেন।

'বলো।'

'আপন্নার টাইপিনটা বদলে দিই?'

'কেন?'

'না, মানে, একটা মাইক্রোফোন বসানো টাইপিন আর কি। আপনাদের সব আলোচনা শোনা যেত।'

'গুড আইডিয়া। তাই দাও।'

এক মিনিট পর নিরস্ত্র অবস্থায়, কেবল একটা বুলহর্ন হাতে রওনা হয়ে গেল কমিশনার বাংলোর দিকে। বনের ভেতর দিয়ে শর্টকাট রাস্তায় এগোবার জন্যে কোনাকুনি পা চালাল নোভাক হ্যালি। সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কিন্তু বনের শুরু পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কি মনে করে থেমে দাঁড়াল সে। মাথা দোলাল আপনমনে। তারপর ঘুরে ড্রাইভওয়েের দিকে চলল।

'ব্যাপার কি, রানা?' ফিসফিস করে বললেন কলচিনস্কি।

শুনতে পায়নি রানা। কেন অমন করল লোকটা? ভাবল ও নিজেও। তাড়াতাড়ি যাওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তা থাকতেও কেন ঘুরপথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল? ভেবে না পেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ততক্ষণে বাংলোর সামনের মাঠে পৌঁছে গেছে লোকটা। এখনও অন্ধকারে ডুবে আছে বাংলো।

'পেলেড, আমি আসছি,' বুলহর্নে মুখ লাগিয়ে বলল সে।

'এক কথা কতবার বলবে!' বিরক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল পেলেড। 'চলে এসো!'

রওনা হওয়ার সময় স্ট্রাইক ফোর্সের সদস্যদের চারদিকে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করার কথা হ্যালিকে জানিয়েছিল মাসুদ রানা। এবার তাদের সতর্ক করল সে, যাতে গুলি-টুলি ছুঁড়ে না বসে কেউ। তারপর বুলহর্নটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে পা বাড়াল হ্যালি। বাংলোর বারান্দায় উঠে ডাকল পেলেডকে। দপ্ করে জ্বলে উঠল বারান্দার উজ্জ্বল আলো। জমে গেল কমিশনার। বন্ধ দরজার ওপর সেঁটে আছে নজর।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল না পেলেড। ভেতরে কোন শব্দও নেই। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার এগোল সে অগত্যা। নক করল দরজায়।

'খোলাই আছে দরজা,' উত্তর এল ভেতর থেকে।

খুব সাবধানে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল কমিশনার। বাইরের আলোয় ভেতরের হলরুম বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। ভেতরে এসে দাঁড়াল হ্যালি। যেন ভুলে গেছে, এমনভাবে পা বাড়াতে গেল দরজা খোলা রেখেই। খানিকটা আলো হলে সুবিধে হবে।

'দরজা বন্ধ করো, নোভাক,' হলরুমের শেষ মাথার লাউঞ্জ থেকে বলে উঠল পেলেড। কথাগুলো টাইপিনের কারণে মাইক্রোফোনের সাহায্যে পরিষ্কার শুনতে পেল বাইরের সবাই।

বন্ধ করে দিল সে দরজা। এখন আর আলো আসছে না ভেতরে। আসছে বটে খানিকটা জানালা গলে, তবে খুবই সামান্য।

'মেয়েটা আমার হাতের কাছেই আছে, নোভাক। কাজেই নো ট্রিকস। এবার ভেতরের আলো জ্বালতে পারো তুমি। তারপর সরে এসো দরজার কাছ থেকে।'

তাই করল নোভাক।

হলরুমে এসে ঢুকল এবার পেলেড একা। হাতে উদ্যত ডেজার্ট ঈগল। ধরা কমিশনারের পাকস্থলী লক্ষ্য করে। মুখে পরিষ্কার ব্যঙ্গের হাসি। 'সত্যিই এলে?'

'জেনি কোথায়?' কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল নোভাক হ্যালি।

'আছে, চিন্তার কিছু নেই। ভালই আছে,' বলতে বলতে তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে সামনের দরজা লক করে দিল সে। তারপর নিপুণ হাতে সার্চ করল কমিশনারকে।

'তোমাকে কথা দিয়েছি খালি হাতে আসব আমি।'

'পুলিসের কথা যে বিশ্বাস করে সে পাগল। নয়ত আর কিছু।'

'জেনিকে দেখতে চাই আমি।' ভেতরে ভেতরে রেগে কাঁই হয়ে গেছে হ্যালি।

জেনির রুমের বন্ধ দরজাটা দেখাল পেলেড। 'যাও, দেখে এসো। কিন্তু আলো জ্বালা চলবে না।'

দরজা খুলে ভেতরে তাকাল কমিশনার। ঘণ্টাখানেক আগে জ্ঞান ফিরেছে জেনির। খুব দুর্বল মনে হচ্ছে। ঝিম মেরে বসে আছে। আগের

মতই হ্যাণ্ডকাফ পরানো। শব্দ পেয়ে মুখ ঘোরাল জেনি আরনল্ড। 'কে?'

'আমি ডেপুটি কমিশনার অভ পুলিস, জেনি। তোমাকে মুক্ত করার জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কোন চিন্তা কোরো না। তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেটা দেখব আমরা।'

'ওফ! কী হৃদয়বিদারক!' টিটকিরি মারল পেলেড পিছন থেকে। 'দরজা বন্ধ করো।'

'ধৈর্য ধরো,' জেনিকে হেসে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কমিশনার। টেনে দিল দরজা। 'লাউঞ্জে গিয়ে বসা যাক, কি বলো?'

'জাহান্নামে হলেও আপত্তি নেই আমার। তবে আলো জ্বালা যাবে না। চলো,' কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কমিশনারকে হাত ইশারায় পথ দেখাল সে মাথা ঝুঁকিয়ে, 'তুমি আগে।'

তার হাতের ডেজার্ট ঈগলটার দিকে তাকাল হ্যালি এক পলক। তারপর ওটার দিকে পিছন দিয়ে লাউঞ্জে এসে দাঁড়াল। সোফায় না বসে জানালার পাশের একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল কমিশনার।

'আমার অনুমান, তোমার সঙ্গে মাইক্রোফোন আছে, ঠিক?' দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বেনি পেলেড।

চমকে গেলেও মুখের ভাব গোপন করার প্রয়োজন হলো না হ্যালির। অন্ধকারই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। 'না।'

'কোথায় প্ল্যান্ট করেছ, টাইপিনে?'

'না।'

'কি না! প্ল্যান্ট করোনি, নাকি টাইপিনে না?'

'দুটোই।' মনে মনে নিজেকে বলল কমিশনার, ব্যাটা পিশাচ না আর কিছু? ধরল তো ধরল টাইপিনটাই?

'বিশ্বাস করতে পারলাম না,' কাঁধ ঝাঁকাল পেলেড। 'না এনে থাকলে

ভালই। ওই জিনিস তোমার জন্যে বুমেরাঙ হয়ে দাঁড়াত তাহলে।'

'মানে?'

'ড্রিঙ্ক?'

'হ্যাঁ। বুরবোঁ, যদি থাকে।' কেন যেন হঠাৎ করে গলা শুকিয়ে গেছে নোভাক হ্যালির। বুমেরাঙের কথা কেন আসছে এখানে?

'নিশ্চই আছে।' হ্যালির আট-দশ ফুট পিছনে লিকার কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পেলেড। 'নোড়ো না। তোমার ওপর চোখ আছে আমার।'

'সঙ্গে মাইক্রোফোন থাকলে তা বুমেরাঙ কেন হবে আমার জন্যে?'

আধ গ্লাস বুরবোঁ তার হাতে তুলে দিল বেনি। উত্তর না দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে হলরুমে কিছু একটা দেখল এদিকে পিছন ফিরে। এবং ঘাড় ফেরাল আচমকা। নোভাক হ্যালি তখন তার চেয়ারের তলা হাতড়াচ্ছে হন্যে হয়ে।

'কি খুঁজছো, কমিশনার? এটা?' অন্য হাতে ধরা একটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন দোলাল পেলেড। 'জরুরী অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে চেয়ারের তলা অস্ত্র লুকিয়ে রাখার একটা ভাল জায়গা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি করে জানতে ওই বিশেষ চেয়ারটার তলায়ই থাকবে এটা? এবং সোফায় না বসে ওই চেয়ারেই বসতে হবে তোমাকে? এখন, সত্যিই যদি সঙ্গে কোন মাইক্রোফোন থেকে থাকে তোমার, আমি জানি আছে, ওটার সাহায্যে বাইরে অপেক্ষমাণ অন্যরা, বিশেষ করে মাসুদ রানা তোমার মুখ থেকে এ ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা শোনার অপেক্ষায় আছে। বুমেরাঙ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরটা এতক্ষণে পেয়ে গেছ নিশ্চয়ই? নাও, শুরু করো এবার।'

'কি বলছ এসব, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' নার্ভাসের মত টাইপিনটা নাড়াচাড়া করছে নোভাক হ্যালি।

সেদিকে চেয়ে মৃদু হাসল বেনি পেলেড। 'আমার ধারণাই ঠিক। টাইপিনে করেই নিজের মরণ বয়ে এনেছ তুমি। আফসোস! কেমন বোধ করছ এখন, মিস্টার কমিশনার? সব লেজে গোবরে একেবারে মাখামাখি, না? তুমি পড়েছ উভয় সঙ্কটে। মাইক্রোফোন অফ করে দিলে সবাই বুঝে নেবে যা বোঝার। আর তা না করলে নিজ কানেই শুনতে পাবে। কি করবে ঠিক করো তাড়াতাড়ি, মিস্টার নোভাক হ্যালি। নাকি ফ্যালকন বললে খুশি হও?'

পলকে মুখের রক্ত সরে গেল কমিশনারের। সাদা হয়ে গেল চেহারা। চুমুক দেয়ার জন্যে গ্লাস তুলল সে, হাত কাঁপছে থর থর করে। এক ঢোকে পুরোটা পানীয় গলায় চালান করে দিল সে।

'ভাষা হারিয়ে ফেলেছ?' কয়েক গজ তফাতে তার মুখোমুখি একটা সোফায় বসল পেলেড। 'সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে পর্যন্ত বোকা বানিয়েছিলে তোমরা দুজনে। ভাবতাম মার্ক গর্ডনই বুঝি ফ্যালকন। টেলিফোনে তোমাদের দুজনের গলা আলাদা করে চেনার উপায় নেই, অবিকল একই রকম শোনায়। তাই বুঝতে পারিনি। ওয়াশিংটনেও ফ্যালকন, নিউ ইয়র্কেও ফ্যালকন। ভেবেছি একই ব্যক্তি। আসলে কখনও সন্দেহ করিনি বলেই বুঝতে পারিনি। করলে নিজেদের গোপন রাখতে পারতে না। তোমাকে চিনতে না পারলেও ফ্যালকন যে গর্ডন নয়, ঠিকই ধরে ফেলতে পারতাম।

'সৌভাগ্যবশত গর্ডনের হোম কম্পিউটারে আজ নাক ঢোকাতে পেরেছিলাম বলেই তোমার পরিচয় জানতে পেরেছি। পুরো একটা ফাইল ছিল ওতে তোমার নামে। নোভাক ম্যাথিউ হ্যালি ওরফে ফ্যালকনের নামে। অবাক হয়েছিলাম খুব। পরে আরও কয়েকটা ফাইল পড়ে জানলাম যে তুমি আর গর্ডন শালা-ভগ্নিপতি। জা ভুলি জিম্বালান সিকিউরিটি পুলিসের চীফ

হওয়ার পর তাকে দলে ভিড়িয়ে তার প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেদেশের মূল্যবান কাঠ আর খনিজ লুটপাট করে গত কয়েক বছরে কোটি কোটি ডলার কামাই করেছ তোমরা। এবং সেই সৌভাগ্য ধরে রাখার জন্যে সিআইএর পেটের ভেতর আরেক সিআইএ তৈরি করেছিল গর্ডন। ক্ষমতা ছিল তার প্রচুর, তাই অসুবিধে হয়নি।

'কিন্তু বাদ সাধল নগুয়েন। ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে সে ওই দুই সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করার উদ্যোগ নেয়া মাত্রই উঠে পড়ে লাগলে তোমরা আমাকে দিয়ে তাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে। কিন্তু যেই মাসুদ রানা পিছু নিল আমার, সিদ্ধান্ত নিলে আমি রামেলকে হত্যা করার পর আমাকেও হত্যা করবে তোমরা নিজেদের লোক দিয়ে।' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল পেলেড। 'তোমরা, আমেরিকানরা, বড় নোংরা মনের মানুষ। দুনিয়ার সবকিছুতে নাক গলানো চাই, সব সম্পদে ভাগ বসানো চাই। নইলে কেন মরতে যাবে জিম্বালায়। সীমাহীন লোভই মৃত্যু ডেকে এনেছে তোমাদের। হুইটলকের অবসর গ্রহণের পর গর্ডন হত সিআইএ চীফ, আর তোমার চীফ সরে গেলে তুমি এনওয়াইপিডি চীফ। বাহ্! সোনায় সোহাগা।

'গর্ডন নয়, তুমিই ইউনাকোয় মাইক্রোফোন বসিয়েছিলে ডি আর্চিকে দিয়ে। তাই না? পর পর দুবার আমার ছাড়া পাওয়ার আয়োজন তুমিই করেছিলে। গর্ডনকে দিয়ে ফোন করিয়ে তোমার চীফকে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নিষেধ করিয়েছিলে। ক্যাপিটল হিলে গর্ডনের কিরকম প্রভাব জানত এনওয়াইপিডি চীফ। তাই বুড়ো বয়সে চাকরি খোয়াবার ঝুঁকি নেয়নি।

'আরও শুনবে? সার্জেন্ট রাসেল ছিল তোমার লোক। ট্রেড সেন্টারের ক্যাটওয়াকের চার্জে যে ছিল। সত্যি তুমি চালাক। খুবই চালাক। তবে এসব মিথ্যে বা এসব বিষয়ে তুমি কিছু জানো না বলে পার পাওয়ার চেষ্টা

করে লাভ হবে না। তোমাদের সমস্ত কুকীর্তির রেকর্ড এখন আমার পকেটে। গর্ডনের কম্পিউটারে যতগুলো ফাইল ছিল, সব তুলে এনেছি আমি। এ-ও একটা ইনশিওরেন্স পলিসি। অত্যন্ত মূল্যবান পলিসি।' একটু থামল পেলেড়। আবার মাথা দোলাল দুঃখিত ভঙ্গিতে। 'ফ্যালকন। কে কল্পনা করেছিল!'

সশব্দে ঢোক গিলল নোভাক হ্যালি। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে। হাঁটুর ওপর জোর খাটিয়ে নিজের ভারি দেহটা দাঁড় করাল কমিশনার, তারপর এক পা দু পা করে লিকার কেবিনেটের দিকে এগিয়ে চলল। ঝুলে পড়েছে কাঁধ। থুতনি প্রায় বুকে ঠেকেছে। এক গ্লাস নির্জলা বুরবোঁ নিয়ে বড় বড় চুমুক দিতে লাগল সে।

'তুমি এসেছিলে আমাকে খুন করতে। তাই না, কমিশনার? গ্রীন ব্যর্থ, হিলও পারেনি। কাজেই দায়িত্বটা বর্তেছে তোমার ওপর। কি প্ল্যান ছিল তোমার? স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন দিয়ে আমাকে নিকেশ করবে? এবং যাওয়ার সময় আমার পিস্তল বা দুটোর যে কোন একটা অস্ত্র পকেটে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সবাইকে বলতে, আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়ে ট্রিগারে আমারই আঙুলের চাপে বেরিয়ে গেছে এস অ্যাণ্ড ডব্লিউ বা ডেজার্ট ঈগলের গুলি? ওতেই মৃত্যু হয়েছে আমার? এবং অস্ত্রটা যে আমার হাতেই ছিল, সে তো সবাই জানে, তাই না? তুমি এসেছ নিরস্ত্র অবস্থায়। সশস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে গেলেই বা কে বুঝত? কে সার্চ করতে যেত তোমাকে?'

এবার মুখ খুলল নোভাক হ্যালি। খসখসে গলায় বলল, 'ইউ আর আ ডেড ম্যান, বেনি। ধরে নিতে পারো। এখান থেকে পালাতে যদি সক্ষমও হও, ওরা ঠিকই খুঁজে বের করবে তোমাকে।'

‘ওরা কারা, সিআইএ?’

‘হ্যাঁ। সিআইএর টপ অ্যাসাসিন। তুমি কম নও, স্বীকার করি। কিন্তু যোগ্যতায় ওদের পায়ের কাছেও লাগো না তুমি।’

‘ঠিকই বলেছ, তা হয়তো নই। ওয়েল, সে দেখা যাবে সময়মত,’ আসন ছাড়ল পেলেড। ‘আমার মনে হয় নির্ধারিত সময়ের অনেক বেশি পার করে দিয়েছ তুমি। এবার যদি...’ ঝট্ করে বসে পড়ল সে। হাতের গ্লাসটা সর্বশক্তিতে পেলেডের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছিল হ্যালি। কিন্তু অল্পের জন্যে লাগল না। পিছনের দেয়ালে আছড়ে পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল গ্লাস।

এবার বুরবোঁর আস্ত বোতলটাই বরবাদ করে দিল কমিশনার। ব্যর্থ হলো লাগাতে। সুযোগ বুঝে দুই লাফে এগিয়ে এল পেলেড চিতার মত। বাঁ হাতে তার চর্বি থলথলে তলপেটে ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ বসিয়ে দিল। ধড়াস করে চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল।

ডেজার্ট ঈগল তুলল বেনি তার মাথা সই করে। ‘হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এসব কুকাজের জন্যে যদি চাকরি হারাতেও হয়, তবু কিছু আসবে যাবে না তোমার। প্রচুর টাকার মালিক তুমি। সারাজীবন পায়ের ওপর পা রেখে খেয়ে ছড়িয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তা আমি হতে দেব না। গুড বাই, কমিশনার। নরকে দেখা হবে।’ হৃৎপিণ্ড সই করে দুটো গুলি করল পেলেড। সামান্য নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল ভারি দেহটা। কুলকুল করে রক্ত বেরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অনেকখানি কার্পেট ভিজিয়ে ফেলল।

তেরো

টেলিফোনের তীক্ষ্ণ আওয়াজে ঘুরে দাঁড়াল বেনি পেলেড। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পকেটে পুরে রিসিভার তুলল। 'ইয়েস?'

'পেলেড?'

হাসি ফুটল তার মুখে। 'মাসুদ রানা?'

'কমিশনারকে মেরে ফেলেছ!'

ঘুরে লাশটার দিকে তাকাল সে। 'সেরকমই মনে হচ্ছে। আমাদের আলোচনা কানে গেছে তোমাদের নিশ্চয়ই? এখন দেখলে তো, দুনিয়ায় আমরাই কেবল ক্রিমিন্যাল নই, তোমাদের মত ভদ্রবেশী অনেক দেশসেবক আমাদের চেয়েও অনেক বড় ক্রিমিন্যাল। সে যাক, বলো কি বলবে।'

'জেনি কোথায়?'

'ওর ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে...'

'আমি করছি না,' লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে গমগমে কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি তোমাকে তোমার নিজের জন্যে দুশ্চিন্তা করার কথা বলার জন্যে ফোন করেছি। খেয়াল করে শোনো, পেলেড, অপারেশনের চার্জ আমি নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছি। জেনির যদি সামান্যতম ক্ষতিও হয়, মাসুদ রানার হাত থেকে বাঁচবে না তুমি। এখন থেকে বুঝেশুনে পা ফেলতে পরামর্শ দেব আমি তোমাকে। ওয়ান রঙ মুভ অ্যাণ্ড ইউ উইল বি ডেড

বিফোর ইউ হিট্ দ্য গ্রাউণ্ড। পরিষ্কার?'

'পানির মত!' চেষ্টা করেও গলায় ব্যঙ্গ ফোটাতে ব্যর্থ হলো এবার বেনি। লোকটার অনুত্তেজিত বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা রীতিমত অসাড় করে তুলেছে তাকে। কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে বুকের ভেতর।

'এবার বলো, জেনিকে কেন আটক করেছ। কি চাও তুমি ওর বিনিময়ে।'

'ফোনের কাছে অপেক্ষা করো। পাঁচ মিনিট পর রিঙ ব্যাক করব।'

'যদি ভেবে...' থেমে গেল মাসুদ রানা। ফোন রেখে দিয়েছে লোকটা।

ঘড়ি দেখল পেলেড। দুটো সতেরো। এখনও দেড় ঘন্টার কিছু বেশি সময় আছে হাতে। ঠিক চারটেয় ফ্লাই করবে তার চার্টারড্ বিমান। কিন্তু এদিকের সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। এক মুহূর্তও আর নিরাপদ নয় সে এখানে। মাসুদ রানাকে বিশ্বাস নেই। যে কোন মুহূর্তে ঝটিকা অভিযান চালাতে পারে লোকটা। ভাগ ভাগ হয়ে চতুর্দিক থেকে ঢুকে পড়তে পারে বাংলোর ভেতর। একা কয়দিক সামলাবে সে? অবশ্য সে ক্ষেত্রে জেনিকে হয়তো হত্যা করতে পারবে সে, কিন্তু তাতেই বা কি লাভ?

না, নিজের জীবন বিনিময় করতে রাজি নয় সে। ওপাশের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাইডবোর্ডের নিচের ড্রয়ার খুলে আরেকটা টেলিফোন সেট বের করল পেলেড। স্ক্র্যাম্বলড্ টেলিফোন। একটু আগেই এটার সাহায্যে কথা বলেছে সে স্কোয়াডের রিজার্ভ সর্বশেষ সদস্যের সঙ্গে। নম্বর চাপার সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলল কেউ।

'লেপার্ড বলছি।'

'আবার কি হলো?' সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করল ও প্রান্তের কণ্ঠ।

'প্ল্যান সামান্য বদলাতে হলো বাধ্য হয়ে।'

'কিরকম?'

সেফ হাউসের পরিস্থিতি সংক্ষেপে জানাল তাকে পেলেড।

ইতস্তত করতে লাগল লোকটা। 'তো? কি করবে ঠিক করেছ এখন!'

'তুমি চলে এসো এখানে। কন্টারে করে নিয়ে যাবে আমাকে।'

'পাগল নাকি তুমি!' চমকে উঠল সে। 'আমি যাব ওর মধ্যে?'

'শোনো, ডেমিরেল। ভয়ের কিছু নেই। মেয়েটা যতক্ষণ আমার হাতে আছে, একটা আঁচড়ও দেয়ার সাহস পাবে না কেউ তোমার গায়ে।'

'না না, ভাই। মাফ চাই। আমাকে দিয়ে...'

'ডেমিরেল!' দাবড়ি লাগাল পেলেড। 'আমার যদি কিছু হয়, তোমাকে ছেড়ে দেব ভেবেছ? আমি মুখ খুললে কম করেও বিশ বছর জেলের ঘানি টানতে হবে তোমাকে। কাজেই যা বলছি করো।'

'কিন্তু...।'

'বললাম তো ভয়ের কিছুই নেই। তাছাড়া টাকা যা দেয়ার কথা ছিল, তার দ্বিগুণ দেব।'

দীর্ঘ নীরবতার পর ফোঁস করে দম ছাড়ল ডেমিরেল। 'বেশ। কিন্তু কন্টারের কি হবে?'

'আমি তার ব্যবস্থা করছি। কোনটা হলে সুবিধে তোমার?'

'একটা হিউ ব্যবস্থা করো।'

'ঠিক আছে, করছি। তুমি রওনা হয়ে যাও।'

'কিন্তু ওখানে যে বললে পুলিস আছে। ব্লক পার হব কি করে?'

'সে আমি দেখব। তোমার কি গাড়ি?'

'ডাটসান।'

'রঙ?'

'হালকা নীল।'

'ওকে, চলে এসো। কেউ বাধা দেবে না তোমাকে। ভেতরে ঢুকে

সোজা বাংলোর পিছনে সেলারের দরজার যতটা সম্ভব কাছে এসে দাঁড়াবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। সত্যি কোন ঝামেলা হবে না তো?'

'হবে না। কথা দিলাম।'

'বেশ। আসছি।'

রিসিভার রেখে দিল বেনি পেলেড। যথাস্থানে সেট রেখে বন্ধ করে দিল ড্রয়ার।

চিন্তিতমুখে রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা। কমিউনিকেশন ভ্যানের পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ও। চারদিক থেকে ওকে প্রায় ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। 'কি বলল লোকটা?' বললেন কলচিনস্কি।

'তিনটের ভেতর একটা হেলিকপ্টার চাই ওর। নইলে জেনিকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়েছে।'

'কি করবে কপ্টার দিয়ে?'

'পরে জানাবে বলেছে।' বাংলোয় ঝটিকা অভিযান চালানোর সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছিল একবার মাসুদ রানা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হয়নি সে চিন্তা। বাংলোর চারদিকেই ফিট করা আছে অসংখ্য অটোমেটিক সেন্সিং সিকিউরিটি লাইট। খোলা জায়গায় দশগজের বেশি এগোনো যাবে না কোনদিক থেকেই। কারেন্ট অফ করে দিলেও লাভ হবে না। ভেতরে ইমার্জেন্সি জেনারেটর আছে।

ওদিকে মুখে যতই বাহাদুরি দেখাক, চারদিকের পরিস্থিতি দেখে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেছে পেলেড। না ঘাবড়ে পারেই না। বেশি ঘাবড়ালেও বিপদ, নার্ভাস ব্রেক ডাউন হতে পারে। করে বসতে পারে যা খুশি তাই।

'কি করবে ঠিক করলে?'

'দেব ওকে কপ্টার,' বলল রানা। 'ওর আসল উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত কোনরকম উস্কানিমূলক কিছু করা যাবে না।'

'অলরাইট। আমাদের হিউ দেয়া যায় ওকে। নিউ আর্কেই আছে ওটা।'

'হিউই চেয়েছে বেনি।'

'তাহলে তো ভালই। আমিই যাচ্ছি ওটা আনতে। তোমার এখানে থাকা দরকার,' ঘুরে দাঁড়ালেন কলচিনস্কি।

'ঠিক আছে।' বুড়ো একটা জিনিয়াস, জানে মাসুদ রানা। প্রায় সব ধরনের হেলিকপ্টার চালাতে সক্ষম তিনি। কেজিবির ট্রেনিঙ। 'হারপার!' নিজের সহকারীর উদ্দেশে বলল ও। 'এয়ারপোর্ট পৌঁছে দিয়ে এসো ওঁকে।'

টু ওয়ে রেডিওর মাধ্যমে নিজের ইউনিট লীডারের সঙ্গে কথা বলল রানা। তাকে বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে বাংলোর বিশেষ করে পিছনদিকে কড়া নজর রাখতে বলল। কম্পিউটর ডিস্কের কথা জেনে গেছে এখানকার সবাই। এদের মধ্যেও যে সিআইএর চর নেই কে বলতে পারে? খবর পেয়ে যদি একাধিক অ্যাসাসিন পাঠায় হুইটলক ওটা উদ্ধারের জন্যে, তাহলেই সর্বনাশ।

জেনিকে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না সিআইএ। ওদের চাই ডিস্ক। তাতে বিশ-পঞ্চাশজন জেনি মরলেও কিছু আসে যায় না ওরা প্রফেশনাল। মাঠে একবার নেমে পড়লে কার্যোদ্ধার না করে সাধারণত ফেরে না। যদিও ডিস্কটা সঙ্গে রেখেছে পেলেড তা মনে করে না রানা। ওরকম ঝুঁকি নিশ্চয়ই পেলেড নেবে না। কিন্তু সিআইএ সেটা বুঝবে কি না কে জানে।

দূর থেকে কপ্টারের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে ঘড়ি দেখল বেনি পেলেড। দুটো

সাতান্ন। চমৎকার। হলরুমের আলো নিভিয়ে সামনের বেডরুমে চলে এল সে। জানালার কিনারায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কার্টেন সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল। বাইরে অন্ধকার। দেখা যায় না কিছু। কিন্তু ওর মধ্যে যে স্ট্রাইক ফোর্স আর সোয়াট টীম ঘাপটি মেরে বসে আছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার। কমিশনার মরলেও তার বাহিনী নিশ্চয়ই স্থানত্যাগ করেনি।

হাই-টেক ইনফ্রা-রেড টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রেখে এদিকেই চেয়ে আছে অসংখ্য স্নাইপার। সামান্যতম ভুল করলেই ওদের কারও হাতে পলকে মৃত্যু হবে তার, কিছু টের পাওয়ার আগেই। কাজেই ভুল করলে চলবে না। খুব ভেবেচিন্তে পা বাড়াতে হবে।

হঠাৎ করেই গাছপালার ওপর দিয়ে এপাশে চলে এল কপ্টারটা। পোর্চের কয়েক গজ সামনে শূন্যে স্থির হলো, তারপর আস্তে আস্তে নেমে পড়ল মাটিতে। পাইলট দেয়ার প্রস্তাব করেছিল মাসুদ রানা, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে বেনি। বলে দিয়েছে কপ্টার ল্যাণ্ড করিয়ে সরে যেতে হবে ওদের পাইলটকে। পরের ব্যাপার সে নিজে সামলাবে। সেই সঙ্গে ডেমিরেলের কথাও জানিয়েছে রানাকে। কথা আদায় করে নিয়েছে বাধা দেয়া হবে না ডেমিরেলকে ভেতরে ঢুকতে।

এঞ্জিন অফ করে দিলেন কলচিনস্কি। আলো নিভিয়ে নিজেকে সীট বেল্টমুক্ত করলেন। দরজা খুলে পা রাখলেন মাটিতে। একবার বাংলোর দিকে তাকিয়ে ফিরে চললেন বনের প্রান্তের দিকে। পর্দা ছেড়ে সরে এল বেনি। মাসুদ রানা কথা রেখেছে। এখন ডেমিরেলকে প্রয়োজন তার। কোথায় সে? কেন আসছে না এখনও?

'পেলেড?'

'বলছি।'

'তোমার কন্টার পৌঁছে গেছে,' বলল মাসুদ রানা।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'এবার বলো, জেনিকে কখন ছাড়ছ?'

'যখন আমি নিশ্চিত হব যে সিআইএ বা তোমরা ফলো করছ না আমাকে।'

'মানে?'

'শোনো, রানা। তোমার মত আমিও চাই না জেনির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হোক। পাইলট এলে চলে যাব আমি এখান থেকে। সঙ্গে ওকেও নিয়ে যাব, অবশ্যই। তবে বেশি দূর নয়। কালকের মধ্যে জেনিকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাবে তুমি।'

'কি করে ভাবলে এতে রাজি হব আমি?'

'হবে,' বেশ আস্থার সুরে বলল পেলেড। 'কারণ আমার বিশ্বাস, এমন কিছু করতে তুমি আমাকে বাধ্য করবে না যাতে সারাজীবন তোমাকে-আমাকে পস্তাতে হয়। কি বলো, করবে?'

যা বোঝার বুঝে নিল মাসুদ রানা। নিজের করণীয়ও ঠিক করে ফেলল মুহূর্তে। জেনিকে নিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেবে না ও লোকটাকে। দেয়ার প্রশ্নই আসে না। দূর থেকে আনমনে কপ্টারের দিকে চেয়ে থাকল ও। মনে মনে হিসেব কষছে কিছু। 'কি করে জানব আমি কখন কোথায় মুক্তি দিচ্ছ তুমি ওকে?'

'আমিই তোমাকে জানাব সময়মত। কথা দিচ্ছি। ক্রিমিনাল হলেও কথার বরখেলাফ করি না আমি কখনও। আবারও বলছি, কোন চিন্তা নেই। আর অনুরোধ করছি, আমি বাংলো থেকে বের হলেই হয়তো ট্রিগার টানতে খুব ইচ্ছে করবে তোমার, ইচ্ছেটা দমন কোরো। কাকে লাগতে কাকে লাগবে গুলি ঠিক নেই।'

'একজন স্নাইপারের মুখে এ কথা শোভা পায় না, পেলেড। এখানে যারা আছে তারা হাইলি ট্রেইনড্ স্নাইপার। তোমার নাকে লাগাতে চাইলে নাকেই লাগবে। লেজে লাগাতে চাইলে...'

সশব্দে হেসে উঠল বেনি। 'তা মানি। তবে কোনটা নাক কোনটা লেজ সেটা তো আগে বুঝতে হবে তাদের।'

'মানে?'

'সময় হোক, জানতে পারবে। জাস্ট ওয়েট অ্যাণ্ড সি।'

সামনেই একসার পুলিসের গাড়ি দেখে চট করে ব্রেকে পা রাখল ডেমিরেল। সবগুলোর মাথায় জ্বলছে ফ্ল্যাশলাইট। কাঁপুনি জাগানো পরিবেশ। ড্যাশবোর্ডের ওপর রাখা আছে বড় কালো একটা স্কার্ফ। বাঁ হাতে ধরে ঝাঁকি দিয়ে ভাঁজ খুলল সে ওটার। তারপর এক হাতেই ওটা দিয়ে ঘোমটার মত করে কাঁধ মাথা ঢাকল। ব্রেক ছেড়ে গ্যাস পেডালে চাপ দিল আবার ডেমিরেল।

শ'খানেক গজ সামনে, ড্রাইভওয়ের মুখে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক পুলিস। হাতে লম্বা হুড পরানো ফ্ল্যাশলাইট। কাছাকাছি যেতে আলো ফেলল সে ভেতরে। স্কার্ফের প্রান্ত দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখের নিচ পর্যন্ত ঢাকল ডেমিরেল। আলো ধরেই রেখেছে পুলিসটা, সরাচ্ছে না মুখের ওপর থেকে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে ঢোক গিলল সে। হঠাৎ করেই কাঁপুনি উঠে গেল নতুন এক পিলে চমকানো সম্ভাবনার কথা মনে জাগতে। এর মধ্যে যদি ধরা পড়ে গিয়ে থাকে পেলেড এদের হাতে? হায় ঈশ্বর! কি করে বুঝবে সে? যদি নিহত হয়ে থাকে? মাসুদ রানার নির্দেশে হাত নেড়ে ডেমিরেলকে এগিয়ে যেতে ইশারা করল পুলিসটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। এখনও বহাল তবিয়তেই আছে তাহলে বেনি, থ্যাঙ্ক গড!

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল ডেমিরেল। গেট পেরিয়ে বাংলোর সীমানায় চলে এল। সামনেই আরেকটা দীর্ঘ মূর্তি দাঁড়িয়ে। গাড়ির আলোয় চেহারা দেখা গেল লোকটার পরিষ্কার। চেহারা, দাঁড়ানোর ভঙ্গি সবকিছুতেই কেমন একটা অশুভ ছাপ রয়েছে লোকটার। আপাদমস্তক শিউরে উঠল ডেমিরেলের। লোকটাকে পাশ কাটাল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে একভাবে গাড়িটার টেইল লাইটের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা।

বাংলোর মাঠের প্রান্তে পৌঁছতে দু পাশে কালো ইউনিফর্ম পরা অনেকের নড়াচড়া চোখে পড়ল ডেমিরেলের। ওরা কারা বলে দিতে হলো না। ওরে সব্বোনাশ! এ কিসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে পেলেড? কিন্তু এখন আর তা ভেবে লাভ কি? কোন উপায় নেই পিছিয়ে যাওয়ারও। বাংলোর সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা হিউটা দেখামাত্র মনটা খুশি হয়ে উঠল ডেমিরেলের। ফিরে এল আত্মবিশ্বাস।

পেলেডের নির্দেশ মত রাস্তা ছেড়ে মাঠের ওপর নেমে পড়ল ডেমিরেল। ঘুরে এসে সেলারের দরজার দুই ফুটের মধ্যে দাঁড় করাল ডাটসান। এবার আর সিকিউরিটি লাইট জ্বলে উঠল না। কারণ জানালা দিয়ে ডেমিরেলকে আসতে দেখে বাংলোর মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে বেনি। এমনিতেই অন্ধকারে ডুবে ছিল বাংলো, কাজেই কেউ কিছু টের পেল না।

এখন কি করবে সে? জানালার কাঁচ নামিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল ডেমিরেল, বসে থাকবে গাড়িতে? না ভেতরে যাবে? কোথায় গেল বেনি? এই সময় মৃদু একটা আওয়াজ কানে যেতে ঘুরে তাকাল ডেমিরেল। সেলারের দরজা আধ ইঞ্চি খুলে ফাঁকে চোখ রেখে চাপা গলায় ধমকে উঠল বেনি, 'আলো নেভাও!'

চট করে হেডলাইট অফ করে দিল ডেমিরেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। সদ্য উদয় হওয়া ঘোলাটে চাঁদের মৃদু আলো ছাড়া আর কোন

আলো নেই কোথাও। 'ভেতরে এসো!'

তাই করল ডেমিরেল। ডান হাতে অটোমেটিক, বাঁ হাতে জেনিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পেলেড। অস্ত্রটা তার বুকের দিকেই ধরা দেখে আঁতকে উঠল ডেমিরেল। 'অ্যাই, কি করছ?'

'মুখের কাপড় সরাও!' গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম করল পেলেড।

'ও, তাই বলো।' কাপড় সরাল ডেমিরেল। হাসিমুখে বলল, 'সন্তুষ্ট?' বছর ত্রিশেক বয়স হবে ডেমিরেলের। এক সময় মার্কিন বিমান বাহিনীর পাইলট ছিল। জাত ক্রিমিনাল। সরকারের দেয়া গোনা টাকা পছন্দ হয়নি। দুই নম্বরী করতে গিয়ে মাত্র চার বছরের মাথায় চাকরি হারাতে হয় ডেমিরেলকে। তখন থেকেই পেলেডের শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছে সে। ওর সঙ্গে কাজের মজাই আলাদা। প্রচুর পয়সা পাওয়া যায় প্রতিটি কাজে। যা ডেমিরেল কোনদিন কামাই করতে পারবে বলে কল্পনাও করেনি।

ঘন, কোঁকড়া চুল ডেমিরেলের। বাদামি রঙের। বাঁ কানে সোনার দুল, সরু চেইনের মাথায় একটা স্লিপার। চেহারায় শিশুসুলভ সারল্য। 'এবার?' স্কার্ফ দিয়ে নিজের মুখটা ভাল করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল সে।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা কম্বল দেখাল পেলেড। 'এটা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দাও আমাদের। তারপর গাড়িতে নিয়ে চলো। কুইক!'

তাই করল ডেমিরেল। কম্বলের নিচে জেনির কোমর জড়িয়ে ধরে পিস্তলটা বুকের পাঁজরে ঠেসে ধরে রাখল বেনি। 'সাবধান, জেনি। গুলি করতে এক মুহূর্তও দেরি করব না আমি। ডেমিরেল, চলো।'

'ওকে।' দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ। তারপর বেনির বাহু ধরে নিয়ে এল গাড়ির কাছে। পিছনের দরজা খুলে ধরে ঠেলা দিল সামনের দিকে। 'ঢুকে পড়ো।'

মনের মধ্যে খানিকটা ভয় থাকলেও নিরাপদেই গাড়িতে উঠতে সক্ষম

হলো বেনি। সীটে না বসে ফুটবোর্ডে বসে থাকল মাথা নিচু করে। ডেমিরেল ড্রাইভিং সীটে উঠে বসতে বলল, 'আলো জ্বেলো না। সোজা চপারের কাছে গিয়ে থামবে।'

ধীরগতিতে ঘুরে সামনে চলে এল ডেমিরেল। আগের থেকে আরও খানিকটা উজ্জ্বল হয়েছে চাঁদের আলো। সে আলোয় যতদূর দেখা যায়, চারদিকটা দেখে নিল ডেমিরেল। এগিয়ে এসে একেবারে কপ্টারের কেবিন ডোরের দুই ফুটের মধ্যে দাঁড় করাল ডাটসান। বেরিয়ে এসে আবার এদিক ওদিক তাকাল ডেমিরেল। এবার বেশ কয়েকটা ছায়া দেখা গেল, বনের প্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ডেমিরেলের। কতজন স্নাইপার সাইটের মধ্যে দিয়ে দেখছে তাকে এ মুহূর্তে। কাঁপাকাঁপি বন্ধ কর, নিজেকে ধমকাল সে। বরং জলদি এখান থেকে কেটে পড়ার ব্যবস্থা কর। হিউর কেবিন ডোর খুলে ভেতরে তাকাল সে। না, কেউ ওদের অপেক্ষায় নেই। ফিরে এসে কাঁচ নামানো সামনের জানালা দিয়ে পিছনে তাকাল সে। 'ঠিকই আছে সব।'

'চলো তাহলে। বের করো আমাদের।'

কম্বলের ওপর থেকে হাত ধরে ওদের বের করল ডেমিরেল। মাটিতে পা রেখেই কুঁজো হয়ে প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনল পেলেড নিজের দৈর্ঘ্য। ফলে জেনিকেও কুঁজো হতে হলো তার আলিঙ্গনের আকর্ষণে। সব দিক থেকেই পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল ওরা কম্বলের তলায়। কারও পা পর্যন্ত দেখা যায় না।

হতাশ হয়ে কাঁধ থেকে স্নাইপার রাইফেল নামিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। পেলেডের তখনকার হেঁয়ালি ধরতে পেরেছে সে এখন। বোঝারই উপায় নেই কে বেনি, আর কে জেনি। কোনটা নাক কোনটা লেজ বুঝে ওঠার আগেই হিউর কেবিন ডোরের কাছে পৌঁছে গেল অদ্ভুত কালো ছায়াটা। আড়াল হয়ে গেছে ডাটসানের ওপাশে। রাইফেলটা স্ট্রাইক ফোর্সের এক

স্নাইপারের হাতে তুলে দিয়ে কলচিনস্কির দিকে তাকাল রানা।

প্রায় ফিসফিস করে বললেন তিনি, 'গুড লাক, মাই বয়।'

বনের কিনারা ঘেঁষে দ্রুত পা বাড়াল মাসুদ রানা। ঘুরে হিউর ঠিক পিছনে পৌঁছতে চায়। অর্ধেক পথ গিয়ে কেবিন দোর বন্ধ হওয়ার শব্দে হাঁটতে হাঁটতেই ঘুরে তাকাল। উঠে পড়েছে পেলেড জেনিকে নিয়ে। গতি আরও বাড়াল রানা।

ওদিকে দরজা বন্ধ হয়ে যেতে কম্বলের তলা দিয়ে উঁকি দিল বেনি পেলেড। 'সব ঠিক আছে?'

'সব ঠিক', হাসি ফুটল ডেমিরেলের মুখে। প্যানেল লাইট না জ্বেলে উপায় নেই, তাই কেবল ওটাই জ্বালল সে। সবুজ আলোয় ভরে উঠল কেবিন। বুঝতে পারছে, বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে, কিন্তু এবার আর ভয় জাগল না মনে। বুঝতে পেরেছে পরিস্থিতি পেলেডই নিয়ন্ত্রণ করছে এ মুহূর্তে। বাইরের ওরা নয়। চাবি ঘুরিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। দুলে উঠল হিউ। প্রথমে কিছুক্ষণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল দোলাটা, তারপর সয়ে এল আস্তে আস্তে।

কম্বল সরিয়ে পকেট থেকে হ্যাণ্ডকাফটা বের করল বেনি পেলেড। একটা কাফ জেনির বাঁ হাতে পরিয়ে অন্যটা সীটের ওপরে হাতল হিসেবে ব্যবহারের জন্যে দেয়ালে ফিট করা একটা আংটার সঙ্গে আটকে দিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল লম্বা করে।

'চললাম,' বলল ডেমিরেল। এক হাতে থ্রটল ধরে আছে সে, নজর প্যানেলের রোটর আরপিএম মাপার মিটারের ওপর।

'শিওর।'

অ্যাথলেটের মত গেট সেট হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। কপ্টারের সঙ্গে

দূরত্ব যথাসম্ভব কমিয়ে এনেছে। আর এগোতে সাহস হচ্ছে না। অভিজ্ঞ কান দিয়ে রোটরের গতিবেগ অনুমান করছে। এক সময় মনে হলো সময় হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই মাটি ত্যাগ করল হিউর জোড়া প্যাড। শুরু হলো ধীর গতির উত্থান।

জ্যা মুক্ত তীরের মত ছুটল মাসুদ রানা। প্রথম পাঁচ সেকেণ্ডেই মনে হলো কার্ল লুইসের রেকর্ড ব্রেক করে ফেলেছে ও। সামনে ঝুঁকে পায়ের পাতার সামনের অংশে ভর দিয়ে ছুটছে। হিউর প্রায় দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে রানা, ওটা তখন চার ফুট শূন্যে। প্রতি মুহূর্তে মাটির সঙ্গে প্যাডের ব্যবধান বাড়ছে।

এই সময় ধরা পড়ে গেল রানা ডেমিরেলের চোখে। ওঠার সময় হিউর লেজ সামান্য ঘুরে যেতে ঘটল বিপত্তিটা। সঙ্গে সঙ্গে কালেকটিভ-লিভার পিচের ওপর হাতের চাপ বাড়াল সে উত্থানের গতি আরও বৃদ্ধি করার জন্যে। সাঁ করে প্রায় রানার আওতার বাইরে চলে গেল হিউ মুহূর্তে। কিন্তু হাল ছাড়ল না ও। দৌড়ে এসে লাফিয়ে উঠে পড়ল ডাটসানের বনেটে। সেখান থেকে আরেক লাফে ছাতে।

নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ডান হাতের চার আঙুলে কপ্টারের স্টীলের ঠাণ্ডা প্যাড আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হলো রানা কোনরকমে। উত্থানের স্বাভাবিক গতি পেয়েছে তখন এঞ্জিন, সাঁ সাঁ করে কোনাকুনি উঠে চলেছে হিউ। ডান বাহুতে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে রানার। মনে হচ্ছে কাঁধের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে হাতটা এখনই।

খুব আস্তে আস্তে, সাবধানে বাঁ হাতটা তুলল ও, চেপে ধরল রড। বেশি জোর খাটানো যাচ্ছে না হাতটার ওপর, তাই যথাসম্ভব কম ভার চাপাল ওটায়। তাতেও অনেক সাহায্য হলো। যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করল রানা। পেণ্ডুলামের মত এপাশ ওপাশ দোলাতে দোলাতে আরও উঁচুতে

টেনে নিয়ে চলেছে ওকে হিউ।

দোলাটা খানিক কমতে মনস্থির করল মাসুদ রানা। ঝাঁকি দিয়ে কোমরের নিচের অংশ ওপরে তুলে ডান পায়ে প্যাড পেঁচিয়ে ধরল। ঘুরে গেল দেহ, মাটির দিকে চোখ গেল ওর। প্রায় দেড়শো ফুট মত উঠে পড়েছে কপ্টার। ওদিকে ঘন ঘন মুখ বাড়িয়ে রানার দিকে তাকাচ্ছে ডেমিরেল। একটু আগের আত্মবিশ্বাস কর্পূরের মত উবে গেছে তার। আর পেলেড, অটোমেটিক মুঠোয় ধরে বসে আছে চুপচাপ।

বাইরের ঘটনা তাকে জানিয়েছে ডেমিরেল। শোনামাত্র বুঝে নিয়েছে সে, এ মাসুদ রানা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বসে আছে সে তাকে তপ্ত অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। ব্যস্ততা নেই বেনির। উঠেই যখন পড়েছে, ঝুলুক আরও কিছুক্ষণ, তারপর উঠবে সে। এ মুহূর্তে দরজা খোলা ঠিক হবে না। এখনও নিচের স্নাইপারদের আওতায় রয়েছে সে। থাকতে হবে আরও কিছুক্ষণ।

'নিচে নেমে গাছের সঙ্গে বাড়ি মেরে ফেলে দিই হারামজাদাকে?' বলল ডেমিরেল।

'না, খবরদার। বিপদ ঘটে যেতে পারে। গাছের ডালে প্যাড আটকে যাওয়ার চান্স আছে।'

কপ্টার দোলাতে শুরু করল ডেমিরেল। কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। আগেই প্যাডের ওপর উঠে বসেছে মাসুদ রানা। দু'হাতে প্যাডের সাপোর্টার ধরে বসে আছে বেড়ালের মত। হঠাৎ করেই গাছের মাথা ছাড়িয়ে খোলা আকাশে উঠে পড়ল হিউ। চেঁচিয়ে পেলেডকে সংবাদটা জানাল ডেমিরেল।

আসন ছাড়ল সে এবার। জেনির ওপর দিয়ে ঝুঁকে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল কেবিন ডোর। উঁকি দিল বাইরে সাবধানে। রানাকে

চোখে পড়তে তৃপ্তির হাসি ফুটল মুখে। অটোমেটিক তুলতে শুরু করল সে রানার মাথা লক্ষ্য করে। এই সময় এক ঝটকায় পা দুটো সীটের ওপর তুলে আনল জেনি, পরমুহূর্তে জোড়া পায়ে দড়াম করে মেরে বসল পেলেডের মুখের ডান পাশে।

চেঁচিয়ে উঠল পেলেড, ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল ওপাশের দেয়ালে। লাথিটা পড়েছে কপালের ক্ষতটার ঠিক ওপরে। যেটুকু জোড়া লেগেছিল চামড়া, জোরাল লাথিতে হাঁ হয়ে গেল আবার। কল কল গড়িয়ে নামতে লাগল রক্ত। ডান হাতে চোখ চেপে ধরে গোঙাতে লাগল লোকটা। অটোমেটিক ছিটকে পড়ে গেছে ভেতরেই কোথাও। প্রচণ্ড রাগে বাঁ হাতে গায়ের জোরে চড় মেরে বসল সে জেনির গালে। ডানদিকের দেয়ালে বাড়ি খেল ওর মাথা। দেয়ালে ঝোলানো অনেকটা ফার্স্ট এইডের বাক্সের মত দেখতে একটা বাক্স খসে পড়ল ওর পাশেই, সীটের ওপর।

চড় মেরেই পাগলের মত মেঝে হাতড়াতে শুরু করল পেলেড অস্ত্রটার খোঁজে। এই ফাঁকে উঠে পড়ল রানা ভেতরে। পায়ের কাছে পেয়ে প্রথমেই জুতোর ডগা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক কিক্ মারল ও লোকটার চোয়ালে। ধরে ফেলেছিল পেলেড ডেজার্ট ঈগল, লাথির চোটে ছুটে গেল আবার। সড়সড় শব্দে গড়িয়ে খোলা দরজার মাত্র ছ' ইঞ্চি দূরে থেমে পড়ল ওটা।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে টান মেরে ওয়ালথারটা বের করে ফেলল মাসুদ রানা। কিন্তু হাত গুলি ছোঁড়ার অবস্থানে আনতে পারল না, তার আগেই ওর কবজি চেপে ধরেছে পেলেড বজ্রমুঠিতে। পরক্ষণেই নাকের ওপর প্রচণ্ড এক পাঞ্চ খেয়ে চোখের সামনে সব দুলে উঠল রানার। আঁধার দেখতে লাগল চারদিকে। এই ফাঁকে ওর চেপে ধরা হাতটা ঘুরিয়ে কেবিনের দেয়ালে গায়ের জোরে বাড়ি মারল সে। আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল—রানার ওয়ালথার পিপিকে।

পরক্ষণেই চিত হয়ে পড়ে গেল রানা চোয়ালে পেলেডের হাতুড়ির মত ওজনদার আরেকটা জ্যাব খেয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ল পেলেড অন্ধ আক্রোশে। কনুই চালাল মাসুদ রানা। ডান হাত বাঁ দিকে নিয়ে ঘুরিয়ে মারল লোকটার নাকেমুখে। এটাও পড়ল ডান ভুরুর ওপর। গুঙিয়ে উঠল বেনি, কুঁকড়ে গেল অসহ্য যন্ত্রণায়।

কিন্তু ওরই মধ্যে স্প্রিঙের মত ঝট্কা মেরে খাড়া হয়ে গেল সে রানাকে ওয়ালথারের দিকে হাত বাড়াতে দেখে। ওটার মালিকানা দখলের জন্যে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বুনো মোষের মত যুঝতে লাগল দুজনে। রানা চাইছে ওটার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে, বেনি চাইছে ছিনিয়ে নিতে। টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে দুজনেরই। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা।

শেষ পর্যন্ত পেলেডেরই জয় হলো। কেড়ে নিল সে ওয়ালথার। কিন্তু কিছু করার সুযোগ পাওয়ার আগেই কাছ থেকে হালকা একটা ঘুসি মেরে বসল রানা ডান ভুরুতে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল বেনি। হাত থেকে ছুটে গেল ওয়ালথার, বেরিয়ে গেল দরজা গলে। ডিগবাজি খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে।

শুয়েই ডান পা চালাল বেনি। লোকটার অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত অঙ্গচালনা এবং সহ্য শক্তি অবাক করার মত। রানার ডান পায়ের পিছনে পা বাধিয়ে সামনের দিকে টান মারল সে, ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা। পরমুহূর্তে মাথার ঘিলু পর্যন্ত নড়ে উঠল বাঁ চোয়ালে আরেক শক্ত পাঞ্চ খেয়ে। মারের চোটে পানিতে চোখ ভরে উঠল রানার।

একই সময়ে ডেজার্ট ঈগলটা দেখতে পেল বেনি। ডাইভ দিয়ে পড়েই ওটা তুলে নিল সে। বুঝতে দেরি হলো না রানার, এবার আর তাকে বাধা দিতে পারবে না ও। নাগালের বাইরে রয়েছে সে। মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে

গেল হার্-জিত। বেনি পেলেড জিতে গেল। গো-হারা হারিয়ে দিল ওকে লোকটা।

পাশ থেকে ওর হাতে কি যেন একটা গুঁজে দিল এইসময় জেনি। 'রানা, ধরো!'

পিস্তলের মতই লাগল ওটার স্পর্শ। চোখ নামিয়ে এক পলক তাকাল রানা। একটা ভেরি পিস্তল। কেবিনের গায়ে ঝোলানো একটা বাক্সে থাকে ওটা সবসময়। রিজার্ভ। কোথায় পেল জেনি পিস্তলটা? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সিধে হলো রানা হাঁটুতে ভর দিয়ে। চেম্বারে গুলি আছে কি নেই, দেখার সময় নেই। ওদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে বেনি, ঘুরতে শুরু করেছে এদিকে। ঘুরে দাঁড়াল পেলেড, মুখে বিজয়ীর সন্তুষ্টি।

ট্রিগার টেনে দিল রানা। অ্যালুমিনিয়াম কেসড্ কারট্রিজ ফুটল বিকট শব্দে। বুকে ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেয়ে দু পা পিছিয়ে গেল বেনি, অবিশ্বাসে চোখ উঠে গেছে কপালে। ফ্লোরের কিনারায় পিছলে গেল তার জুতোর হিল, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে।

কাত হয়ে গেল পেলেডের দেহটা। শেষ মুহূর্তে ডান হাতে কেবিন ডোরের ফ্রেম আঁকড়ে ধরল সে। কিন্তু রক্তাক্ত আঙুলগুলো ঠেকিয়ে রাখতে পারল না দেহের ভার। পিছলে গেল। দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল পেলেড গলা ফাটিয়ে। কিন্তু রোটরের গর্জনে আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল, বাতাস ছিনিয়ে নিল তার প্রলম্বিত চিৎকার।

খোলা দরজা দিয়ে আকাশ দেখল রানা কয়েক মুহূর্ত। কী স্নিগ্ধ, কী নির্মল। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সচকিত হয়ে জেনির দিকে এগোলো রানা। সুইচ টিপে জ্বেলে দিল কেবিনের আলো। হ্যাণ্ডকাফ খোলা যায় কি করে ভাবল একটু। চাবি নেই। নিশ্চয়ই বেনির পকেটে রয়ে গেছে।

দুই হ্যাঁচকা টানে দেয়ালের হাতলটাই খুলে আনল রানা। ঝাঁপিয়ে

পড়ল মেয়েটি ওর বুকে। অঝোর ধারায় কাঁদছে। প্রলাপ বকছে। ওর মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল রানা। হাসির মত চোখের পানিও সংক্রামক। দেখতে দেখতে ওর চোখও ভিজে উঠল। কাঁদছে মাসুদ রানা।

চোদ্দ

ভেরি পিস্তলটা ডেমিরেলের ঘাড়ে ঠেসে ধরল মাসুদ রানা। 'ফিরে চলো।'

শীতল স্পর্শে একবার শিউরে উঠেই শক্ত হয়ে গেল লোকটা। 'শিওর থিঙ, ম্যান। আমাকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না আপনার।'

তার কাঁধের ওপর দিয়ে বাঁ হাত বাড়াল ও। 'অস্ত্রটা দাও তোমার।'

'কোন অস্ত্র নেই আমার কাছে, কসম,' জোরে জোরে মাথা দোলাল ডেমিরেল। 'ওসব আমি স্পর্শও করি না। আপনি চেক করে দেখতে পারেন, স্যার।'

'ওকে।' বিশ্বাস করল রানা লোকটিকে। পিছিয়ে এসে বসে পড়ল সীটে। ক্লান্তিতে বুজে আসছে চোখ। কাছে এসে বসল জেনি। কি মনে করে কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল আস্তে করে। মুচকে হাসল মাসুদ রানা। নাকের ডগা টিপে দিল মেয়েটির।

হিউ সেফ হাউসের মাঠে ল্যাণ্ড করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে উঠে এলেন কলচিনস্কি, অ্যাডাম এবং আরও অনেকে। মুহূর্তে সরগরম হয়ে

উঠল ছোট্ট কেবিনটা। রানা ও জেনিকে বহাল তবিয়তে দেখে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কলচিনস্কির। আর সবারও একই অবস্থা।

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির সঙ্গে বললেন বৃদ্ধ, 'তোমরা সুস্থ আছ!'

ওদের সুস্থ দেহে প্রত্যাবর্তনের উচ্ছ্বাস খানিকটা কমে আসতে নেমে পড়ল সবাই কপ্টার থেকে। রানা আর জেনি নামল সবার পরে। ডেমিরেলকে তুলে দেয়া হয়েছে পুলিসের হাতে। ওর নামে কোন কেস আছে কি না সকালে চেক করে দেখা হবে। না থাকলে কালই মুক্তি পাবে সে।

গাড়ির দিকে পাশাপাশি হাঁটছে রানা আর জেনি। 'রানা!' ডাকল জেনি।

'বলো।'

'এটা রাখো তোমার কাছে।' হালকামত কি একটা ওর হাতে দিল সে।

'কি এটা!' বলেই চিনে ফেলল রানা জিনিসটা। কম্পিউটর ডিস্ক একটা। 'কোথায় পেলে?'

'চপারে। মনে হয় বেনি পেলেডের পকেটে ছিল। মারামারির সময় পড়ে গেছে।'

জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখল ও। এটা নিশ্চয়ই সেই ডিস্ক যাতে গর্ডনের হোম কম্পিউটরের সব ফাইল কপি করেছে লোকটা। জিনিসটা নিয়ে কি করা যায় ভাবল ও কিছুক্ষণ। ঠিক করল, নিজের কাছেই রেখে দেবে। ছোট বলে অনেক সময় সিআইএ-র অনেক অন্যায় দাবি মেনে নিতে হয়েছে। শিকার হতে হয়েছে ওদের ব্ল্যাকমেইলের। এরকম একটা পারমাণবিক বোমা কাছে থাকলে অনেক সুবিধে। মাঝেমধ্যে সিআইএকেও উল্টে ব্ল্যাকমেইল করা যাবে।

জেনিকে পরখ করে দেখার জন্যে বলল ও, 'তুমি জানো, এটা কি?'

'হুঁম! জানি তো।'

'কি, বলো দেখি?'

'কম্পিউটর ডিস্ক। পেলেডের ইনশিওরেন্স পলিসি।'

চোখ কপালে তুলল রানা। 'অ্যাঁ!'

'পাশের রুম থেকে আমি সব শুনেছি কমিশনারের সঙ্গে ওর কি কি কথা হয়েছে। সে জন্যেই তো চুপি চুপি দিলাম তোমাকে, যাতে কেউ না দেখে। নামার সময় পেয়েছি। লোকজন ছিল বলে দিতে পারিনি এতক্ষণ।'

'কেন চুপি চুপি দিলে?'

'ওতে অনেক গোপন তথ্য আছে। তোমার কাছে আছে জানলে ওটা কেড়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজনে তোমাকে হত্যাও করতে পারে সিআইএ। তাই। সে জন্যেই কাউকে জানতে দিতে চাইনি।'

'ওরে দুষ্টু মেয়ে!'

'এই জন্যেই বলে মানুষের উপকার করতে নেই,' কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলল জেনি, 'কোথায় ভাল হবে ভেবে দিলাম। আর তুমি কি না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিসি জেরা শুরু করে দিলে।'

'দুঃখিত। চলো চলো।' হেসে জেনির পিঠ চাপড়ে দিল মাসুদ রানা।

গাড়িতে ওঠার আগে একবার অন্ধকার বাংলোর দিকে ফিরে তাকাল জেনি আরনল্ড। মাথা দোলাল বিষণ্ন ভঙ্গিতে।

ঃ শেষ ঃ

আলোচনা

মাহমুদ
৩৩ নর্থ সার্কুলার রোড
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫।

এখন রাত ১১টা। এইমাত্র 'গুপ্তঘাতক ১' শেষ করলাম। খুবই ভাল লেগেছে। 'সাক্ষাৎ শয়তান' তেমন ভাল লাগেনি। তবুও পড়েছি। কেননা আমি একজন মাসুদ রানার অন্ধ ভক্ত। সেই 'ধ্বংস পাহাড়' থেকে শুরু করে 'গুপ্তঘাতক ১' পর্যন্ত সবগুলো বই আমার পড়া হয়েছে। আবারও বলছি 'গুপ্তঘাতক ১' খুবই ভাল লেগেছে। এই বইয়ে জেনি আরনল্ড যেন 'অগ্নিপুরুষে'র সেই লুবনাকে মনে করিয়ে দেয়। দেখা যাক 'অগ্নিপুরুষে'র মত 'গুপ্তঘাতকে'ও মাসুদ রানা তেমনি জেগে উঠতে পারে কিনা। আর একটা অনুরোধ করছি আপনাকে, মাসুদ রানা সিরিজের বই একটু তাড়াতাড়ি বের করা যায় না? একটা বইয়ের জন্য পুরো ১ মাস বসে থাকতে হয়। একটু ভেবে দেখবেন ব্যাপারটা। 'গুপ্তঘাতক ২' এর জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

* গুপ্তঘাতক ২ কেমন লাগল জানাবেন।

প্রদীপ কর্মকার
হাটখোলা রোড, শেরপুর, বগুড়া।

এইমাত্র রানা সিরিজের 'সাক্ষাৎ শয়তান ২' পড়লাম। খুবই ভাল লাগল। 'সাক্ষাৎ শয়তান' প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডই ভাল লাগল। কাজীদা, ভবিষ্যতে রানা সিরিজে 'সাক্ষাৎ শয়তানে'র মত আরও কাহিনী

চাই। 'মাতাল অরণ্য' কার লেখা এবং কবে বেরোবে প্রজাপতি থেকে আগেই জানাবেন।

* 'মাতাল অরণ্যে'র লেখক রকিব হাসান। কবে হবে জানি না এখনও।

মো. মাহফুজুর রহমান কবির
ঠা. চি. ক. কলোনি, ঠাকুরগাঁও রোড, ঠাকুরগাঁও।

অনেকদিন পর রানা সিরিজে গগলকে দেখতে পেলাম 'সাক্ষাৎ শয়তানে'। প্রথম খণ্ড ভালই লাগল তবে তেমন একটা উত্তেজনা নেই। আশা করি দ্বিতীয় খণ্ডে ভালই জমবে। হাড়সর্বস্ব অটোবারনেন তো আর জানে না, কার পাল্লায় পড়েছে। তবে লুসিফার-কে বাঁচিয়ে রেখে সুস্থ করে তুললেই বোধ হয় ভাল হত। কাজীদা, অনেক দিন হয় কবির চৌধুরীকে দেখছি না। আগামী কোন বইয়ে নিয়ে আসুন না রানার প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে।

ভাস্কর
আহ্সানুল্লাহ হল, বুয়েট, ঢাকা।

'জাপানী ফ্যানাটিক'-এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকদিন পর যেন 'অগ্নিপুরুষ', 'শ্বেত সন্ত্রাসে'র রানাকে ফিরে পেলাম। তবে একটা কথা। বেশ কিছুদিন আগে বিচিত্রায় আপনার সাক্ষাৎকার হতে জেনেছিলাম যে রানা আগে একচেটিয়া ভাবে আপনি লিখলেও এখন অন্য লেখকরাও লেখেন, তবে আপনার হাতেই ফিনিশিং টাচ্ ঘটে। খুব জানতে ইচ্ছে করছে 'জাপানী ফ্যানাটিক' কি স্বয়ং আপনার লেখা নাকি আর কেউ লিখেছে আর আপনি ফিনিশিং টাচ্ দিয়েছেন।

* কিছু মনে করবেন না, ওটা আমাদের হাঁড়ির খবর।

এম. এন. এইচ. বিপ্লব
বাতিসা, চোদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

মাসুদ রানার 'সাক্ষাৎ শয়তান ১' পড়লাম। খুব ভাল লেগেছে। এই বইতে বহুদিন পরে সোহানা, রানা এবং রানার বন্ধু ভিনসেন্ট গগলকে একসাথে দেখা গেল। সাথে গিলটি মিয়া থাকলে আরও ভাল লাগত। রানার

পরবর্তী বই যেন অ্যাকশান ধর্মী হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবেন।

কাজীদা, অনেক চেষ্টা করেও মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বই 'ধ্বংস পাহাড়' পেলাম না। তাই আপনার কাছে লিখতে হলো, 'ধ্বংস পাহাড়' বইটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে বললে উপকৃত হব।

* ওটা মাসুদ রানা ভলিউম ১-এ পাওয়া যাবে।

বিকি-বাবু
সেবা পাঠক সমিতির পক্ষে,
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম।

সালাম জানিবেন। সেবা'র লেখকবৃন্দ এবং আপনার বন্ধু মহলে সালাম রহিল। আশা করি কুশলে আছেন।

ভাই সায়েব, পর সমাচার এই যে, আপনি আমাদিগকে এতদিন পর্যন্ত 'নড়েচ কি মরেচ'-এর মজা হইতে কি জনে বঞ্চিত রাখিলেন বুঝিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দাবি হইল গিয়া, আমরা অতিসত্বর বাংলাদেশের সুজলা সুফলা পরিবেশে ডিউক ওরফে রানা ভাইকে চাই, তাহার সহিত চাই সোহানা দিদিকে। মনে রাখিবেন, অপারেশানে যেন গিলটি মিয়া অবশ্যই থাকে।

মো. আবুল আহসান (মণি)
'অবকাশ'
নিউ সার্কুলার রোড, বরিশাল।

সেবা প্রকাশনীর একজন পুরাতন পাঠক হলেও আলোচনা বিভাগে এটা আমার প্রথম চিঠি। চিঠিটা লিখছি এজন্য যে আজ ৭/৮ বৎসর যাবৎ 'মাসুদ রানা' (সাথে সেবা'র অন্য বইগুলিও) পড়ছি, কিন্তু বর্তমানের রানা আর আগেকার রানার মধ্যে যেন প্রচুর পার্থক্য বিরাজমান। আগের সেই রানাকে কি পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায় না? কারণ বিদেশে বসে নানা বন্ধু রাষ্ট্রের অনুরোধ রক্ষা করে, বিভিন্ন মানবতা বিরোধী সংগঠন ধ্বংস করে,

ভয়ঙ্কর কোন ভিলেনের মোকাবিলা করে আর নিছক কিছু অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়েই কি রানার বর্তমান দিন চলছে না? বর্তমানের এইসব বইগুলো ভাল লাগলেও 'অগ্নিপুরুষ', 'হ্যালো সোহানা', 'আমিই রানা', 'উ সেন' কিংবা 'চারিদিকে শত্রু'র রানার কোন গন্ধই যেন খুঁজে পাচ্ছি না।

* ওগুলো কি বিদেশেরই ঘটনা নয়?'

তানভীর

এ/টু রেলওয়ে বাংলো, সি. আর. জি., চট্টগ্রাম।

'প্রলয় সঙ্কেত' পড়লাম। গল্পটা ভালই। সাইন্স ফিকশন হিসেবে খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু রানা সিরিজে বইটা কেন জানিনা বেমানান লাগল। রানাকে বাস্তব ভাবতে ভাল লাগে। রানা যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক—তরুণের আর্দশ—ভালবাসার আশ্রয়। তাই রানা ইউএফও-র পেছনে ছুটছে ভাবতে ভাল লাগে না। রানার বাস্তব প্রেক্ষাপটে সবল গল্প চাই। অনেকদিন রানা স্পাইগিরি করে না। কাজীদা, ক্ষমা করবেন, বোধকরি লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়ে গেল, রানাকে—রানার কাজকে—সেবাকে ভালবাসি বলেই কথাটা বলার সাহস হলো। আপনার—রানার এবং সেবা'র সবার মঙ্গল কামনা করছি।

* ধন্যবাদ।

কাজী জাহিদুল হক (হিমু)

নরসিংদী সরকারী কলেজ।

আমি এ পর্যন্ত রানার প্রায় ৩০টির মত বই পড়ে ফেলেছি। আপনার সর্বশেষ প্রকাশিত 'অগ্নিশপথ' বইটি পড়েছি। 'অগ্নিশপথ' একটি চমৎকার বই। মস্কোতে রানার অপারেশন শেষ হবার পর, সে যে একাই বাংলাদেশে ফিরে এল, কিন্তু জামান শেখকে ঢাকায় না এনে মস্কোতে রেখে আসা হলো কেন? ব্যাপারটি একটু খুলে বলুন, কাজীদা। জামান শেখকে যদি আবার ঘৃণ্য ইসরায়েলী চক্রান্তের শিকার হতে হয়?

* ভয় কি, রানা তো আছেই। আবার যাবে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মনি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২০-১-৯৪ তিন গোয়েন্দা (৫৫, ৫৬, ৫৭) ভলিউম ১৫ রকিব হাসান

বিষয়ঃ কিশোর, মুসা আর রবিন—তিন বন্ধু মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছে নামঃ তিন গোয়েন্দা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে পুরানো এক মোবাইল হোম-এ ওদের হেডকোয়ার্টার। এ-ভলিউমে তিনটি রহস্যের সমাধান করবে ওরা—পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর।

২৩-১-৯৪ হায় চিল (সেবা রোমান্টিক ৪১) শেখ আবদুল হাকিম

বিষয়ঃ সোনার টুকরো ছেলেটা ভাল করে গোঁফ গজাবার আগেই বখাটে হয়ে গেল। পকেটে ক্ষুর ও পিস্তল, হাতে হকিস্টিক, ক্যাম্পাসে দিন রাত মাস্তানী করে বেড়ায়। নাম যেমন শক্তি, বাস্তবেও দেখা গেল শিকল ভাঙার জন্যেই যেন জন্মেছে সে।

২৩-১-৯৪ দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল (কি. ক্লাসিক ৫১) কাজী শাহনূর হোসেন

বিষয়ঃ ফরাসি বিপ্লবের পরের কথা। ফ্রান্সের অভিজাতদের তখন দুরবস্থা। ধরা পড়লেই কল্লা চলে যাচ্ছে গিলোটিনে। ...কিন্তু কারা যেন সাহায্য করছে ওদের। কেউ জানে না এ দলের সদস্য কারা, কে-ই বা এর নেতা।

আরও আসছে

২৫-১-৯৪	লাল সূর্যের দেশ	(প্রজাপতি)	সারওয়ার-উল-ইসলাম
২৫-১-৯৪	প্রতিপলে প্রতীক্ষায়	(প্রজাপতি)	ফাকিহা হক
২৮-১-৯৪	রহস্যপত্রিকা		(১০ বর্ষ ৪ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)